প্রেমের নবী

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.

প্রেমের নবী

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.

সম্পাদক
এডভোকেট সালমা ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
হাফেজ আহমাদ উল্লাহ

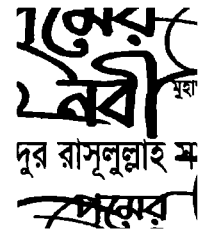

সুচয়ন প্রকাশন

www.pathagar.com

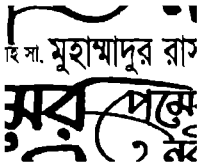

প্রকাশকাল	১৪২২ হিজরী, রবিউল আউয়াল জুন ২০০১
প্রকাশক	শামসুন নাহার ভুঁইয়া
প্রচ্ছদ	আরিফুর রহমান
ক্যালিগ্রাফি	বশির মেসবাহ
শব্দবিন্যাস	সালসাবীল কম্পিউটার্স ৪১/৪-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুদ্রণ	আল ক্বারণী প্রিন্টার্স ১০০/১ আরামবাগ, ঢাকা
মূল্য	১০০ টাকা $ 5.00

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
প্রেমিক –
যারা তাঁর
আহলে বাইতের প্রেমিক,
তাদের উদ্দেশ্যে
এই প্রেমের নবী ॥

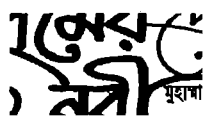

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স ম্পা দ কী য়

মেশ্‌কে আম্বরের ঘ্রাণ

অনিন্দ সুন্দর কান্তিময় চেহারার
অনুপম এক ব্যক্তিত্ব তিনি।
প্রফুল্ল মুখ উজ্জ্বল ললাট
গোলাপ পাপড়ির মতো ঠোঁট।
মুক্তোর মত ঝকঝকে দন্ত মোবারক
ঝলমলিয়ে উঠতো বল্‌লে কিছু।
দুধ আলতায় মেশানো খুশবু মাখা
দেহ মোবারক থেকে দখিনা বাতাস
ছড়িয়ে দিত মেশ্‌কে আম্বর।
ভরাট চোয়ালে টিয়ে ঠুটি নাক আর
ভ্রমর কালো দাড়িতে
ভারী মায়াবী প্রাণময় দরদী এক
পৌরুষ দীপ্ত পুরুষ,

তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.।
তিনি এবং তাঁর আহলে বাইতের
পদতলে আমাদের এই নিবেদন।

—এডভোকেট সালমা ইসলাম

সূ চি প ত্র

▼ রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসীর
রাসূল সা. প্রেম -
▼ দয়াল নবী মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর পবিত্র বংশধর -
▼ ফকির-দরবেশদের নবী প্রেম -
▼ ইলমে মারেফাতের ধারক বাহক হযরত মুহাম্মাদ সা. -
▼ মানব প্রেমে নিবেদিত মহানবী সা.-এর জীবন -
▼ প্রেম বোরাকে নবীজীর মে'রাজ গমন -
▼ কাব্যপ্রেমিক হযরত মুহাম্মাদ সা. -
▼ হযরত ওয়ায়েস করণীর প্রেমের জীবন
রাসূল সা.এর জোব্বা মোবারক -
▼ খোদাপ্রেমিক মুহাম্মাদ মোস্তফা সা. ও
নূর-ই-মুহাম্মাদীর কথা -
▼ রাসূলের শানে ক্যালিগ্রাফি -
▼ রাসূলের ভাষণ ও পত্রাবলীতে মানবপ্রেম -
▼ বিদায় হজ্বের ভাষণে মানবতার জয় -
▼ প্রেমের নবী প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদ সা. -
▼ বিখ্যাত সাহাবীদের রাসূল প্রেম -
▼ প্রখ্যাত কবিদের কাব্যে রাসূল প্রেম -
▼ প্রেম বিলিয়ে মানবপ্রেম অর্জন করলেন যিনি -
▼ মুহাম্মাদ সা. এর প্রেমে হযরত খাদিজা রা. -
▼ হেরা গুহায় প্রেমের ধ্যান -

www.pathagar.com

চুন রাহে মুস্তাকীম
বেজুয সুন্নাতে
তু নিস্ত
ওয়াইসী বেজান
গুজিদে রাহে
মুস্তাকীম রা॥

দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

যেহেতু তোমার
সুন্নাত বৈ মুস্তাকীম
সরল সোজা পথ
আর নেই,
তাই তো ওয়াইসী
জান প্রাণ দিয়ে
ওই মোস্তাকীম
পথই বেছে নিয়েছে।

শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদী নূরী

রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসীর রাসূল সা. প্রেম

রাসূল সা. প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন 'রাসূলেনোমা'। এ উপাধি লাভ করেছিলেন হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র.। হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর পরে তাঁর এত রাসূল সা. প্রেমিক দেখা যায়নি তিনি রাসূল প্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, চিন্তা-চেতনা ও সাহিত্য শৈলীতে সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি রাসূল সা. প্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর জীবন ছিল নবী প্রেম ও নবীর আহলে বাইতের মহব্বতে উৎসর্গকৃত। হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রঃ)-এর ঈমান, আমল, ইবাদত, বন্দেগী, সবই ছিল রাসূল সা.-এর প্রেম ও ভালোবাসায়। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর লেখা দিওয়ানে-

নাসিমা আরজ কুন বারে হাবিবে পাকে রাহমান রা
কে দারাদ আরেযু ওয়াইসী নেসারাত জান নেমুদান রা॥
হে বায়ু! রাহমানুর রাহিমের পূত-পবিত্র হাবিবের দরবারে আরজ কর যে,
ওয়াইসীর আরজু হচ্ছে তোমার জন্য প্রাণ কুরবান করে দেয়া।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সা.

www.pathagar.com

অনন্ত অসীম রাহ্‌মানুর রাহীম আল্লাহ পাকের করুণা বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত প্রবাহমান। তাঁরই মহান প্রেমে গাঁথা বিশ্ব ও তাবৎ সৃষ্টিকুল প্রথম থেকে শেষাবধি। আর এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃত উৎস রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, হায়াতুন্নবী, শাফায়াতের কর্তৃত্বাধিকারী, খাতামুন্নাবীয়িন নূরে মুহাম্মাদ মোস্তফা সা.। তাই প্রেমময়ের প্রেমে সদা আকুল প্রেমিক শ্রেণী রাসূল-এর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে প্রাপ্ত হন মানব জীবনের শাশ্বত অবিনশ্বরতা।

মহান রাসূলে পাকের মহব্বতে উজ্জীবিত হয়েই পরম শ্রদ্ধেয় আহলে বায়ত ও আহ্‌লে সুফ্‌ফা, সাহাবায়ে কেরাম ও শুহাদায়ে কেরাম, তাবেঈন তাবে-তাবেঈন, অলি-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, আরিফ মুমিন সবাই তাঁদের জীবন যৌবন অর্থাৎ সমস্ত কিছু নিঃশঙ্ক চিত্তে সোপর্দ করেছেন আল্লাহ্‌র হাতে। প্রত্যেকেই রাসূলপাক সা.-এর প্রকৃত অনুস্বরণ সর্বাবস্থায় তাজিমপূর্ণ তাবেদারী তথা সন্তুষ্টিকেই পরম লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করে পেয়েছেন মানব জন্মের পূর্ণ সার্থকতা। ফলত তাঁরাই রাব্বুল ইজ্জতের প্রিয়তম হাবিব ও দোস্ত রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন নবী পাকের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে যোগ্যতার শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন, প্রকৃত ইসলামের ধারক-বাহক মুক্তির দূত। আলোচ্য নিবন্ধে এমনই একজন আশেকে রাসূল সা.-এর অনবদ্য আদর্শ জীবন চরিত ও নবী প্রেমে তাঁর বেনজীর প্রেম ধারার কিঞ্চিত আলোকপাত করছি।

ভারতবর্ষ তথা উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল বরেণ্য বাঙালি ফার্সী কবি কুতুবুল এরশাদ- "রাসূলেনোমা" পীর আল্লামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার আমিরাবাজার গ্রামে আনুমানিক ১৮২০-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বুজুর্গ পিতা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ওয়ায়েস আলী র. বালাকোটের ময়দানে শিখ সমরে হযরত সৈয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরলভীর র. সাথে জিহাদে অংশ নিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মাতার নাম হাফেজা সৈয়্যেদা সাদিয়া খাতুন। পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ উচ্চস্তরের অলিয়ে কামেল। তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের আদি নিবাস ছিল আরব দেশের পবিত্র মক্কা নগরে। তিনি সাইয়্যেদানা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহ ওয়াজহু ও গাউসুল আজম হযরত সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী র. ও বড় পীর সাহেবের বংশধর। মাতা পবিত্র কুরআনের হাফেজা ও ক্বারী ছিলেন। তিনি নবী দুলালী হযরত সায়্যদা মা ফাতিমার রা. রুহানি নিসবত প্রাপ্ত ছিলেন।

যুগে যুগে কুতুব, গাউস, অলি আব্দাল, মুজাদ্দেদ প্রমুখ অলি আল্লাহ গণের ধরাধামে আগমনের পূর্বেই তাঁদের মর্ত্যভূমিতে সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালা আপন ইচ্ছা ও আনন্দ অনুযায়ী বিশিষ্ট দরবেশগণের মাধ্যমে স্বপ্ন ও এলহাম দ্বারা অথবা সরাসরি জানিয়ে দেন।

www.pathagar.com

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পাক র. তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতার গর্ভে আসলে একদা তাঁর মাতার সম্মুখে হযরত খাজা খিজির আ. আবির্ভূত হয়ে এরশাদ ফরমান যে, "তোমার গর্ভের পুত্র সন্তানটি হযরত নবী করিমের সা. এবং আহলে বায়েত গণের রা. অসীম প্রেমিক হবেন; অতি উঁচু স্তরের মহা সাধক হবে, তাঁর প্রকৃতি হবে প্রভু প্রেম। তাঁর মাননীয় পিতা কেবলা এক সুব্হে সাদেকে স্বপ্ন দেখেন যে, আকাশের তারকাপুঞ্জ হতে একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তারকা তাঁর পেশানীতে খসে পড়ল। পুনরায় তাঁর পিতা কেবলা একদা এশার নামাজ শেষে মোরাকাবার মধ্যে হযরত গাউসূল আজম হযরত বড় পীর সাহেব র. ও হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানীর র. দ্বারা এলহাম প্রাপ্ত হন যে, তার কনিষ্ট সন্তান যুগের উচ্চ শ্রেণীর দরবেশ হবে; তিনি হবেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা এবং নবী সা.-এর বিশিষ্ট প্রেমিক।

হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পবিত্র নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তাঁর নামকরণ ফতেহ আলী রাখতে বুজুর্গ পিতা মাতাকে এরশাদ করেছিলেন।

গাউসে জামান হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী রা. এর পবিত্র জীবন চরিত হতে উদ্ধৃত।

সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী পাক উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভের পর দীক্ষা লাভের প্রত্যাশায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত শায়খুল আরেফিন হযরত পীর মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী র. সাহেবের কাছে মুরিদ হয়ে বহু বছর মোর্শেদের শিক্ষা লাভ করে সাত তরিকার খেলাফত লাভ করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক বা রুহানী জগতে ওয়াইসিয়া নামে অতিশয় উন্নত ও প্রবলতম রুহানী শক্তিময় খোদা প্রাপ্তির একটি উত্তম তরিকা আছে। অল্প সংখ্যক আউলিয়া এটা লাভ করেছেন। কেউ স্বেচ্ছায়, আকাঙ্খা বা প্রার্থনা করে অথবা অন্বেষণ করে এ তরিকা লাভ করতে পারে না। শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার এনায়েত, ফজল ও রহমতময় দান দ্বারা লাভ করা যায়। এটা সম্পূর্ণ আজলী ও তকদীরী রূহানী সম্পর্ক। এ সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন হযরত ওয়ায়েস করণী র.। রাসূলে পাক সা.-এর সাথে তাঁর এ ধরনের রুহানী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এটা অতি উচ্চ মোকাম। সকলের পক্ষে এ মোকামে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। রাসূলে পাক সা.-এর সাথে প্রবলতম ভালবাসার কারণে এ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। হযরত ওয়ায়েস করণী র. কখনো জাহেরীভাবে রাসূল পাক সা. কে দেখেন নি। অথচ ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দুটি দন্ত মোবারক শহীদ হওয়ার বিষয়টি হযরত ওয়ায়েস করণী র. রুহানিভাবে জানতে পেরেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহর ব্যথা নিজে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে একে একে নিজের সবগুলো দাঁত উপড়ে ফেলেছিলেন।

www.pathagar.com

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর আহলে বাইতগণ রা. হযরত খাজা খিজির আ.-এর কাছ থেকে সূফী ফতেহ আলী রূহানি নিসবত লাভ করে 'ওয়াইসী' নামে বিভূষিত হন। তিনি হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর মতোই রাসূল পাক সা. কে ভালোবাসতেন। শয়নে স্বপনে কিংবা জাগরণে সর্বাবস্থায় তিনি রাসূল পাক সা. এর দর্শন লাভ করতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুন্নতের পাবন্দ এবং রাসূল সা. প্রেমিক। তাঁর বুযুর্গ পিতা-মাতা তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল আলোকের পথ দেখান।

কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করেছিলেন হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী র.। তিনি উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষাও লাভ করেন। তিনি রাসূল পাক সা.-এর মহব্বতে বেকারার হয়ে দিওয়ান রচনা করেন। যাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের শুরুতে তিনি যে দুটি চরণ লিখেছেন।

মশরেক্কে হুব্বে মুহাম্মাদ মাতলায়ে দিওয়ান-ই মা
মাতলায়ে খুরশিদে এশকেশ সিনে-এ সুযানে মা॥
অর্থ-'মুহাম্মাদের সা. প্রেমের আলোতেই আমার কাব্যের সূচনা
তাঁর প্রেমের সূচনা সূর্যোদয়ই আমার মনের জ্বালা যন্ত্রণা।'

হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. রাসূলপাক সা. এর এমন ব্যাকুল প্রেমিক পাগল ছিলেন যেন মুহূর্তেই তিনি ফানাফির রাসূল হয়ে যেতেন। আপন অস্তিত্ব ভুলে নবী পাক সা.-এর মধ্যে একাকার হয়ে যেতেন। বলে তাঁকে ফানাফির রাসূল দরবেশ নামে অলংকৃত করা হয়। উপরন্তু তিনি 'রাসূলেনোমা' উপাধিতে ভূষিত হন। 'রাসূলে নোমা' শব্দের অর্থ হলো নবী পাক সা.-এর প্রেমে মহব্বতে তিনি এতই মশগুল থাকতেন যে সর্বাবস্থায় তিনি নবী করিম সা. কে দর্শনের আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁদেরকেও নবী পাক সা. কে জাহেরান দেখিয়ে দিতেন। এজন্য তাঁকে রাসূলেনোমা উপাধি দেয়া হয়েছে।

তাঁর লিখিত দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের বিভিন্ন অংশে নবী পাক সা.-এর চেহারা মোবারকের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তিনি লিখেছেন-

হালকে জা দাত বে এজাযে রূখাত
জাম বাহাম কার্দে ছুবহ ও শামরা॥

অর্থ-তোমার ঢেউ খেলানো কেশরাজি ও তোমার অপূর্ব সুন্দর চেহারা একাকার করে দিয়েছে সকাল ও সন্ধ্যাকে।

www.pathagar.com

এভাবে রাসূলেনোমা হযরত শাহ্সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. রাসূল পাক সা.-এর পবিত্র চেহারা মোবারকের বর্ণনা প্রদান করেছেন ছন্দাকারে। তিনি আরও লিখেছেন।

জুয খাতে কে বার রূখেতু দায়েরা শুদে

বার খোর কেদীদ চেম্বারে আম্বারে শামীম রা॥

অর্থ-তোমার চেহারায় উঠতি পশম যে অপরূপ বৃত্ত এঁকেছে,
তার চেয়ে সুন্দর কোন সুগন্ধী আম্বরের বৃত্ত আর কারো চোখে পড়েনি এ জগতে।
(আম্বর জ্বালানোর সময় বৃত্তাকারে আম্বরদানীতে রাখতে হয়।)

তিনি নবী পাক সা.-এর এমনই প্রেমিক ছিলেন যে, পার্থিব কামনা-বাসনা , লোভ-লালসা বা ভোগ-বিলাসের উর্ধ্বে থেকেই নবী প্রেমের ফল্গুধারায় অবগাহন করেছিলেন। তাইতো তিনি লিখেছেন

ওয়াইসী আর খাহী জামালে মোস্তফা

তার্ক ফার্মা রাহাত অ আরাম রা॥

অর্থ- ওয়াইসী! যদি মোস্তফার অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে চাও, তাহলে আরাম-আয়েশ ভুলে যাও। রাসূলেনোমা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. যদি এক মুহূর্তের জন্যেও নবী পাক সা. কে দেখতে না পেতেন তবে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করতেন। নবী পাকের সা. বিরহ বেদনায় তিনি যে কত বেশি কাতর হয়ে যেতেন তা পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন-

তামান্না মিকুনাদ জানাম বেহেজরে দোস্ত মুর্দানরা

দিলে মান আরেযু দারাদ বেপায়েশ জান সে পুরদান রা॥

অর্থ- বন্ধুর বিরহে আমার প্রাণ মউত কামনায় ব্যাকুল,
আমার মন চায় তাঁর পদতলে প্রাণ বিসর্জন দিতে।

এমনই নবী প্রেমিক ছিলেন রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী র.। তিনি ক্ষণিকের বিরহ বেদনাও সইতে পারতেন না। রাসূল পাক সা.-এর বিরহে ব্যাকুল হয়ে তিনি একবার নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, সেদিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি রাসূল পাক সা. তাঁকে দর্শন দান না করেন তবে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিবেন। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাচ্ছে। আর তিনি প্রেম জ্বালায় অস্থির হয়ে মৃত্যু কামনা করছেন। এমন সময় ঘোড়া দৌড়ে আসার খুরের আওয়াজ ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে এল। তখন দূর হতে নবী পাক সা.-এর মধুকণ্ঠ

www.pathagar.com

ধ্বনি ভেসে এল "হে ফতেহ আলী সবুর কর" এরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখনীতে। তিনি পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে লিখেছেন-

তানাম আয বারে হেজরে তু চুনাম যার অ যাবুন গাশতে
কে জনাম তার্ক মিখাহাদ নেমুদান খুনে তান রা॥
ফেরাকে তু বুদ দুশবার অ অসান উমাদে মুর্দান
নেমুদাম তার্ক এ দুশবার অগেরফতাম মুর্দার রা॥

অর্থ- তোমার বিরহ যন্ত্রণায় আমার দেহ এতই দগ্ধ ও বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, আমার প্রাণ এখন চায় এ দেহ-ঘর ত্যাগ করে চলে যেতে॥ তোমার বিরহ অসহনীয় কঠিন অথচ তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক সহজ, তাই কঠিন বিরহ জ্বালাকে বাদ দিয়েছি আর বরণ করে নিলাম মরণকে।

কিন্তু হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী র. কে নদীতে ঝাঁপ দিতে হয়নি। তিনি ঝাঁপ দিতে উদ্যত হতেই পিছন থেকে নবীজী সা. কাছে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে বললেন- এত অভিমান করলে কি হয়? তখন ফতেহ আলী ওয়াইসী র. বললেন, হুজুর! আপনার বিরহ আমি এক মুহূর্তও সইতে পারি না। দয়া করে আপনি আমার থেকে দূরে যাবেন না। নবীজী সা. হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী র. কে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করেন এবং তারপর থেকে আর কোন দিনও তাকে নবীজীর বিরহ জ্বালা সইতে হয়নি। শয়নে-স্বপনে জাগরণে সর্বসময় তিনি নবীজী সা.-এর সাক্ষাৎ লাভ করতেন।

রাসূল সা.-এর প্রতি ভালোবাসার মধ্যেই আছে ঈমানের পরিচয় তাইতো হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী র. পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে লিখেছেন-

ওয়াইসীয়া! আযদীন ওয়া ঈমান ইনকাদর দানিম ওয়াবাস
দীনে মা এক মুহাম্মাদ সা. হুব্বে উ ঈমানে মা॥

অর্থ- হে ওয়াইসী! দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে এতটুকু জানি এবং তাই যথেষ্ট যে, আমাদের দ্বীন হলো মুহাম্মাদের সা. এশক ও তাঁর প্রতি প্রেমই হচ্ছে আমাদের ঈমান।

এভাবে সম্পূর্ণ দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবখানি নবী পাক সা.-এর প্রেম ও মহব্বতের জ্বলন্ত নিদর্শন। এই অমর কাব্যের প্রতিটি শব্দ যেন আশেকে রাসূল সা.-এর মহিমান্বিত জপমালা বিশ্ব বীণার মূল সুর। পরম সুন্দরের রূপে বিমুগ্ধ ও একাকার। ওয়াইসী (রঃ)-এর এই সৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্য তথা জগৎ জীবন দর্শনের অমূল্য সম্পদ। পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবে ১৭৯টি গজল ও ২৩টি কাসিদা রয়েছে। যার প্রতিটি চরণ অনন্য রাসূল প্রেমিকের গভীরতম ইশক ও সার্থক অনুভূতির উৎকৃষ্ট

www.pathagar.com

নিদর্শন। যা অনন্ত ফয়েজে পরিপূর্ণ এবং অদ্বিতীয় রাসূল প্রেমের সুগন্ধিময় চির সৌরভ।

রাসূলেনোমা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. নবী পাকের আহলে বায়তের প্রতিও চরম ভক্তি ও মহব্বত প্রদর্শন করেছেন। তিনি কারবালা প্রান্তরে নবীর আহলে বায়তগণের পানি কষ্টের কথা স্মরণ করে জীবনে কখনও একসাথে তিন চুমুকের বেশি পানি পান করতেন না। তিনি কারবালার কথা স্মরণ করে আহাজারি ও রোদন করতেন।

রাসূলেনোমা আল্লামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রঃ)-এর অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদান ছিলেন। সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ,পাঞ্জাব, ভূপাল এমন কি সুদূর বলখ, বদখশান, খোরাশান ও মদীনা শরীফ হতেও মানবকুল সমাগম হয়ে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' প্রাপ্তির আশায় তাঁর পবিত্র হস্তে মুরিদ হতো। তিনি পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে তাঁর একান্ত প্রিয় ৩৫ জন মুরিদ ও খলিফার নাম লিপিবদ্ধ করেন, যারা প্রত্যেকে তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল পাক সা.-এর প্রতি অপূর্ব ভালোবাসা ও মহব্বতের নিদর্শন রেখেছেন। এখানে ক্রমানুসারে তাঁদের নাম দেয়া হলো।

১. মাওলানা আবদুল হক সাহেব র., গ্রাম ও পোঃ সিজগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
২. মৌলভী আইয়াজ উদ্দীন সাহেব র.,আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৩. সূফী নিয়াজ আহমদ সাহেব র.,কাতরাপোতা, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৪. সূফী একরামূল হক সাহেব র.,পুনাসী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৫. মৌলভী মতিয়ুর রহমান সাহেব র.,চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৬. হাফেজ মোঃ ইব্রাহিম সাহেব র., চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৭. মৌলভী আবদুল আজিজ সাহেব র., চন্দ্র জাহানাবাদ, জেলা-হুগলী
৮. মৌলভী আকবর আলী সাহেব (রঃ),সিলেট, বাংলাদেশ।
৯. মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব র.,ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০. মৌলভী আহমদ আলী সাহেব র.,ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
১১. শাহ্ দিদার বখস সাহেব র.,পদ্মপুকুর, জেলা- হাওড়া, ভারত
১২. শাহ বাকি উল্লাহ্ সাহেব র.,কানপুর, জেলা-হুগলী ভারত।
১৩. মৌলভী আবু বকর সাহেব র.,ফুরফুরা, জেলা-হুগলী, ভারত।
১৪. মাওলানা শাহ্ সূফী গোলাম সালমানী র.,ফুরফুরা, ভারত।

www.pathagar.com

১৫. মৌলভী গনিমত উল্লাহ সাহেব র.,ফুরফুরা, ভারত।
১৬. মুন্সী সাদাকাত উল্লাহ সাহেব র.,ফুরফুরা, ভারত।
১৭. মুন্সী শারাফত উল্লাহ সাহেব র.,খাতুন, জেলা- হুগলী ভারত।
১৮. শায়েখ কোরবান আলী সাহেব রা.,বানিয়া তালাব, কলিকাতা, ভারত।
১৯. শামছুল ওলামা মৌলভী মির্জা আশরাফ আলী সাহেব র.,কলিকাতা, ভারত।
২০. সৈয়দ ওয়াজেদ আলী সাহেব র.,মেহ্‌দীবাগ, কলিকাতা, ভারত।
২১. মৌলভী গুল হুসাইন সাহেব র.,খোরাসান, আফগানিস্তান।
২২. মৌলভী আতাউর রহমান সাহেব র.,চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৩. মৌলভী মুবিনুল্লাহ সাহেব র.,রামপাড়া, জেলা-হুগলী, ভারত।
২৪. মৌলভী সৈয়দ যুলফিকার আলী সাহেব র.,টিটাগড়, জেলা-চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৫. মৌলভী আতায়ে এলাহি সাহেব র.,মঙ্গলকোট, জেলা- বর্ধমান, ভারত।
২৬. মুন্সী সুলায়মান সাহেব র.,বারাসাত, জিলা- চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৭. মৌলভী নাছিরুদ্দিন সাহেব র.,জিলা- নদীয়া, ভারত।
২৮. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব র.,ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
২৯. মৌলভী কাজী খোদা নাওয়াজ সাহেব র.,দাহসা, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩০. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব র.,বৈদ্যবাটি, জেলা-হুগলী, ভারত।
৩১. কাজী ফাসাহতুল্লাহ সাহেব র.,চব্বিশ পরগনা, ভারত।
৩২. শায়েখ লাল মুহাম্মাদ সাহেব র.,চুচুড়া, জেলা- হুগলী ভারত।
৩৩. মৌলভী মুহাম্মাদ সৈয়্যেদ ওবায়দুল্লাহ সাহেব র., বর্তমান অবস্থান মদিনা শরীফ।
৩৪. মৌলভী মুহাম্মাদ সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ সাহেব র.,শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, ভারত।
৩৫. মৌলভী হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব র.,ফুরফুরা, জেলা- হুগলী, ভারত।

রাসূলুনোমা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. বাংলা ১২৯৩ সনের ২০ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৩০৮ হিজরি সনের ৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওফাত গ্রহণ করেন। তাঁর মাজার শরীফ দুই স্থানে অবস্থিত। প্রথমটি কলিকাতার মানিকতলায় লালা বাগানে ২৪/১ মুন্সীপাড়া লেন, ২ নং দিল্লিওয়ালা গোরস্থানে অবস্থিত। এবং অপর মাজার শরীফটি অবস্থিত বাংলাদেশের শরীয়তপুরের নাড়িয়া থানার সুরেশ্বর দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফে।

www.pathagar.com

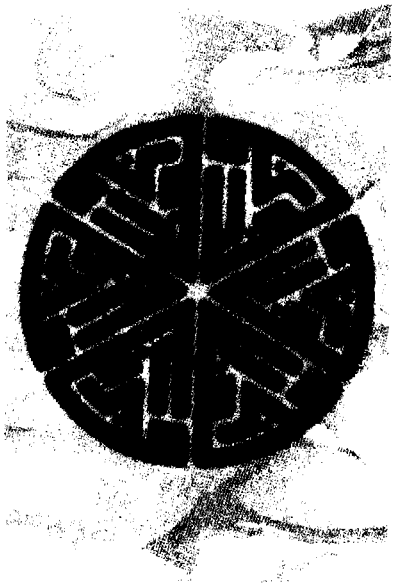

মুহাম্মাদ

চরম প্রশংসিত

মু হা ম্ম দ ফ রি দ উ দ্দি ন খা ন

দয়াল নবী মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর পবিত্র বংশধর

"ওয়াইসিয়া! আয দীন অ ঈমান ইন কাদর দনিম অ বাস্
দীনে মা এশকে মুহাম্মাদ হুবে উ ঈমানে মা"

নবী প্রেমে মাতোয়ারা বঙ্গ-আসামের বড়পীর সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী র. ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁর অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে ওয়াইসী'তে খাঁটি কথাই বলেছেন। তিনি বলছেন, "হে ওয়াইসী! দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে এটুকু জেনে রাখাই ব্যস যে, আমাদের দ্বীন হচ্ছে এশকে মুহাম্মাদ সা. আর তাঁর প্রতি প্রেমই আমাদের ঈমান।"

বিশ্ব চরাচর তথা সকল সৃষ্টির মূল ও বীজ যিনি তাঁর প্রতি প্রেম ভালোবাসা প্রতিটি সৃষ্টি অন্তর্নিহিত ফিতরাত বা স্বভাবেরই সার কথা। আমাদের নবী হলেন সকল সৃষ্টির যে আদি নূর তারই প্রথম ঝলক ও আয়না। মহান রাব্বুল আলামীন নিজের স্বরূপ দেখার প্রেমে পড়ে সৃষ্টি করলেন আয়না। সেই আয়না বা মাখলুকাতে নিজের আসমাউল হুসনার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকেই দেখতে লাগলেন। সুন্দরতম নামসমূহের প্রকাশই এ সৃষ্টি চরাচর যার শুরু হয়েছে ওই 'প্রশংসিত নূর' দিয়ে। আধ্যাত্মিক প্রেমের দিকপাল তাত্ত্বিকদের অন্যতম ইবনে আরাবীর "ফুছুছুল হিকাম"

www.pathagar.com

গ্রন্থখানি এ প্রশংসিত নূর তথা নূরে মুহাম্মাদী এবং এর সাতাশ প্রতিফলক আয়না স্ববিস্তার বর্ণনা দিয়েছে আশেকানের জন্য।

সকল সৃষ্টির সার নির্যাস মূল গোড়া ও বীজ বলেই নূরে মুহাম্মাদী তথা প্রিয়তম নবীজী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সা.-এর প্রেমে জ্ঞানী প্রাজ্ঞরা নিমজ্জিত থাকেন। সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মাঝে যারাই চিরদিনের জন্য খ্যাতিমান স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছে তারা সজাগ সচেতনভাবে নবীপ্রেমে পাগল হওয়ার কারণেই হয়েছেন। স্বয়ং স্রষ্টা দয়াল মাবুদই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণটা খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণ। মুহাম্মাদ তো তারই সর্বোত্তম সৃষ্টি। আপন সৃষ্টিকে ভালোবাসা তো আপন স্বভাবেরই মূল কথা। আর স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির টান, আনুগত্য ও মনোযোগিতা প্রশ্নাতীত যদিও ময়লা অন্তর ও চোখে পর্দা থাকার কারণে সৃষ্টিকুলের সেরা হয়েও অনেক ইনসান এ অকাট্য বিষয়ে গাফেল হয় বা অস্বীকার করে। স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন এ ফিতরাতগত অকাট্য প্রেমের তারে টোকা দিয়ে তাই স্বীয় "প্রেমপ্রত্র" সদাপাঠ্যে বলেছেন, "যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" সদাপাঠ্যে (আল কুরআন) এ অমোঘ ঘোষণা নবীজীর নয়, বরং তাঁরই প্রশংসাকারী খোদ রবের। এ সত্য (হাকিকত) বুঝার জ্ঞান (মারেফাত) অর্জনের পথ (তরিকত) ও পাথেয় (শরিয়ত) দয়াল প্রভু কুরআন (সদাপাঠ্য) ইরফান (আধ্যাত্মিকতা) ও বুরহানের (যুক্তি, প্রমাণ ও বিবেকবোধ) মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের সামনে অফুরানভাবে দিয়ে রেখেছেন।

তবে মানুষ প্রতিপালক ও স্রষ্টা রবের প্রতিনিধি হিসেবে স্পষ্ট হলেও তার গুণরাজিতে এমন কিছু নিয়ম ও বিধান রয়েছে যার সুষম ও সমন্বিত বিকাশ না ঘটলে বাধ্যগত প্রতিনিধি না হয়ে সে অবাধ্য প্রতিনিধি হয়ে যেতে পারে। নিরানব্বই নাম বা গুণের প্রতিটিই নিরানব্বই রূপ-লাবণ্য লাভ করার শক্তি রাখে। যথাযথ প্রয়োগ না ঘটলেই গোল বাধে। দয়াল প্রভু এ বিষয়টি অবগত বলেই দয়া করে দয়াল নবীদের যুগে যুগে পাঠিয়েছেন হাকিকত, মারেফাত, তরিকত ও শরিয়ত দিয়ে। আর তাদের সবার সর্দার ও মুরব্বি দয়াল মোস্তফাকে পাঠিয়েছেন সর্বকালের জন্য। আবার তাকেও সর্বক্ষণ মদদ দানের জন্য স্বয়ং প্রভু ও তাঁর ফেরেশতা কুল সর্বক্ষণ প্রেমাশীষ বিলিয়ে থাকেন। শুধু এখানেই শেষ নয় বরং সবার প্রতি নির্দেশ জারি করে দেন ঃ ছাল্লো আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। অর্থাৎ তাকে খাঁটি পাগলের মতই ভালোবাস, তার প্রেমে ডুবে যাও। কেননা নবীজীর প্রেমে ডুবলেই যে প্রভু প্রেমের মদীনার স্বাদ আস্বাদন করা যাবে।

কিন্তু কথা হলো আসমাউল হুসনার মূর্ত প্রতীক নবীজী যখন বাহ্যত বিমূর্ত থাকবেন তখন কি উপায়? সে পথ ও পাথেয় অবশ্যই আছে। নবীজীর মাকারেমুল

www.pathagar.com

আখলাকের (মহতী গুণরাজি) সরাসরি প্রতিনিধি ও রূপকার হলেন তাঁর পূত পবিত্র বংশধর নূরে মুহাম্মাদীর ঐশি ঝলক থেকে যে প্রাথমিক বিম্বগুলো ছড়িয়ে পড়ে তারাই তাঁর ঘনিষ্ঠতমরা। নবীজীর বংশধরই তাঁর নিকটতম প্রতিনিধি ও মূর্ত রূপ। কুরআনের ঘোষণা ও নবীজীর বয়ানে এ সত্যও প্রমাণিত ও প্রকাশিত।

স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নবীজীর বংশধর ও পরিবারকে পূতপবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন আয়াতে তাতহিরে। এছাড়াও আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীজীকে হুকুম দিয়েছেন, "বলে দাও আমি তোমাদের কাছে আমার রেসালাতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক বা পুরস্কার চাই না শুধু আমার নিকটজনদের (বংশধর) প্রতি প্রেম ভালোবাসা ছাড়া।" সূরায়ে শুরার এ ঘোষণা অতি পরিষ্কার ও কুয়াশামুক্ত। নবীজীর বংশধররাই তাঁর প্রথম কাতারের প্রতিনিধি। এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যদের স্থান সুতরাং নবী বংশ ও পরিবার তথা আহলে বাইতের প্রতি খাঁটি প্রেম মহব্বত অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। কেননা সত্যিকার অর্থেই নবী বংশ তথা মা ফাতিমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী হচ্ছেন কুরআন ও নবীজীর জীবন্ত রূপ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নবীজী যেমন কুরআনের ব্যাখ্যা আহলে বাইতও নবীজীর ব্যাখ্যা।

বাস্তবে এ বিষয়টির প্রতি প্রথম যুগ থেকে আজতক মুসলমানদের অধিকাংশই চরম গাফেলতি দেখিয়ে আসে। এ কারণেই মুসলমানদের যত দুর্ভাগ্য ও অধঃপতন। অবশ্য মুষ্টিমেয় তরিকতপন্থীরা দিব্য জ্ঞানী আরেফ অলিগণের পরশ পেয়ে আহলে বাইতের প্রতি বন্ধন অটুট রাখার কুশেশ চালান।

রাসূলুল্লাহ আহলে বাইতের গুরুত্বকে কখনো খাটো করে দেখার অবকাশ নেই এ অনুমতি আল্লাহ পাকও কাউকে দেননি। আহলে বাইতের পবিত্র সদস্যগণ যে অতুলনীয় তা মুবাহেলার মত বহু ঘটনায় সবার কাছে প্রমাণিত। স্বয়ং প্রথম কাতারের সাহাবায়ে কেরাম মনে প্রাণে নবী বংশের মর্যাদা ও প্রাধান্য বুঝেছিলেন ও মানতেন। তবে মানুষের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুশমন ইবলিস সেই গোড়া থেকেই দুর্বল চিত্ত ও স্বার্থান্বেষী নফস পুজারীদের উপর সওয়ার হয় নবীজীর আহলে বাইতের প্রতি শুধু অবজ্ঞাই প্রদর্শন করেনি বরং তাদের নিশ্চিহ্ন করার সকল অপকর্মে হাত দেয়। আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে কি কষ্টই না দিয়েছে শয়তান ও তার অনুসারীরা। তারা সবার সেরা বলে সবার কাছে ঘোষণা ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের দুশমনেরা ইসলামেরই লেবাস পরে তাদের উপর অমানবিকভাবে চড়াও হয়। বদর, ওহুদ ও খন্দকে যারা ইসলামের চরম শত্রুতা করেছে তারাই এবং

www.pathagar.com

তাদেরই সন্তানেরা পরবর্তীকালে নবীজীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে নবী বংশকে হত্যা, বন্দী ও অপদস্থ করে। অথচ নবীজী তার বিদায় হজ্বের ভাষণেও ঘোষণা দিয়েছিলেন, কুরআন ও আমার বংশধরের সুন্নত আঁকড়ে ধরবে কেননা এরা উভয় (কুরআন ও নবী বংশ) হাউজে কাউসারে গিয়ে আমার সাথে মিলিত হবে। এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। কুরআন মানেই সুন্নাহ। আর সুন্নাহ মানেই নবীজী ও তার আহলে বাইত। আর সাহাবা, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈন সবাই নবীজী ও তাঁর আহলে বাইতেরই অনুগামী-অনুসারী।

এখনও তখনও, পাঁচবেলা নামাজের ইতি টানার মুখ্য দরূদ শরীফই হচ্ছে- "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ"। আলে মুহাম্মাদ অর্থই নবী বংশ। অথচ নবী বংশকে না জেনে না মেনে তোতা পাখির মত নামাজে দরূদ পড়ে যাচ্ছি। এ দরূদ নবীজীরই নির্দেশে নামাজান্তে পড়া ওয়াজিব। আর নবীজী নিজের খেয়াল খুশি মাফিক কিছু করেন না। সবই উপরওয়ালার নির্দেশ। আর এতে উপরওয়ালার কোন ফায়দা নেই। সব ফায়দা আমাদেরই- নিজেদের। আমাদেরই স্বার্থ ও লাভের জন্য নবীকে ও নবীর আওলাদদের জানতে হবে, মানতে হবে ও ভালোবাসতে হবে। মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া, তাদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ ছাড়া আল্লাহর রেজামন্দী হাসিলের প্রচেষ্টা এজিদ-সীমারের ইবাদত বন্দেগী না হলেও অযথা ও বেহুদা নিশ্চয়ই। কারবালার ময়দানে নবী বংশের দুশমনেরা নবী বংশকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করার চেষ্টা এ জন্যই করছিল যে জোহর-আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে! নবীজীর নামে কালিমার বাক্য ঘোষণা দিয়েই এবং এমনকি নামাজান্তে নবী ও নবী বংশের কল্যাণ কামনার দরূদ পাঠ করেই নবী বংশকে ওরা জবাই করতে ছাড়েনি। এ ধরনের নামাজীদের জাহান্নামে বিনা হিসাবে ঢুকানোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই বলা হয়েছে- 'ফাওয়াইলুল্লিল মুছাল্লিন'।

অবস্থা সর্বকালেই এক রূপ। আজও নবী ও নবী বংশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য দেখিয়ে বেহেশতে যাওয়া যাবে কিংবা তাদের প্রতি দুশমনি ও অবজ্ঞা দেখিয়ে দোযখে যাওয়া তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও গজব লাভের তরিকত ও শরিয়ত আমাদের সামনেই রয়েছে। নবী ও নবী বংশের প্রতি প্রেমই দীন ও ঈমানের প্রতীক ও কষ্টিপাথর। ইবলিস ও নফসের প্রেম নিয়ে নামাজে দাঁড়ানো যাবে প্রভুর সাথে মিলন বাসরে যাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

ওয়া
রাফা'না
লাকা
যিকরাক

আমি আপনার
আলোচনাকে
সুউচ্চ ও সম্মানিত
করেছি।

মা ও লা না ই স হা ক ও বা য় দী

ফকির-দরবেশদের নবী প্রেম

ইসলামের ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর মদিনায় হিজরতের ঘটনা একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই খ্যাত। তাই হারাম শরীফ থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত হযরত সা.-এর হিজরতের রাতে আশ্রয় গ্রহণের স্থান গারে সাওর বা সাওর পাহাড়ের গুহা হিজরতের কারণেই ইতিহাসে সমভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরতের সহযাত্রী একান্ত বন্ধু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)সহ সওর নামক গুহায় আশ্রয় নিলেন। গুহাটি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে তাতে অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। হযরত আবু বকর রা. একে একে সবগুলো ছিদ্রই কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে বন্ধ করে দিলেন। যাতে করে কোন সাপ-বিচ্ছু যেন হযরত সা. কে কোন রকম কষ্ট দিতে না পারে। কিন্তু একটি ছিদ্র রয়ে যায়, বন্ধ করতে পারলেন না কাপড়ের অভাবে। ছেঁড়ার এত কোন কাপড় চোপড় না থাকায় হযরত আবু বকর রা. নিজের পা মোবারক দিয়েই ঐ ছিদ্রটি ঠেকিয়ে রাখলেন। আর প্রাণের চেয়েও প্রিয়

www.pathagar.com

বন্ধু সরদারে দোজাহান হযরত মুহাম্মাদ সা. কে নিজের উরুর ওপর মাথা মোবারক রেখে শুইয়ে দিলেন।

যেহেতু রাতের অন্ধকারে এত দূর পথ অতিক্রম করে এসেছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি এবং শ্রান্তি হযরত সা. কে পেয়ে বসে। ফলে হযরত ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে হযরত আবু বকর রা. অতন্দ্র প্রহরীর মত হযরতকে বহন করে পাহারা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রা.-এর পা দিয়ে বন্ধ রাখা গর্তে ছিল একটি বিষাক্ত সাপ, গর্তের মুখ বন্ধ দেখে সে বার বার দংশন করতে থাকে। এদিকে হযরত আবু বকরের চেহারা মোবারক বিষাক্ত সাপের ছোঁবলের কারণে ফ্যাকাশে হয়ে কালো আকার ধারণ করে। তবুও প্রাণ প্রিয় নবীর প্রেমে আসক্ত আবু বকর রা. তাঁর পাঁকে গর্তের মুখ থেকে সরিয়ে নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অসহনীয় বিষক্রিয়ায় তাঁর চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রুজল হযরতের চেহারা মোবারকে পড়ে যায়। ফলে হযরত সা. জেগে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আবুবকর কি ব্যাপার কাঁদছো কেন? তোমার চোখে পানি কেন? হযরত আবু বকর রা. সব খুলে বললেন, হযরত সা. তাঁর পবিত্র থুথু মোবারক আবু বকরের পায়ের ঐ দংশিত স্থান লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বিষ নেমে যায়।

দেখুন কি নবীপ্রেম, ইসলামী জগতের সর্ব প্রথম দরবেশ বা ফকির হযরতের একনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী হযরত আবু বকর রা.-এর এই নবীপ্রেম থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

এ ধরনের হাজারো ঘটনা সাহাবায়ে কেরাম ও ফকির দরবেশদের নবী প্রেমের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

হুজুর সা. কে একবার হযরত ওমর রা. বললেন, হুজুর! আমি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে আপনাকে বেশি ভাল বাসি, তবে শুধু নিজের জান থেকে এখনো বেশি ভালোবাসতে পারিনি, হুজুর সা. বললেন, এখনো তোমার ঈমানের পরিপক্বতা আসেনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, হুজুর! আমার জান থেকেও আপনাকে বেশী ভালোবাসি। হুজুর সা. তখন এরশাদ করলেন, এখন তোমার ঈমানে পরিপক্বতা আসলো।

www.pathagar.com

একজন মানুষ তখনই কামেল মো'মেন হিসেবে গণ্য হবেন, যখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এমনকি পরিবার পরিজন ও নিজের জান থেকেও প্রিয় নবী সা. কে বেশি ভালোবাসতে পারবেন। ইসলামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকির বা দরবেশ হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রা. হুজুর সা. কে তাঁদের মা-বাবা, এমনকি স্ত্রী-পুত্র ও নিজের জান থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। এ ব্যাপারে যিনি যতখানি বেশি ভালোবাসতে পারবেন তিনি ততো বেশি ওলি দরবেশ হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিগণিত হবেন।

কেয়ামত পর্যন্ত আগত কোন মানুষই অলিয়ে কামেল বা খাঁটি ফকির দরবেশ হতে পারবে না, যতক্ষণ না হুজুর সা. কে সব জিনিসের ওপর প্রাধান্য দেবে। আর এই নবীপ্রেম শুধু মুখের শ্লোগান কিংবা কাগজে আর দেয়ালের গায়ে "আশেকে রাসূল সা." শব্দমালা লেখার মাধ্যমে হয় না। এই প্রেম হচ্ছে , অন্তরের গভীরের একটি অনুরাগ ও প্রেরনা, যা মানুষকে সবকাজে নবীর আনুগত্যে অনুগত হতে বাধ্য করতে থাকে। তাই চলনে বলনে কাজে-কর্মে, লেনদেনে, অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীর সুন্নতকে যে যতো বেশি আঁকড়ে ধরতে পারবে, তিনিই হবেন নবী প্রেমের সত্যিকারের আশেকে রাসূল সা.।

আসুন আমরা সকলেই আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবীয়ে পাক সা. এর সুন্নতকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন।

www.pathagar.com

কুল ইন্
কুন্তুম
তুহিব্বুনাল্লাহা
ফাত্তাবিউনী

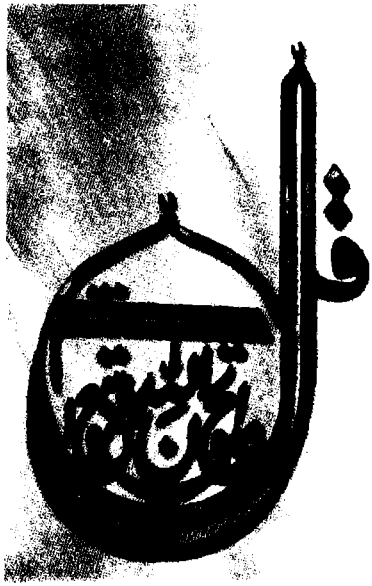

বলুন,
যদি তোমরা
আল্লাহকে
ভালবাস,
তবে আমার
(রাসূল সা.)
অনুসরণ কর।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

ইলমে মারেফাতের ধারক বাহক হযরত মুহাম্মাদ সা.

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষই হলো শ্রেষ্ঠ ও আশরাফুল মাখলুকাত। আর এ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক বিশ্বের সমস্ত কিছু। তাই মানুষ জন্ম থেকেই ভোগ করে আসছে আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন। 'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে তোমরা গণনা করে তা শেষ করতে পারবে না।' আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার গৌরব দান করেছেন। শুধু তাই নয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে পেয়েছি আমরা মহাগ্রন্থ আল কুরআন, যাতে রয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য যাবতীয় বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনা।

কিন্তু এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন নবী করিম সা. পেলেন কোথায় এবং কিভাবে? তা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে রয়েছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঘটনা। নবুয়ত লাভের পূর্বে আরবের অন্যান্য মানুষের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, ছিল সন্তান-সন্ততি, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন। এতদসত্ত্বেও যে উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টি, সেই অনাবিল আকর্ষণ ও চিন্তা তাঁর অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বসে। কি এক গভীর আকর্ষণে তিনি আর গৃহে থাকতে পারলেন না। কি একটা অস্ফুট আকুল প্রেরণা, কি একটা অজেয় কৌতুহল যেন ক্রমেই তাঁকে অভিভূত করে তুলতে লাগল। সংসারের কর্মকোলাহলে না জানি তাঁর এ আধ্যাত্ম জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়, সামাজিক আবিলতার মধ্যে না জানি সেই পবিত্র ভাবের গতিস্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়, এ আশংকায় তিনি মক্কার অনতিদূরে হেরা পর্বত গুহায় নির্জন স্থানে ধ্যানে মগ্ন হলেন।

হেরা পর্বতের চতুর্দিকে জনমানবশূন্য এক বিস্তৃত প্রান্তর। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, নক্ষত্ররাজির আলো, মুক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ ব্যতীত সেখানে আর কেউ তার সহচর ছিল না। সুতরাং তিনি নিবিষ্ট চিত্তে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রতিটি সৃষ্টির দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে স্রষ্টার অস্তিত্ব, মহত্ত্ব, একত্ব এবং তাঁর পরিচয় ও প্রেম লাভের ধ্যানে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরকম ধ্যান বা মুরাকাবায় নিমগ্ন রইলেন। যখন নবী করিম সা.-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো এবং তিনি হেরার অপ্রশস্ত নিভৃত গহ্বরে ধ্যানমগ্ন আছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন ডাকছেন 'হে মুহাম্মদ'!

জনমানবশূন্য পর্বত গুহায় ডাক শুনে তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি চোখ খুলে দেখতে পেলেন, এক জ্যোতির্ময় ফিরিশতা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এই ফেরেশতার অভিনব জ্যোতিতে সারা গুহা আলোকিত হয়ে উঠেছে। আর ইনিই হলেন ঐশিবাণী বাহক ফিরিশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)

হযরত জিব্রাঈল আ. নবী করিম সা. কে বললেন, "ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক" (পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি বললেন আমি পড়তে জানি না।হযরত জিব্রাঈল আ. তাঁকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন। তিনি পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনবার এ রকম করলেন। শেষবার ছেড়ে দিয়ে হযরত জিব্রাঈল আ. বললেন, 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাজি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়া'লাম (পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্তবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন। আর আপনার প্রভু অতিশয় উদার। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে। ঐ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আলাক ১-৫)।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলোই সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার জিব্রাইল আ.-এর সাথে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। এ সময় তাঁর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল। অদৃশ্য নূরানী ফিরিশতার প্রথম সাক্ষাতে মহাসত্যের প্রথম প্রকাশ, সৃষ্টজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ রিসালাতের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। ক্ষাণিক পরে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন।

তিনি প্রকম্পিত হৃদয়ে হযরত খাদিজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমায় আবৃত কর, আমায় আবৃত কর। আমার ভয় হচ্ছে। তখন হযরত খাদিজা রা. কম্বল দ্বারা তাঁকে আবৃত করে দেন এবং কাছে বসে তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি একটু সুস্থ হলেন, এবং হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা হযরত খাদিজার কাছে খুলে বললেন। হযরত খাদিজা রা. বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে থাকেন, আপনি সদা সত্য কথা বলেন। আপনি রোগগ্রস্ত, দুর্বল, বিধবা, ইয়াতিম ও অসহায় লোকদের সাহায্য করেন, অতিথি সেবা করেন। তা হলে কেন আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হবেন। আমার বিশ্বাস, আপনার এ ঘটনার মধ্যে আল্লাহ পাকের কোন মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

হযরত খাদিজা রা. এ সান্ত্বনাপূর্ণ বাণী থেকে বোঝা যায় যে, নবুয়তের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, ন্যায়, পুণ্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত খাদিজা রা. প্রাণপণে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু রাসূল সা.-এর মন হতে ভয় দূর হলো না। এ সময় আরবে ওরাকা বিন নওফেল ছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের একজন পারদর্শী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন হযরত খাদিজা রা.-এর চাচাত ভাই। তাই হযরত খাদিজা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ওরাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। হযরত খাদিজা রা. ওরাকাকে বললেন, হে ভাই! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ কি বলে একটু শুনুন। ওরাকা তাঁকে বললেন, আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন তা বলুন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

ওরাকা সমস্ত ঘটনা শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হযরত মুসার প্রতি আল্লাহ তায়ালা যে নামুসে আকবর (ফেরেশতা) কে প্রেরণ করেছেন, ইনিই সে ফিরিশতা জিব্রাঈল আ.।হে মুহাম্মাদ সা. আপনি যখন কুরাইশদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করবেন তখন আমি যদি যুবক হতাম, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার লোকেরা আপনাকে দেশান্তর করবে তখন আমি যদি বেঁচে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করতাম।

www.pathagar.com

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওরাকার কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার বংশধর কি আমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে? ওরাকা বললেন নিশ্চয়ই, আপনি যে ঐশিবাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। যখনই কেউ এ সত্যবাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তখনই তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। সুতরাং আপনার সাথেও আপনার গোত্রের লোকেরা শত্রুতা করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরাকার এ কথায় তিনি সামান্য বিচলিত হলেন না বরং রিসালতের যে গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে, তা যথাযথ প্রচার ও প্রসারের জন্যই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

প্রথম ওহীর মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের যে ক'টি আয়াত লাভ করেছিলেন, মূলতঃ এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম কুদরত অপরিসীম ক্ষমতা ও তার পরিচয় বান্দার কাছে তুলে ধরেছেন। এবং আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য যে জ্ঞান অপরিহার্য তা অর্জনের জন্য আয়াতের প্রথমেই নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতঃপর স্বীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন, তোমার প্রতিপালক হলেন ঐ পরাক্রমশালী আল্লাহ যিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যেকোন রাজা-বাদশাহ, জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী-সেনাপতি, সবার সৃষ্টি একই উপাদান থেকে, তাই কারো অহংকার করার কোন সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ পাক মানুষকে সামান্য রক্তপিণ্ড হতে অতি উন্নত ধরনের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত করে জ্ঞানে, গুণে, পরিপূর্ণ করে সৃষ্টির সেরা হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং যিনি সবকিছুর খালিক ও মালিক, যিনি সর্বনিয়ন্তা, তাঁর মারেফাত বা পরিচয় লাভ করা, তাঁর অনুগত হওয়া ও সম্পূর্ণ রূপে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী তথা ঐশিবাণীর ধারক ও বাহক ছিলেন বলেই তাঁর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর মারেফাত ও পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছি। কাজেই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লাহর মারেফাত লাভের প্রধান সেতুবন্ধন হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই আল্লাহর মহব্বত লাভ তথা আল্লাহকে পাওয়ার উপায় বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহ্ বিব্কুমুল্লাহ "হে নবী আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর মহব্বত পেতে চাও তা হলে আমার অনুসরণ কর। এখানে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা তথা আল্লাহ্কে পাওয়ার প্রধান শর্ত হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবকে অনুসরণ করতে হবে, তাঁকে ভালোবাসতে হবে। আর তা হলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে।" কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী প্রেমে অবগাহন ব্যতীত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে পাওয়া কখনো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ওয়ামা
আরসালনাকা
ইল্লা
রাহ্‌মাতাল্লিল
আলামীন

আমি আপনাকে
বিশ্ববাসীর জন্য
রহমতস্বরূপ
প্রেরণ করেছি

ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

মানব প্রেমে নিবেদিত মহানবী সা.-এর জীবন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও প্রেমের কারণে যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের দিক-নির্দেশনার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন এই পৃথিবীতে তিনি হলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. । মানবপ্রেমে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানুষের নৈতিক ও মানব মর্যাদায় উন্নয়নে তথা বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে রাসূলে পাক সা.-এর দান অতুলনীয়, অপরিমেয়। কেননা মানবতা যখন অবহেলিত, উপেক্ষিত, জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার ব্যভিচারের ঘনান্ধকারে যখন সমগ্রবিশ্ব আচ্ছন্ন, পৌত্তলিকতায় যখন সকলেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত এবং সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, বিশ্ব প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ যখন পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত, ঠিক এমনি মুহূর্তে আবির্ভাব হয়েছিল শান্তি-দূত, মুক্তিদূত মহানবী সা.-এর। তিনি মরণোন্মুখ মানবতাকে নব জীবন দান করেন। বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করেন। বিভ্রান্ত মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বলতেন মানবপ্রেম ও মানব সেবাই সর্বাপেক্ষা উত্তম সৎকার্য।

www.pathagar.com

মানবপ্রেম ও মানব সেবার জন্যই তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: '(প্রিয় রাসূল) আমি আপনাকে সারা বিশ্বের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি। ৩৪ঃ২৮ বিশ্বনবী সা. বলেন, 'অন্যান্য নবীগণ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য' (বুখারী)। আল্লাহ কালামে পাকে ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের যা কষ্ট দেয় তা তার জন্য অসহ্য, তোমাদের হিতের জন্য সে লালায়িত, ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি কোমল হৃদয়, পরম দয়ালু, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রমাণ করেছেন যে সেবাই ধর্ম, যে মানুষকে ভালোবাসে সে তাঁর স্রষ্টাকে ভালোবাসে, যে মানুষের সেবা করে সে আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবের সেবা করে।

পার্থিব জীবনের প্রারম্ভে ধাত্রী মাতা হালিমার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন যেমন মানবপ্রেমের নিদর্শন দেখিয়ে দুধ ভাইয়ের জন্য একটি স্তন রেখে দিয়ে অপরটি গ্রহণ করতেন, তেমনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ ও সাহায্যের জন্য কিশোর বয়সে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামক সংগঠন, আর ঠিক একইভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির পর মানব জীবন তথা নবুয়ত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মহাপবিত্রলগ্নে মহিমান্বিত রজনী 'লাইলাতুল মিরাজে'ও মানবপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তিনি। আল্লাহ তায়ালা যখন এক বচন ব্যবহার করে তাঁকে আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবী অর্থাৎ 'হে নবী আপনার প্রতি শান্তির বাণী সালাম' বলেছিলেন, সে রহস্যময় জগতের সর্বোত্তম লগ্নে তিনি মানুষের প্রতি তাঁর দয়া ও ভালোবাসার কথা ভুলেননি। তিনি মহান আল্লাহর এই শান্তির বাণী তাঁর একার জন্য গ্রহণ না করে সকল সত্যানুসারী মানব মণ্ডলীর জন্য গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালেহীন।' অর্থাৎ আমাদের সকলের জন্য এবং সত্যানুসারী সকল মানুষের জন্য সালাম (শান্তির বাণী) গ্রহণ করছি (হে প্রভু)। তাইতো বিশ্বনবী সা.-এর শানে আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, "আএিত আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ।"সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭।

মহানবী সা.-এর পূর্বের নবী-রাসূলগণের জীবনে দেখা যায় যখন তাঁরা সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হয়েছেন তখন অনেকেই অত্যাচারীদের শাস্তির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন। আর মানবতার নবী সা. যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারীদের দ্বারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হয়েছেন তখন তাদের হেদায়াত সত্য উপলব্ধি করার শক্তিদানের জন্য এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

www.pathagar.com

প্রেমের নবী একদিন তায়েফবাসীদের আচরণে ব্যথিত ও রক্তাক্ত হন। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরিক করবে না। (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৩০২ পৃঃ)। ইসলামের প্রথম সামরিক যুদ্ধ বদরের প্রান্তরে মুসলমান বিজয়ীরা বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিলে তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো।

মানবপ্রেমিক মহানবী সা. মদীনায় হিজরত করার পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান, ইহুদী সমন্বয়ে সকল মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করে রক্তক্ষয়, বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত রেখে তাদের শান্তি ও কল্যাণের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শান্তি চুক্তি বা মদীনার সনদ স্বাক্ষর করেন। যার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল।

তৃতীয় হিজরি সনে ওহুদের যুদ্ধে দুশমনরা নবীজীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তখন ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে এ মুহূর্তে আমাকে আড়াল করে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে পার? ইবনে নযর নামক একজন সাহাবী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তার মৃত দেহে ৮৩টি তীর বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একটি তীরও তাঁর পৃষ্ঠে বা পাঁজরে বিদ্ধ হয়নি। মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল রাসূলের চতুর্দিকে মানববন্ধনী রচনা করে তাঁকে রক্ষা করা। তাঁরা রাসূলকে বেষ্টনী দিয়ে রাখলেন এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এ সময় অকস্মাৎ শত্রুদের থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ রাসূলের চতুর্দিকের বেষ্টনী ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগল। সে চিৎকার করতে লাগল, 'আমাকে দেখিয়ে দাও কোথায় মুহাম্মদ, হয় আমি বেঁচে থাকব না হয় তো মুহাম্মদ' সে রাসূলুল্লাহকে চিনতে পেরে একটি পাথর দিয়ে তার মুখমণ্ডলে আঘাত করে। এতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিম্নপাটির ডানদিকের দ্বিতীয় দানদান মোবারক শহীদ হয়। ও নিম্নের ঠোঁট কেটে দরদর বেগে রক্ত পড়তে থাকে। তাঁর শিরস্ত্রাণ ভেঙে কপালে ভীষণ আঘাত লাগে এবং এর দুটি কড়ি ভেঙে মাথায় বিদ্ধ হয়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় রাসূল সা. মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি দুঃখ করে ইরশাদ করেন, 'যে জাতি নিজেদের পয়গম্বরকে আহত করে তাদের মঙ্গল কি রূপে হতে পারে? আবু উবায়দা দাঁত দিয়ে টেনে গণ্ডদেশে রাসূলের কীলক বের করে ফেললেন। কীলক বের করতে গিয়ে আবু উবায়দার একটি দাঁত ভেঙে গেল। রাসূল সা.-এর

www.pathagar.com

ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছিল। খাবাজ গোত্রের ইবনে সিনান ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে নিলেন এবং গলধঃকরণ করলেন। রাসূল সা. তখন ইরশাদ করলেন, যার রক্ত আমার রক্তের সঙ্গে মিশেছে এরকম লোককে তোমরা যদি দেখতে চাও, তা হলে সিনানের পুত্র মালিককে দেখ। কত বড় মানবপ্রেমিক ছিলেন বিশ্বনবী সা.। প্রচন্ড যাতনার মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছিল, "হে আল্লাহ তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেননা তারা জানে না" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

মানবপ্রেমের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া তিনি শুধু আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য ষষ্ঠ হিজরিতে (৬২৮ খ্রিস্টব্দ) তিনি স্বাক্ষর করলেন পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্ব প্রথম লিখিত শান্তিচুক্তি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে আখ্যায়িত। এই সন্ধির অধিকাংশ ধারা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহানবী সা. তাতে নির্দ্বিধায় স্বাক্ষর করলেন। শুধু তাই নয় তাঁর মাতৃভূমি যে মক্কা থেকে তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, ৮ম হিজরিতে সেই মক্কা বিজয়ের পর প্রতিশোধের পরিবর্তে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মক্কা তথা আরবের সকল মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার নিশ্চয়তা বিধান করলেন।

আসলে মহানবী সা.-এর প্রতি মানুষ তথা সকল সৃষ্টির আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল সকলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রেম। আর মনের পবিত্রতার মাধ্যমে ঐকান্তিক প্রেম না হলে ঈমান হয় না, মুমিন হওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে তাই আল্লাহ ইরশাদ করছেন, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের সর্বাধিক প্রেম হবে আল্লাহরই জন্য (২ ঃ ১৬৫) আর আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক প্রেম হতে হলে আগে তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা হতে হবে। তাই নবীজী সা. ছিলেন মানবপ্রেম তথা সৃষ্টিপ্রেমের মহান প্রতীক। আর এই প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। আকৃষ্ট করেছেন মানব জাতিকে সত্যের প্রতি, সুন্দরের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তথা ইসলামের প্রতি।

মহানবী সা.-এর মহব্বত ঈমান লাভের পূর্বশর্ত নাজাত লাভের উসিলা। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কথা হলো আল্লাহ পাক প্রিয় নবী সা. কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এ জন্য তাঁকে হাবীবুল্লাহ খেতাবে ভূষিত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তার স্রষ্টাকে ভালোবাসে, আর স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সা. কে ভালোবাসেন। শুধু তাই নয়, বরং প্রিয় নবী সা.-এর

www.pathagar.com

অনুকরণকে আল্লাহর মহব্বত লাভের এবং আল্লাহকে মহব্বত করার পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কুরআনে সূরা আল ইমরানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভলোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।' স্বয়ং প্রিয় নবী সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে পর্যন্ত আমি তোমাদের পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র বিশ্ববাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র না হই সে পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।

রাসূল-প্রেমিক হযরত ওয়ায়েস করণী র. প্রিয় নবী সা.-এর অনুসরণের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি সুন্নতে রাসূল সা.-এর অনুসরণ ব্যতীত কোন কাজই করতেন না। মূলতঃ এটিই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লামা ইকবাল এটিকে এভাবে বলেছেন, "তুমি নিজেকে প্রিয় নবী সা.-এর মহান আদর্শের আলোকে গড়ে তোল, কেননা এটি হলো সঠিক দ্বীন ইসলাম। যদি তুমি তা করতে না পার তবে তোমার যাবতীয় কার্যক্রমে আবু লাহাবের অনুসরণ হয় বলে বিবেচিত হবে।"

রাসূল সা. বলতেন, "ইয়ামেনের দিক থেকে আল্লাহর রহমতের সুগন্ধি বাতাসে ভেসে আসছে বলে আমি অনুভব করছি।" এ সুগন্ধি বাতাস হলো একটি পবিত্র পুষ্পিত হৃদয় যার নাম হযরত ওয়ায়েস করণী র. স্বনাম ধন্য এক তাবেয়ীন। রাসূলে করিম সা.-এর যুগে তিনি জীবিত ছিলেন ইয়ামেনের কারান নগরে। অথচ নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি জীবনে কোন দিন। বাইরে যখন ইসলামের জন-জাগরণের বিপুল সমাহার তখন নীরবে, নিবিড় গোপনে একটি মানুষ তার হৃদয়-মন সর্বস্ব মহানবী সা.-এর আদর্শে সপে দিয়ে গভীর দৃঢ়-সাধনায় নিমগ্ন। তিনি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু মহানবী সা. অন্তর্চক্ষু দিয়ে তিনি তাঁর পরম প্রিয় আত্মীয়কে খুব স্পষ্ট করে দেখে নিয়েছেন। একদিন তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা জেনে রেখো, আমার এমন একজন ভক্ত আছেন, যিনি রাবী ও মোজার গোত্রের ছাগল পালের পশম সংখ্যাতুল্য আমার পাপী উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। সবাই অবাক! কে তিনি এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ? নবী করিম সা. বললেন, তিনি আল্লাহর এক প্রিয়জন ওয়ায়েস করণী। তিনি কি আপনাকে দেখেছেন, না চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখেন নি। তবে দেখেছেন অন্তর নয়ন দিয়ে। তিনি যদি আপনার এতই গুণমুগ্ধ তাহলে আপনার সমীপে উপস্থিত হন না কেন? আল্লাহর নবী বললেন, তার দু'টো কারণ আছে। ১. আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর প্রেমে তিনি এমনই

www.pathagar.com

বিভোর যে, তাঁর কোথাও যাওয়ার অবস্থা নেই। ২. তিনি শরীয়তের নির্দেশ পালনে নিয়ত নিরত। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি অন্ধ। ওয়ায়েস ছাড়া তাঁকে দেখার আর কোন লোক নেই। মায়ের ভরণ-পোষণ, দেখা শোনা, সেবা-পরিচর্যা ইত্যাদি যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। আবার রুজি রোজগারের জন্য তাঁকে উটও চড়াতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথা শুনতে থাকেন। এমন একজন মানুষকে দেখার ইচ্ছা সবার মনে। তাঁরা বললেন, তাঁর সাথে কি আমাদের দেখা হবে না? না, পার্থিব জীবনে তোমাদের সাথে তাঁর দেখা হবে না। হযরত আবু বকর রা. কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আপনিও আপনার জীবনে তাঁকে দেখতে পাবেন না। তবে ওমর ও আলীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তিনি ওয়ায়েস করণীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর অপেক্ষাকৃত বড় বড় লোমে ঢাকা। আর দু'হাতের বাম দিকে একটা করে সাদা দাগ আছে। অবশ্য তা শ্বেতি নয়।

আসন্ন ইন্তেকালের প্রাক্কালে মহানবী সা. তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হযরত ওমর ও হযরত আলীকে বললেন, আমার ইন্তেকালের পর আমার খেরকা ওয়ায়েস করণীকে দেবে। তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, তিনি যেন আমার গুনাহগার উম্মতের জন্য দোয়া করেন। মহানবী সা.-এর এ আদেশও যথাসময়ে পালিত হয়।

হযরত ওমর (রঃ)-এর শাসনামলে তিনি ও হযরত আলী (রাঃ)কে নিয়ে ওয়ায়েস করণীর সাথে সাক্ষাৎ করে হযরতের পবিত্র খেরকাটি হস্তান্তর করেন। হযরত ওয়ায়েস করণী রা. খেরকাটি হাতে নিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। প্রভু গো! রাসূলুল্লাহর উম্মতের গুনাহ্ মাফ না করলে আমি এ খেরকা পরিধান করব না। নবী মুস্তফা সা. হযরত ওমর ও হযরত আলীর প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তাঁরা তা পালন করেছেন। এখন আপনার কাজ বাকি আপনি আপনার প্রিয় বন্ধুর উম্মতের পাপ মাফ করে দিন। এ মহা তাপসের আত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরা বিস্ময় বিহ্বল হলেন উভয়ে। তাঁর অন্তরে বিশ্বনবী সা.-এর কত মহব্বত ছিল তা অনুমান করার শক্তিও হয়ত আমাদের নেই। মানবপ্রেম তথা সৃষ্টিপ্রেম ছাড়া কোন মতেই স্রষ্টাপ্রেম অর্জন করা যায় না। তাই মহানবী সা.-এর মানবপ্রেম ও হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর মত নবীপ্রেমের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই শুধু বিশ্বশান্তি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি লাভ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

লাক্বাদ কানা
লাকুম ফী
রাসূলিল্লাহি
উসওয়াতুন
হাসানাহ

তোমাদের জন্য
রাসূলুল্লাহর
জীবনে রয়েছে
উত্তম আদর্শ।

এম, সাঈদুররহমান আল-মাহবুবী

প্রেম বোরাকে নবীজীর মে'রাজ গমন

মে'রাজ বিশ্বনবী হযরত রাসূল সা.-এর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ঘটনা। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীবকে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে তুলে নিয়ে সৃষ্টিজগতের আদি-অন্ত, ভিতর-বাহির সবকিছু বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। যাকে সৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃষ্টির লীলা শুরু হয়েছিল, তাঁকে মে'রাজের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির ভেদ ও রহস্য অবগত করে স্রষ্টা নিজেও পরিতৃপ্ত হলেন। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি হযরত রাসূল সা.-এর প্রেমের চূড়ান্ত অবস্থার ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয়েছিল মে'রাজ।

নবুয়তের দশম বর্ষের ২৭ রজব তারিখে মে'রাজ সংঘটিত হওয়ার সময় হযরত রাসূল সা. কত গভীর প্রেমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পিত অবস্থায় ছিলেন ইতিহাসের বর্ণনা থেকে তা অনুমান করা যায়। মক্কার কাফের কোরায়েশদের সামাজিক বয়কটের কারণে হযরত রাসূল সা. পরিবার পরিজন ও স্ববংশীয় লোকদের নিয়ে তিন বছর 'শুয়াবে আবু তালিব' নামক গিরিপ্রান্তরে অবস্থান করেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর পিতৃব্য ও সবচেয়ে শক্তিশালী আশ্রয়দাতা

www.pathagar.com

কোরায়েশ সর্দার আবু তালিবকে হারিয়ে জাহেরীভাবে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। এর কিছুদিন পর তাঁর সহধর্মিনীও শেষ নিরাপদ আশ্রয়দাত্রী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)ও ওফাত লাভ করেন। ফলে কাফেরদের চরম প্রতিরোধের মুখে তাঁকে জাগতিকভাবে আশ্রয় দেয়ার আর কেউ রইল না। এক দিকে কাফেরদের অত্যাচার ও অন্যদিকে স্বজন হারানোর ব্যথায় তিনি তখন মুহ্যমান। চরম দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে হযরত রাসূল সা. হৃদয়ে একমাত্র আল্লাহর অবারিত প্রেম ধারণ করে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা- তায়েফে কাফেরদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে তাকে ব্যর্থ মনোরথে মক্কায় ফিরে আসতে হলো। তখন তিনি জগতে আর কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। শোক, দুঃখ ও হতাশায় বিভোর হয়ে হযরত রাসূল সা. নিজেকে পরিপূর্ণভাবে পরম স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সপে দিলেন। সেই কঠিন সময়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে মে'রাজের মাধ্যমে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে তুলে নিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণতার অতুলনীয় গৌরব ও মর্যাদা দান করেন। মে'রাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন আল-মসজিদুল হারাম হতে আল্-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত; যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১)

আরো এরশাদ হয়েছে, "তখন তিনি (হযরত রাসূল সা. ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন; অতি নিকটবর্তী, ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের অথবা এরও কম ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। যা তিনি দেখেছেন তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। তিনি যা দেখেছেন, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন কুল বৃক্ষের কাছে, যার কাছে অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি , যদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত; তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।" (সূরা- নাজম, আয়াত- ৭-১৮)

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদিস শরীফেও মে'রাজের বিবরণ রয়েছে। মেশকাত শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "রজনী দ্বি-প্রহর, ঘন অন্ধকারে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন। নিঃস্তব্ধ নির্জন চারিধার। সেদিন পাখি ডাকেনি, একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে আছে। হযরত ক্বাবা গৃহের চত্বরে ঘুমিয়ে আছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন- কে যেন তাঁকে ডাকছে "মুহাম্মাদ।" হযরতের ঘুম ভেঙ্গে গেল,

www.pathagar.com

জেগে দেখেন, ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. শিয়রে দণ্ডায়মান। অদূরে 'বোরাক' নামক একটি অদ্ভুত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা করছে। ডানাবিশিষ্ট অশ্বের মত তার রূপ, ক্ষিপ্র তার গতিবেগ।

জিব্রাঈল আ. প্রথমেই হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর হৃদয় পরীক্ষা করলেন। পূর্বের ন্যায় এবারেও তিনি তাঁর হৃদয়কে শক্তিশালী করে দিলেন। তারপর হযরতকে সেই বোরাকে আরোহণের জন্য ইঙ্গিত করলেন। হযরত বোরাকে আরোহণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে বোরাক হযরতকে নিয়ে জেরুজালেমের শীর্ষদেশে এসে উপনীত হলো।

জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে হযরত সেখানে অবতরণ করলেন। বোরাককে বাইরে রেখে তিনি জেরুজালেমের মসজিদে প্রবেশ করলেন। পরম ভক্তিভরে দুই রাকাত নামায পড়লেন। হযরত দাউদ আ.-এর প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র জেরুজালেম মসজিদে হযরত মুসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর স্মৃতি তার সঙ্গে চির বিজড়িত। তাকে কেবলা করে হযরত মুহাম্মাদ সা. এতদিন নামায পড়তেন। আজ সেই পবিত্র স্থান স্বচক্ষে দর্শন করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

এখান হতে জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরত মুহাম্মাদ সা. কে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশপানে উধাও হয়ে চললেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে এসে উপনীত হলেন। রুদ্ধদ্বারে আঘাত করতেই ভেতর হতে প্রশ্ন আসল "কে তুমি"? জিব্রাঈল উত্তর দিলেন, "ইনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. ।" তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলে গেল। হযরত মুহাম্মাদ ভেতরে প্রবেশ করলেন। জিব্রাঈল বললেন ইনিই আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আঃ), তাঁকে সালাম করুন। হযরত সালাম জানালেন। তখন হযরত আদম আ. হযরত মুহাম্মাদ সা. কে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন "মোবারক হো! হে আমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।"

অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ সা. জিব্রাঈল (আঃ)সহ দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে হযরত ঈসা (আঃ)কে দেখতে পেলেন। যথারীতি সালাম সম্ভাষণের পর হযরত ঈসা আ. তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ন্যায়দর্শী ভ্রাতা! খুশ আমদেদ।"

এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে প্রবেশ করে হযরত মুহাম্মাদ সা. যথাক্রমে হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত ইব্রাহিম আ. কে দেখতে পেলেন। প্রত্যেককেই তিনি সালাম জানালেন এবং প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে হযরতকে অভিনন্দিত করলেন।

এমনি করে হযরত মুহাম্মাদ সা. আরও ঊর্ধ্বে উঠে 'সেদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত উপনীত হলেন। এখানে এসে জিব্রাঈল আ. আর অগ্রসর হতে পারলেন না। কিন্তু

www.pathagar.com

হযরত নিরস্ত হলেন না; একাই তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে বায়তুল মামুর। বর্তমানে যেখানে ক্বাবাগৃহ দণ্ডায়মান ঠিক তার উর্ধ্বদেশে সপ্তম আসমানে 'বায়তুল মামুর' অবস্থিত। বাস্তব জগতের সাথে এখানের কোনই সম্বন্ধ নেই; তা নিছক ধ্যান বা কল্পনার জগৎ। ফেরেস্তারা প্রতিনিয়ত এখানে আল্লাহর গুণগানে মশগুল থাকে। একটা অপূর্ব জ্যোতিতে এ স্থান চিরস্নিগ্ধ, চির মনোরম। এখানেই এসে হযরত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আত্মরূপ দর্শন করালেন। উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হল। সৃষ্টিলীলার যে-রহস্য তখনও হযরতের অজানা ছিল, এবার তা সম্যকরূপে তিনি উপলব্ধি করলেন। স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে তিনি সত্য করে চিনলেন। মুহূর্তের মধ্যে হযরত পুনরায় ক্বাবাগৃহে ফিরে আসলেন। দেখলেন জগৎ যেমন চলছিল, ঠিক তেমনি চলছে।"

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত হযরত রাসূল সা.-এর মে'রাজের ঘটনা যে নিরেট সত্য, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মে'রাজের মাধ্যমে হযরত রাসূল সা.-এর জীবনে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দীদার লাভের ঘটনাটি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের একটি উত্তম প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আ. কে খলিলুল্লাহ্, হযরত মুসা আ. কে কালিমুল্লাহ এবং হযরত ঈসা আ. কে রূহুল্লাহ উপাধি দিয়েছেন। আর আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ সা. কে আল্লাহর সাক্ষাতের মর্যাদা দিয়ে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা গভীর প্রেমের বশবর্তী হয়ে নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বজাহান সৃজন করেছিলেন। তদনুরূপ গভীর প্রেমের আকর্ষণেই তিনি হযরত রাসূল সা. কে স্থূল জগতের সীমানা পার করিয়ে অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা অতিক্রম করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগতে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছিলেন। আর বোরাকে করে যাওয়ার অর্থ হলো- হযরত রাসূল সা. তাঁর পবিত্রতম নফসে চড়ে বিদ্যুৎ গতিতে মে'রাজে গমন করেছিলেন। কারণ, বোরাক শব্দটি 'বারকুন' শব্দ হতে উদ্ধৃত। এর অর্থ হলো- বিদ্যুৎ। হযরত রাসূল সা. বিদ্যুতের মত অতিদ্রুত পরিভ্রমণ করেছিলেন বলেই তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন জগৎ যেমন চলছিল, ঠিক তেমনি চলছে।

মে'রাজের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বিশ্বজাহান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বজাহানকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) স্থূল জগৎ (২) সূক্ষ্মজগৎ, (৩) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ। যে জগৎকে দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায় তাকে স্থূল জগৎ বলে। যেমন- মানুষের দেহ। যে জগৎকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, তাকে সূক্ষ্ম জগৎ বলে। যেমন-

www.pathagar.com

মানুষের মনের শান্তি-অশান্তি ইত্যাদি। আবার যে জগৎকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, এমনকি অনুভবও করা যায় না; তাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ বলে। যেমন- মানুষের রুহ। বিশ্বজাহানের এ তিন স্তরকে যথাক্রমে জড়জগৎ, রুহানি জগৎ ও আল্লাহ্ময় জগৎ হিসেবে অবহিত করা যায়। সুতরাং এ জড়জগতের মানুষ যদি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্ময় জগতে যেতে চায়, তবে তাঁকে তৎমধ্যবর্তী রুহানি জগৎ অতিক্রম করে যেতে হয়। আর রুহানি জগতের একমাত্র বাহন হলো প্রেম। প্রেম বিহনে রুহানি জগতে কিঞ্চিত পরিমাণও অগ্রসর হওয়া যায় না। সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞানী অলি-আল্লাহগণ অন্তর্জগৎ বা রুহানি জগতকে ৭টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা-সুদূর, নশ্বর, শামছি, নূরী, কুর্ব, মকিম ও নাফছি। অন্তর্জগতের অপরাপর স্তর পার হয়ে নাফছির স্তরে পৌঁছলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। কারণ, অন্তর্জগতের সপ্তম স্তর নাফ্সির স্তর আল্লাহ্ময় জগতের সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বিরাজ করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- "ওয়াফি আনফুছিকুম আফালা তুবছিরুন"- "আমি তোমাদের নাফছির মোকামে বিরাজ করি, তোমরা কি আমাকে দেখ না"

(সূরা জারিয়া, আয়াত-২১)।

আর সুদূর হতে নাফছির স্তরে পৌঁছার একমাত্র বাহন হলো প্রেম। প্রেম বিহনে জাগতিক কোন শক্তি অন্তর্জগতে কোন রকম প্রভাব ফেলতে পারে না। ইসলামী পরিভাষায় অন্তর্জগতের এ 'প্রেমকে' ফায়েজ বলা হয়। ফায়েজ শব্দের অর্থ হলো প্রেমের প্রবাহ। প্রবল প্রেমের টানেই মর্তের মানুষ ঊর্ধ্ব লোকে মহান আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানুষের স্থূল দেহের মোট ছয়টি সুরত রয়েছে। এগুলো হলো- সুরতে আছলী, সুরতে মেছালী, সুরতে জেসমানী, সুরতে রুহানি, সুরতে জাহেরী ও সুরতে বাতেনী। প্রত্যেকটি সুরতেরই আলাদা আলাদা দেহ ও আকার রয়েছে। এসব সুরতের মধ্যে মাত্র একটির স্থূলদেহ আছে। আর অন্য পাঁচটির আলোক দেহ বিদ্যমান। মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে ফায়েজ হাসিল করে অনন্ত প্রেমের সন্ধান লাভ করলে তাঁর আলোক দেহগুলো সক্রিয় হয় এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের আদি-অন্ত, ভিতর-বাহির সর্বস্থানেই বিচরণ করতে পারেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ তায়ালার কোন ভেদ ও রহস্য তাঁর অজানা থাকে না। এ পর্যায়ের সাধককে 'আরেফ বিল্লাহ' বলা হয়। বস্তুতঃ হযরত রাসূল সা.-এর মেরাজ গমনের বিষয়টি তাঁর চরম আত্মিক উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যে 'থিওসফি' (Theosophy) নামক এক নতুন আধ্যাত্ম বিদ্যার প্রচলন রয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে তারা আলোচনা করেছেন। কার্যতঃ অলৌকিক ব্যাপার সিদ্ধ করেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মে'রাজের ঘটনা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ঐ Theosophist-দের মতে- মানুষের জড়দেহ বা স্থূলদেহ (physical body) একমাত্র দেহ নয়। স্থূল দেহ ছাড়াও তার আরো তিন প্রকার দেহ আছে। যথা জ্যোতির্দেহ (Astral body), মানস দেহ (Mental body) এবং নিমিত্ত দেহ (Casual body)। এ অজড় দেহগুলোকে একত্রিভাবে Etherci double বলা হয়। স্থূল দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ মিশে একাকার হয়ে থাকে। স্থূল দেহ গঠিত হয় জড়জগতের উপাদান দিয়ে, আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতি বা ইথার দিয়ে। দেহগুলো মানুষের আত্মার পোশাক। আসল বস্তু হলো-আত্মা। আর দেহ হলো তার পোশাক। মানুষ যেমন প্রয়োজন হলে মোটা পোশাক ছেড়ে পাতলা বা হালকা পোশাক পরিধান করে। তদ্রূপ আত্মাও তেমনি প্রয়োজনবোধে স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। মানুষের নিদ্রাকালে স্থূলদেহ যখন ঘুমায়, আত্মা তখন ইথারিক দেহ ধারণ করে আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি তখন মানুষ সজ্ঞানে অন্য কারো সম্মুখে প্রতিভূত হতে পারে।

সব দেহই আত্মার বশ। যে মানুষের আত্মিক শক্তি যত প্রবল, সে তত সহজেই দেহগুলোকে বশ করতে পারে। ইচ্ছা করলে সে যে কোন দেহ ধারণ করে নিজ কার্য সম্পাদন করতে পারে। এ সম্পর্কে Theosophist এনি বিসান্ট তার রচিত

নামক গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "জ্যোতির্দেহ নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের কর্মক্ষম কোন ব্যক্তিকে যদি পাওয়া যায়, তবে দেখা যাবে তার স্থূলদেহ যখন ঘুমিয়ে পড়ে এবং জ্যোতির্দেহ নিয়ে সে যখন বের হয়ে পড়ে তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। জোতির্দেহটি সেই মানুষটিরই হুবহু প্রতিকৃতি নিয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করে। এ বাহন স্থূলদেহ অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।" বলাবাহুল্য, এ বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাতে কোন অসুবিধা হয় না। জ্যোতির্দেহ নিয়ে মানুষ যে কোন সময়ে যে কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কারো সম্মুখে উপনীত হতে পারে।

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে, "কোন ব্যক্তি যদি তার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে সে যে কোন সময় তার জড়দেহ পরিত্যাগ করে দূরবর্তী কোন বন্ধুর

www.pathagar.com

সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির অন্তর্দৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে, তবে সে তাকে অনায়াসে দেখতে পাবে। যদি তা না হয় তবে আগন্তুক তখন তার চতুর্পার্শ্বস্থ জড় প্রকৃতি হতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করে এমনিভাবে ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায় যে, তখন তার বন্ধু তাকে চর্মচক্ষে চিনতে পারে।

জ্যোতির্দেহ অপেক্ষা মানস দেহ আরো ক্ষমতাশালী। এ দেহ নিয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চস্তরে বিচরণ করতে পারে। "মানস দেহ ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তার মানসমূর্তিকে নিজের আকৃতি বিশিষ্ট করে নেয়। এ কৃত্রিম দেহ নিয়ে সে তখন ইচ্ছামত ত্রিভুবন ভ্রমণ করতে পারে এবং মানুষের সাধারণ ক্ষমতার সীমারেখার ঊর্ধ্বে চলে যায়।

এহেন শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে পদার্থ বা স্থান-কালের কোন বাধাবন্ধন থাকে না। এ উপায়ে জড়জগতে কাল এবং স্থানকে সে জয় করে, তার কাছে বাধাই আর থাকে না। এ অবস্থায় তার গতি শক্তিও অস্বাভাবিক রূপে বেড়ে যায়।

"জ্যোতির্দেহে ভ্রমণ এত ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হয় যে, স্থানকাল প্রকৃতপক্ষে হার মানে। কারণ যদিও সে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে স্থানকে অতিক্রম করে সে চলছে, তবু তার গতিবেগ এত ক্ষিপ্র হয় যে বন্ধু হতে বন্ধুকে পার্থক্য করার আর ক্ষমতা থাকে না। যা কিছু দেখতে হয়, এক নিমিষেই দেখে; যা কিছু শুনতে হয় এক নিমিষেই শুনে। নিম্নজগতের স্থান-কাল এবং পদার্থ তখন দূরীভূত হয় এবং সে চির বর্তমানের মধ্যে ঘটনা প্রবাহ বিলীন হয়ে যায়।"

প্রকৃতপক্ষে মে'রাজ যেহেতু একটি অতি উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিফলন, সেহেতু তা বুঝার জন্য উন্নততর আত্মা ও মনমানসিকতা প্রয়োজন। অন্যথায় শত চেষ্টা করেও কারো পক্ষে মেরাজের বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়- বিশ্বনবী হযরত রাসূল সা. আত্মিক চরম উৎকর্ষতার এক পর্যায়ে আল্লাহর গভীর প্রেমের আকর্ষণে অর্জিত আধ্যাত্মিক মহাশক্তির সাহায্যেই বাস্তবে মে'রাজে গিয়েছিলেন। কারণ, একমাত্র স্রষ্টার প্রতি অনন্ত প্রেমই মানুষকে মে'রাজের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আর হযরত রাসূল সা.-এর মে'রাজ অনন্তকালের জন্য মানবজাতিকে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দীদার লাভের পন্থা উন্মোচন করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

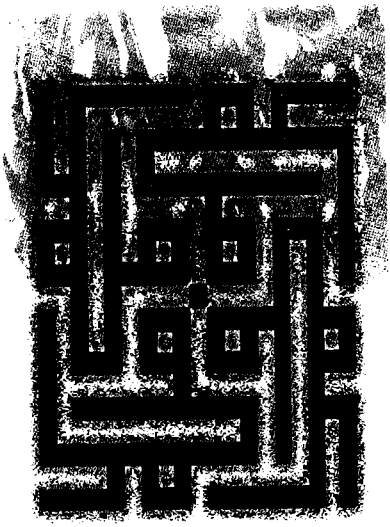

মুহাম্মাদ চরম প্রশংসিত

মোহাম্মদ শওকত হোসেন

কাব্যপ্রেমিক হযরত মুহাম্মাদ সা.

ধূসর মরুর উষর বুকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তমসাচ্ছন্ন যুগে জন্মেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সা. । আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকুলের সর্বোত্তম আদর্শ আল্লাহর হাবীব নবী করিম সা. নিজেকে সর্বদা একজন মানুষ বলেই চিহ্নিত করতেন। তাঁর নিজের ভাষায় "আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র।" মানুষ হিসেবে মুহাম্মাদ সা.-এর মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। তবে তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহ্ তাঁকে মানব জাতির যথার্থ জীবনাচারের শ্রেষ্ঠ উপমারূপে পাঠিয়েছেন। তাই তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ। মানবীয় চরিত্রের খারাপ প্রবণতাগুলো তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রবক্তা, অনুসারী ও উৎসাহদাতা। মানুষের যে কোন মননশীল কর্ম যদি তা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধারক ও বাহক হয় নবী করিম সা. তাতে উৎসাহ্ দিতেন।

কবিতা বা কাব্য মানব মননের শ্রেষ্ঠতম ফসল ও একটি উন্নত শিল্প। সত্যাশ্রয়ী কাব্য জগতের সুন্দরতম বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। সত্য ও সুন্দরের সাধক, কল্যাণের

www.pathagar.com

বারতা বাহক নবী করিম সা. ব্যক্তিগতভাবে কাব্যপ্রেমিক ছিলেন। তিনি সত্যাশ্রয়ী সুন্দর কবিতার ভক্ত ছিলেন। এ ধরনের কবিতা চর্চাকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন না, আল্লাহ্ তাঁকে সেই গুণ দেননি। এর পেছনে যে কারণটি ছিল তা সম্ভবত এই যে, তিনি যে ঐশি কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআন লাভ করেছিলেন তা হচ্ছে এক ধরনের শ্রেষ্ঠ কাব্যরসে আচ্ছাদিত। তাই তিনি যদি কাব্য রচনা করতে পারতেন, তাহলে মানুষ তাঁর এই ঐশি কিতাবের বিষয়ে হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করতো। আল্লাহ্ তাই বলেছেন, "আমি মুহাম্মাদ সা. কে কাব্য রচনা শিখাইনি। তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও ছিল না।"

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই হযরত মুহাম্মাদ সা. যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে যুগে আরব সংস্কৃতির অধিকাংশ দিকই ছিল অতি নিকৃষ্ট। কিন্তু এসবের মধ্য থেকে যে দু' একটি ভালো গুণ তৎকালীন আরবদের ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল কাব্যচর্চা। আরবগণ কাব্য রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। ইবনে খালদুনের ভাষায়, "কাব্য ছিল আরবদের রক্ষণাগার"। তিনি আরও বলেন, "কাব্য হল একটি বিদগ্ধ বাণীরূপ যা অলংকার বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা সমমাত্রাও অন্তমিলে খণ্ড খণ্ড রূপে বিন্যস্ত, যা প্রতিটি খণ্ড ও তার উদ্দেশ্য প্রকাশে পূর্বাপর হতে স্বতন্ত্র এবং যা আরবদের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত হয়ে উৎসারিত হয়েছে"। (ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা)। বস্তুতঃ আরবদের কাছে কবিতা অত্যন্ত উন্নত শিল্প হয়ে ওঠে। আরবরা তাদের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বিভিন্ন দিক কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ বা রক্ষা করতো। কাব্যচর্চার ব্যাপক প্রতিযোগিতা হতো আরবদের মধ্যে। গোত্রে গোত্রে কাব্যযুদ্ধ হতো। 'উকাজ' মেলায় তারা প্রতিবছর ব্যাপক আয়োজনে কাব্যযুদ্ধে লিপ্ত হতো। পবিত্র কাবার দেওয়ালে দেওয়ালে স্বরচিত কবিতা টাঙ্গানো নিয়ে কবিদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলতো। তৎকালীন সমাজে কাব্য ও কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। তৎকালীন যুগের অনেক কাব্য আজও বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তবে কবি ও কাব্য নিয়ে তৎকালীন যুগে কুসংস্কারের অন্ত ছিল না। কবিদেরকে আধ্যাত্মিক চরিত্রের অতিমানব অথবা জীন পরীদের মালিকও মনে করা হতো। যা হোক তবুও 'সাব-আ-মুয়াল্লাকা বা আশারায়ে মুয়াল্লাকা' বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সংগ্রহ। ইমরুল কায়েস, জুহায়ের বিন আবি সুলমা, আলকামা বিন আবাদা, আন্তারাহ বিন শাদ্দাদ প্রমুখ ছিলেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ আরব কবি।"হাস্‌সানের জিভ যতদিন রাসূলের পক্ষ হয়ে কবিতা শুনিয়ে যাবে, ততদিন তার সাথে জিব্রাঈল থাকবেন।' কবিদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য মহানবী সকলকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আর্থিকভাবে কবিদের সহায়তা করা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।

তিনি নিজে অনেক সময় কবিদের বেশি বেশি করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। যেমন গণিমতের মালের ভাগ-বাটোয়ারা করার ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় কবিদেরকে বেশি দিতেন। কথিত আছে যে একবার নবী করিম সা. গণিমতের মাল ভাগ করছিলেন আব্বাস বিন মিরদাস নামক এক কবিকে তিনি চারটি উট

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। এতে তার মন না ভরায় তিনি কবিতার সুরে রাসূলের কাছে তার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। রাসূল সা. তার কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ যে, এই কবিকে খুশি করতে পারো। মুহাম্মাদ সা.-এর এই আহ্বান শুনে হযরত আবুবকর রা. তাকে নিয়ে গেলেন এবং তার থেকে ঐ কবিকে বেছে বেছে একশত উট নিয়ে যেতে বললেন। এত কেবল দুনিয়ার পুরস্কার সৎ ও সত্যাশ্রয়ী কবিদের রাসূল সা. এসবের থেকেও মহা মূল্যবান পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের উদ্দেশ্যে রাসূলে করিম সা. ঘোষণা করেন, "হে হাস্‌সান, আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে জান্নাত"।

ভালো কবিদের বেলায় যেমন পুরস্কার ও সম্মানের ব্যবস্থা করেছিলেন নবী করিম সা. তেমনি তিনি অসৎ কবিদের ক্ষেত্রেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি অসৎ বা দুষ্ট কবিদের কবিতা যত শিল্প মূল্যই থাকুক না কেন তাকে বরং তত বেশি নিকৃষ্ট জিনিস বলে অভিহিত করেন। আমরা জানি ইমরুল কায়েস তৎকালীন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। এই ইমরুল কায়েস সম্পর্কে মুহাম্মাদ সা. বলেছেন, "দুনিয়ায় তার অনেক খ্যাতি হলেও আখেরাতে তার নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না। কবিদের যে দল জাহান্নামের দিকে যাবে সে থাকবে তার পতাকাবাহী।"

রাসূলে করিম সা. সফরের সময় মাঝে মধ্যে কবিদের সাথে নিয়ে বের হতেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের কাছ থেকে কবিতা শুনতেন। যুদ্ধের সময়ও তার দলে অনেক সময় কবিদের দেখা যেতো। এর মাধ্যমে বুঝা যায় কবিতাকে তিনি অত্যন্ত উপকারী এবং উপাদেয় বিষয় বলেও মনে করতেন। রাসূল সা. অনেক বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন।

রাসূলের কাব্যপ্রীতি তাঁর সাহাবীদের এমনকি তাঁর পরিবারের অনেককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। নবী করিম সা.-এর কন্যা হযরত ফাতেমা-তুজ-জোহরাও কবিতা লিখতেন। মুহাম্মাদ সা.-এর ইন্তেকালের পরে তিনি সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত করুণ একটি মার্সিয়া রচনা করেছিলেন। হযরত আবুবকর রা.,হযরত ওমর ফারুক রা.,হযরত আলী রা. কাব্যচর্চা করতেন।

নবী করিম সা. যে কবিতা পছন্দ করতেন তা হল সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বাহক। সর্বোত্তম কাব্য হিসেবে তিনি আল্লাহর প্রতি নিবেদিত কবিতাকে নির্দেশ করেন। তিনি এই ধরনের কবিতাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এমন একটি কবিতার দুটি লাইন উল্লেখ করে এ লেখা শেষ করছি-

"সকলি ধ্বংস হবে একমাত্র আল্লাহ সহায়
নশ্বর সকল সুখ এই কথা জানবে নিশ্চয়"।

www.pathagar.com

লাক্বাদ কানা
লাকুম ফী
রাসূলিল্লাহি
উসওয়াতুন
হাসানাহ

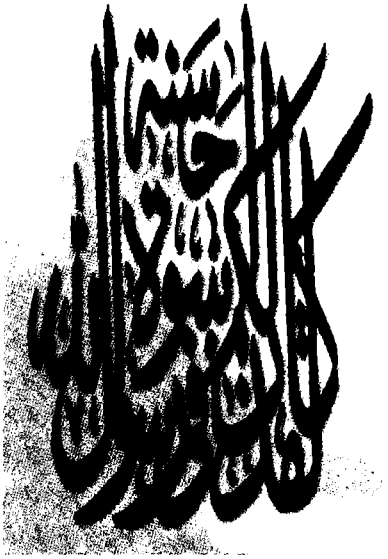

তোমাদের জন্য
রাসূলুল্লাহর
জীবনে রয়েছে
উত্তম আদর্শ।

মুহাম্মদ আবদুল হামিদ

হযরত ওয়ায়েস করণীর প্রেমের জীবন
রাসূল সা.-এর জোব্বা মোবারক

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সা. মহান আল্লাহ তায়ালার এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের সত্তায় নিহিত যাবতীয় গুণাবলী সৃষ্টি জগতে প্রকাশ পেয়েছে। "মুহাম্মদ" অর্থ চরম প্রশংসিত এবং 'আহমদ' অর্থ চরম প্রশংসাকারী। চরম প্রশংসিত হতে হলে তাকে চরম পরিপূর্ণ বা আদর্শ হতে হয়, তা না হলে কেউ চরম প্রশংসিত হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্পাক যখন মুহাম্মাদ সা. কে চরম প্রশংসিত আখ্যা দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সা. কে 'আহমদ' অর্থাৎ চরম প্রশংসাকারী বলে অভিহিত করেছেন। এতে বোঝা যায়, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর যে প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্কে তিনি যে রকম চিনেছেন এবং চিনিয়েছেন তা আমাদের কাছে আল্লাহর একমাত্র সত্য ও পরিপূর্ণ পরিচয়। এই মর্মে হাদিসে

www.pathagar.com

কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। যদি আপনি সৃজিত না হতেন তবে আমার সত্তায় নিহিত গুণ, জ্ঞান, গরিমা এর কোন কিছুই প্রকাশ পেত না।" (হযরত আবদুল কাদের জিলানী র. লিখিত গ্রন্থ সিররুল আসরার)। আল্লাহপাক নিজকে প্রকাশ করতে ভালোবাসলেন। তাঁর এই ভালোবাসার প্রেমের নির্যাস থেকে 'নূরে মুহাম্মদী' সৃজন করলেন এবং নূরে মুহাম্মদী হতে সৃষ্টি জগৎ সৃজন করেন। আল্লাহ্পাক তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগৎ সৃজনের মূল উৎস হযরত মুহাম্মাদ সা. কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। এ কারণে সমগ্র মানব মণ্ডলীকে হযরত মুহাম্মাদ সা. কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসার জন্য আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন" (সূরা নং ৩, আয়াত- ৩১)। মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন "যদি তোমরা মুমিন (বিশ্বাসী) হও তবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর" (সূরা ৮, আয়ত- ১)। আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, "যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো" (সূরা ৪, আয়াত- ৮০)। উপরোক্ত পবিত্র বাণীগুলোতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূল সা. কে ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্য করার অর্থই আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্য করা। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাসূল সা. হচ্ছেন সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। যিনি মুহাম্মাদ সা. কে চিনতে পেরেছেন তিনিই হয়েছেন মুমিন বা ঈমানদার।

'আশেক' আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রেমিক। আশেকে রাসূল অর্থ রাসূল সা.-এর প্রেমিক। যিনি ইহকালীন সবকিছুর ঊর্ধ্বে মুহাম্মাদ সা. -কে ভালোবেসে তাঁর প্রেমানলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর প্রেমিক হতে সক্ষম হয়েছেন তিনিই আশেকে রাসূল, মুমিন বা ঈমানদার। হযরত রাসূল সা. আরো বলেন, "মুমিন ব্যক্তির দেল (হৃদয় আল্লাহর আরশ।" রাসূল সা. বলেন, "মুমিন ব্যক্তির নামাজ মেরাজস্বরূপ"। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, "আসমান ও জমিন আমাকে ধারণ করতে পারে না কিন্তু মুমিন-এর হৃদয়ে আমার স্থান হয়" (সিররুল আসরার)। মুমিন বা আশেকে রাসূলের মর্যাদা এমনই যে, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্পাকের আরশ বা সিংহাসন, নামাজে তাঁর সাথে মহান প্রভুর দিদার লাভ হয়। অনন্য মর্যাদার অধিকারী 'মুমিন' হওয়ার শর্ত হিসেবে হযরত রাসূল সা. বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুমিন (ঈমানদার) হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে (হযরত মুহাম্মাদ সা. কে) তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়স্বজনের চেয়ে অধিক ভালোবাসতে না পারবে" (বুখারী, মুসলিম)। মুমিন বা আশেকে রাসূলগণ যেমন হযরত রাসূল সা. কে প্রাণের চেয়েও অধিক

www.pathagar.com

ভালোবাসেন তেমনি আল্লাহ্ পাক এবং হযরত রাসূল সা. ও তাঁদেরকে একান্তভাবে ভালোবাসেন। আজ আমরা এমনই একজন আশেকে রাসূলের প্রেমের জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, যিনি ছিলেন উত্তম শ্রেণীর আশেকে রাসূল, যিনি রাসূল সা.-এর যুগে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে না দেখে বা তাঁর সান্নিধ্যে না গিয়ে শ্রেষ্ঠ মুমিন ও তাবেয়ীনদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যিনি হযরত রাসূল সা.-এর এতই প্রিয় ছিলেন যে, রাসূল সা. ওফাতের পর নিজের জোব্বা মোবারক সেই আশেকে রাসূলকে প্রদান করার জন্য অসিয়ত বা অন্তিম উপদেশ দান করে গিয়েছেন। সেই মর্যাদাশীল আশেকে রাসূল, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীনের নাম হযরত ওয়ায়েস করণী রা.। রাসূল সা.-এর পবিত্র নাম মোবারক জগতের যত মানুষ, যত জাতি জানেন, আশেকে রাসূল ওয়ায়েস করণী রা. -এর নামও তত মানুষ, তত জাতি জানেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত ওয়ায়েস করণী র. ছিলেন তাবেয়ীনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূল সা.-এর প্রেমিকগণের মধ্যে অন্যতম। ইয়ামেনের মুরাদ গোত্রের অন্তর্গত কারান উপগোত্রে তাঁর জন্ম। হিজরি ১০ সালের প্রথম দিকে তিনি ও তাঁর মাতামহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। হযরত রাসূল সা. কর্তৃক প্রেরিত মুআল্লীমের কাছ থেকে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁর মা ছাড়া আর কোন আপনজন ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্নে অসুবিধা ও কষ্টের কথা ভেবে তিনি রাসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মীনায় গমন করেননি। এ কারণে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হন। তিনি ছিলেন তাবেয়ীন শ্রেণীভুক্ত। ওয়ায়েস করণী র. কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে জানা যায়নি। তিনি ধ্যান সাধনার বিদ্যা এলমে তাসাউফের শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। রাসূল সা.-এর সাথে তাঁর বাহ্যিকভাবে কোন সাক্ষাৎ হয়নি বটে, কিন্তু আত্মিকভাবে তিনি সর্বদাই রাসূল সা.-এর সাথে ফানা বা একাকার হয়ে থাকতেন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত। হযরত রাসূল সা. বলেন, "শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাকিকত আমার অবস্থা, মারেফাত আমার নিগূঢ় রহস্য। রাসূল সা. এর প্রেমিক ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হযরত ওয়ায়েস করণী এলমে শরিয়ত ও এলমে মারেফাতের বিদ্যায় সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জীবনের চেয়েও রাসূল সা. কে ভালোবাসতেন। অপর দিকে রাসূল সা. ও হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এরকম ভালোবাসার কারণেই উভয়ের মাঝে স্থাপিত হয় আত্মিক যোগসূত্র। তিনি ফরজ ইবাদতের পর প্রায় সর্বক্ষণ নফল ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। নফল ইবাদতের দ্বারা ওয়ায়েস করণী র. মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করেন। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, "যখন

www.pathagar.com

আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে, আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে কথা বলে, আমি তার হস্ত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পদযুগল হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে" (সিররুল আসরার)। হযরত ওয়ায়েস করণী র. তাঁর প্রেম, ভালোবাসা ও নফল ইবাদত দ্বারা আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তিনি যে দোয়াই করতেন, সে দোয়াই আল্লাহপাক দয়া করে কবুল করে নিতেন। এজন্য হযরত রাসূল সা. তাঁর গুনাহ্গার উম্মতের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে হযরত ওয়ায়েস করণী র. কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর প্রেমে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, নিজের সুখ, শান্তি ও খাওয়া পরার কথা ভাবার সময় পাননি। তাঁর পর্ণকুটির ও জীর্ণ বস্ত্র দেখে মানুষ তাঁকে দরিদ্র মনে করত। অনেকেই তাঁর সাথে ঠাট্টা করতো ও তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। ছিন্ন বস্ত্র ও মানুষের ফেলে দেয়া রুটির টুকরো সংগ্রহ করতে দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে পাগল মনে করে কষ্ট দিতো। এতে মোটেই তিনি বিচলিত হতেন না।

হযরত ওয়ায়েস করণী র. হযরত রাসূল সা.-এর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শ্রেষ্ঠ তাসাউফ বিজ্ঞানীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি মোরাকাবা তথা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ ও হযরত রাসূল সা.-এর একান্ত সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার কেন্দ্র ছিল হৃদয় বা ক্বালব। আর ধ্যান সাধনার বিদ্যা দ্বারা ক্বালবকে (হৃদয়কে) আল্লাহ ও রাসূল সা. এর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি উত্তম শ্রেণীর মুমিনের মর্যাদা লাভ করেন। "মুমিন ব্যক্তির দেল আল্লাহর আরশ এবং মুমিন ব্যক্তির নামাজ মেরাজস্বরূপ।" হযরত রাসূল সা.-এর উক্ত হাদীসদ্বয়ের বাস্তবতা তিনি অর্জন করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূল সা. ১৫ বছর হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় ধ্যান সাধনায় রত থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আল্লাহ পাকের বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ধ্যান সাধনার মাধ্যমে হযরত রাসূল সা. যে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন, সে বিদ্যাই তিনি তাঁর প্রেমিক ও অনুসারীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভালোবাসা কোন পুঁথিগত বিদ্যা নয়। বরং তা হৃদয়ে ধারণ করার বিষয়, যা ধ্যান সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। রাসূল সা.-এর প্রেমিক হিসেবে হযরত ওয়ায়েস করণী র. ধ্যান সাধনার দ্বারাই হযরত রাসূল সা.-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ক্বালব বা হৃদয় যখন আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন ঐ হৃদয় বা ক্বালবের অন্তর্চক্ষু ও কর্ণ

www.pathagar.com

খুলে যায়। আর ঐ ক্বালব হয় আল্লাহ্ ও রাসূল সা.-এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। টেলিভিশন যন্ত্রের সাথে ক্বালবের তুলনা করা যায়। টেলিভিশনে আমরা জৈবিক দেহধারী মানুষের ইথারিক বা আলোক ছবি দেখতে ও তার কথা শুনতে পাই। তেমনি পরিশুদ্ধ ক্বালব বা হৃদয় দ্বারা মহান আল্লাহ্ ও হযরত রাসূল সা.-এর নূরময় তথা আলোকময় সত্তার সাথে যোগাযোগ করা যায়। হযরত ওয়ায়েস করণী র. এর ক্বালব বা হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রাসূল সা.-এর প্রেম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁর ক্বালব বা হৃদয় ছিল পরিশুদ্ধ এবং টেলিভিশন যন্ত্রের মতো। তিনি টেলিভিশন স্বরূপ ক্বালবের চ্যানেল ব্যবহার করে আল্লাহ্ ও রাসূল সা.-এর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। অপর দিকে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর প্রতিও হযরত রাসূল সা.-এর ছিল গভীর ভালোবাসা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নে লেখা পবিত্র হাদিসদ্বয় থেকে।

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রাসূল সা. হযরত ওমর রা. কে বলেছেন, "তাবেয়ীনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির নাম ওয়ায়েস করণী। তাঁর মাতা আছে। ওয়ায়েসের শরীরে একটি চিহ্ন আছে। তোমরা তাকে অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" অন্য একটি হাদিসে আছে যে, রাসূল পাক সা. ওমর রা. কে বলেছেন, "ওয়ায়েস ইবনে আমির মুজাহিদগণের সাহায্যার্থে আগত ইয়ামেন বাসীদের সাথে তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের কারান শাখার অন্তর্ভুক্ত । তাঁর ধবল রোগ ছিল কিন্তু (আল্লাহর কাছে দোয়া করার ফলে) এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত সে তা হতে আরোগ্য লাভ করেছে। তাঁর মাতা আছে এবং সে তাঁর মাতার সাথে ভালো আচরণ করে, সে কোন ব্যপারে আল্লাহর শপথ করে বললে আল্লাহ তা কবুল করেন। তাঁর দ্বারা তোমাদর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতে সক্ষম হলে তা করাবে (মুসলিম, সহি ফাদাইলুস সাহারা, হাদিস সংখ্যা ২২৩-২৪)। হযরত ওয়ায়েস করণীর সাথে সাক্ষাৎ ব্যতীত এবং বাহ্যিকভাবে কোন সূত্রে কিছু না জেনে হযরত রাসূল সা. তার সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা নবীজী সা.-এর একটি মুজেজা রূপে স্বীকৃত (আন নাওয়ারী শারহ, ১৬ খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)। হযরত রাসূল সা.-এর বাণী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর সাথে তাঁর প্রেম বিনিময় ও আত্মিক যোগাযোগ ছিল। হযরত রাসূল সা. ওফাৎ লাভের পূর্বে নিজের পবিত্র জোব্বা (পিরহান) মোবারক হযরত ওয়ায়েস করণী র. কে প্রদান পূর্বক উম্মতে মুহাম্মদীর গুনাহ্ মাফের দোয়া করার জন্য হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা. কে নির্দেশ দিয়ে যান। যা ছিল হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর জন্য রাসূল সা.-এর প্রতি তার প্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ উপহার। এই

www.pathagar.com

অনন্য উপহার প্রাপ্তিতে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর প্রেমময় জীবন ধন্য হলো। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মানব জীবনে আর কি হতে পারে।

হযরত ওয়ায়েস করণী র. হযরত রাসূল সা. কে কত যে গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। রাসূল সা.-এর প্রতি তাঁর প্রেমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা গেল। ঘটনাটি এ রকম ওহুদের যুদ্ধে ইসলামের ও হযরত রাসূল সা.-এর শত্রু বিধর্মীরা প্রিয় নবী সা. কে আক্রমণ করে তাঁর দুটি দন্ত মোবারক শহীদ করে। আশেকে রাসূল হযরত ওয়ায়েস করণী র. সেই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক সংবাদ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর প্রেমিকের বিষাদ যন্ত্রণার কথা মনে করে বেহাল হয়ে যান। ওয়ায়েস র. তৎক্ষণাৎ তাঁর দুটি দন্ত উপড়ে ফেলেন। পরক্ষণেই তিনি চিন্তা করলেন- হায়! না জানি নবীজীর কোন্ দুটি দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে? এ কথা ভেবে হযরত ওয়ায়েস র. একে একে তাঁর সব কয়টি দন্তই উপড়ে ফেলেন। আশেকে রাসূলগণের মধ্যে এরকম প্রেমের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই ঘটনা থেকেই নবীজীর প্রতি ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

বিশুদ্ধ হাদিস সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা.-এর সাথে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর সাক্ষাৎ সম্পর্কে রাসূল সা. তাঁর ওফাৎ লাভের পূর্বেই অসিয়ত ও ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। রাসূল সা.-এর অসিয়ত ছিল হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা. তাঁরা উভয়েই যেন ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূল সা.-এর পবিত্র জোব্বা মোবারক তাঁকে প্রদানপূর্বক উম্মতে মুহাম্মদীর গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে ওয়ায়েস করণী র. কে অনুরোধ জানান। রাসূল সা.-এর অসিয়ত মতে হযরত ওমর রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তালাশ অনুসন্ধান ক্রমে ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর অবস্থান খুঁজে বের করেন। তিনি হযরত আলী রা. কে সাথে নিয়ে ওয়ায়েস করণী র. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা উভয়ে হযরত রাসূল সা.-এর পবিত্র জোব্বা মোবারক নিয়ে ইয়ামেনের কারানে গিয়ে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর রা. এবং হযরত রাসূল সা.-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী রা.-এর পরিচয় পেয়ে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর হৃদয়ে প্রেমের ঝড় বয়ে যায়। তিনি সবিনয়ে তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চান। তাঁরা হযরত রাসূল সা.-এর অসিয়ত সম্পর্কে বর্ণনা দেন এবং পবিত্র জোব্বা মোবারক গ্রহণ পূর্বক উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করার অনুরোধ জানান। হযরত ওয়ায়েস করণী র. তাঁর প্রেমের

www.pathagar.com

স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে এই অভাবনীয় পুরস্কার প্রাপ্তিতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আদর ভক্তি ও মহব্বতের সাথে পবিত্র জোব্বা মোবারক গ্রহণ করে তাতে তিনি সশ্রদ্ধ চুম্বন করেন। অতঃপর পরম ভক্তি ও মহব্বতের সাথে জোব্বা মোবারক স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ওমর রা. ও আলী রা.-এর সান্নিধ্য হতে উঠে তাঁদের চোখের আড়ালে গিয়ে জোব্বা মোবারক সযত্নে সম্মুখে রেখে সেজদায় পতিত হলেন এবং সবিনয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে শুরু করলেন। হযরত ওয়ায়েস করণী র. সেজদায় পতিত হয়ে এই বলে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "হে মহীয়ান গরীয়ান মহাপ্রভু! এই হতভাগা অধমকে তোমার প্রিয়তম রাসূলে মকবুল সা. তাঁর পবিত্র অঙ্গে পরিহিত জোব্বা মোবারক দান করে অসিয়ত করে গিয়েছেন, যেন আমি তাঁর পাপী উম্মতের মাগফেরাতের জন্য আপনার সমীপে প্রার্থনা করি। তাঁর সেই অসিয়ত অনুযায়ী আমি গুনাহগার আপনার পাক দরবারে সকরুণ প্রার্থনা করছি। এই বলে হযরত ওয়ায়েস করণী র. গুনাহগার উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেজদায় পড়ে তিনি কান্নার সাগরে ডুবে গেলেন। তাঁর জীবনী গ্রন্থ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় হযরত ওয়ায়েস করণী র. মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করে গুনাহগার উম্মতে মুহাম্মদীর চার অংশের মধ্যে তিন অংশের গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। আশেক ও মাশুকের বাক্যালাপের মুহূর্তে হযরত ওমর রা. এবং আলী রা. উভয়েই হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর কাছে গিয়ে হাজির হন। এতে হযরত ওয়ায়েস করণী র. এর মোরাকাবা ভেঙে যায়। তিনি সেজদা থেকে উঠে ব্যথিত হৃদয়ে আফসোসের সাথে বললেন, হায়! আপনারা এসময় না আসলে প্রিয় রাসূল সা.-এর সকল গুনাহগার উম্মতের গুনাহ মাফ না হওয়া পর্যন্ত আমার মস্তক উত্তোলন করতাম না। হযরত ওমর রা. ও আলী রা. আল্লাহ্ পাকের দরবারে ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর এই অভাবনীয় ও অকল্পনীয় মর্যাদা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আশেকে রাসূল হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর প্রেমের জীবন কাহিনী এই স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে আমরা তাঁর প্রেমময় জীবন থেকে উত্তম শিক্ষা নিতে পারি। আল্লাহ্ পাকের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হযরত রাসূল সা. কে পার্থিব জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে ভালোবেসে আশেকে রাসূল তথা মুমিন হওয়ার গৌরব অর্জনের সুযোগ আমাদেরও রয়েছে। আর সেজন্য প্রয়োজন হযরত রাসূল সা.-এর প্রকৃত শিক্ষা নিজের চরিত্রে ধারণ করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)-এর প্রেমময় জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে রাসূল সা. কে ভালোবেসে তাঁর প্রেমে প্রেমিক হয়ে মুমিন হওয়ার তওফিক দান করুন।

www.pathagar.com

বালাগাল
উলা
বিকামালিহি

কাশাফাদ্দুজা
বিজামালিহি

হাসুনাত জামিউ
খিসালিহি

সাল্লু আলাইহি
ওয়া আলিহি

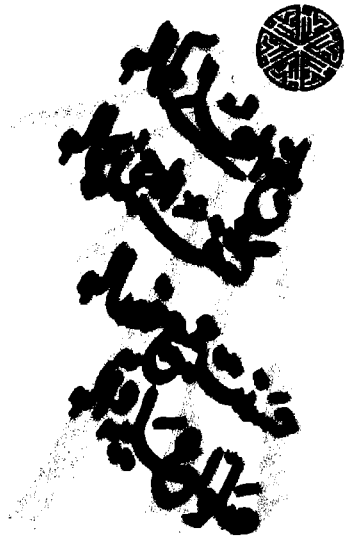

যিনি সাধনায় পূর্ণতার
শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন,

যাঁর সৌন্দর্য্যের আলোকে
দূর হয়ে গেছে অন্ধকার,

যাঁর আচার-ব্যবহার ছিল
সৌন্দর্যে ভরপুর,

তাঁর বংশধরের প্রতি
বর্ষিত হোক সালাম

মুহাম্মদ আরশেদ আলী

খোদাপ্রেমিক মুহাম্মাদ মোস্তফা সা.ও নূর-ই-মুহাম্মাদীর কথা

প্রেমই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। প্রেমই জীবনের উৎস। প্রেম মানব জীবনের প্রধান রহস্য। বিশ্বপতি এ বিশ্ব সংসার সৃষ্টি না করতেই তাঁর হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়। তাই তিনি প্রেম খেলা খেলবার জন্য তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সা. কে সৃষ্টি করেছিলেন। জ্যোতির্ময় আপন জ্যোতির দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করে গুপ্ত স্থানে রেখেছিলেন। গোপনে প্রেম খেলা খেলতে খেলতে প্রেমের তরঙ্গ জোশে তাঁর প্রিয় বন্ধুর জ্যোতি দ্বারা এ বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করে সর্বত্রই কি মধুর প্রেমরত্ন বিতরণ করছেন। ইসলামী জগতের প্রাণ সূফীকুলের শ্রেষ্ঠ সাধক, ফারসী সাহিত্যের মহাকবি ও সৃজনশীল দার্শনিক মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মতে, সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ, বাসনা বা প্রেম। হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ আছে- "আল্লাহ বলেন, আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার, নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম এবং নিজেকে

www.pathagar.com

প্রকাশের নিমিত্তে এই বিশ্ব সৃষ্টি করলাম।" প্রেম আল্লাহর সত্তার নির্যাস, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। পরম সত্তার নির্যাসরূপে এই প্রেমের উদয় না হলে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হত না।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "হে মুহাম্মাদ যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে স্বর্গ মর্ত্য আকাশ বাতাস কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী রা. হতে বর্ণিত হয়েছে- জাবির রা. বলেন, একদা আমি রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. ! আমার পিতা মাতা আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ হোক, আপনি এ খবরটি আমাকে জানিয়ে দিতে মর্জি ফরমাইবেন যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তরে প্রিয় নূর নবী মুহাম্মাদ রাসূল সা. ফরমান 'হে জাবির! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর নিজের নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ নূরকে এমন শক্তি দান করলেন যে, সে নূর আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর ইচ্ছায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারত। আর সে সময় লওহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা আসমান জমিন, চন্দ্র, সূর্য, জীন ও মানব- এক কথায় কিছুই ছিল না। মহাত্মা আব্বাস তনয় অবদুল্লাহ রা. হতে কথিত আছে, সেই নূরে মুহাম্মাদী দ্বাদশ সহস্র বছর পর্যন্ত 'আলমে তাজরুদী' স্থানে দয়াময় খোদাতায়ালার উপাসনায় নিমগ্ন ছিল। অতঃপর আল্লাহ পাক মাখলুকাত সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। সে সময় এ নূরকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে ১ম অংশ হতে কলম, ২য় অংশ হতে লওহ মাহফুজ এবং ৩য় অংশ হতে আরশমুয়াল্লাহ সৃষ্টি করলেন। ৪র্থ অংশটিকে পুনরায় ৪ অংশে বিভক্ত করে ১ম অংশ হতে মুমিন বান্দাদের চোখের জ্যোতি, ২য় অংশ হতে তাদের ক্বালবের জ্যোতি, এই তো আল্লাহর মারেফাত। ৩য় অংশ থেকে মুমিনদের উনসের নূর অর্থাৎ তাওহীদ বা একত্ববাদের নূর তথা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এ কালিমার নূর পয়দা করলেন (মাওয়াহিবুল্লা দুনিয়া কিতাবে এভাবেই বর্ণনা দেয়া হয়েছে)।

অপর এক হাদিসে হযরত রাসূল সা. বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাস নূর দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, আল্লাহর নূর হতে মুহাম্মাদের নূর সৃষ্টি হওয়া এ কথার কোনই অবকাশ নেই বা প্রশ্ন উঠতে পারে না যে, আল্লাহর নূর খণ্ডিত হয়ে মুহাম্মাদের নূর এবং তা হতে তামাম সৃষ্টির বিকাশ। নূর বা আলো ও জ্যোতি এমন একটি পদার্থ যা খণ্ডিত হওয়া ব্যতিরেকেই অপর একটি নূর বা আলোর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। যেমন একটি বাতি হতে অপর একটি বাতি প্রজ্বলিত হলে ১ম বাতিটির আগুনের বা নূরের কোনই তারতম্য ঘটে না। একই নূরে সমগ্র দুনিয়া ও আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর দয়াময় সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা

www.pathagar.com

কলমকে আদেশ করলেন হে কলম! তুমি সর্বাগ্রে আরশের চূড়ায় এ কালেমা লেখ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" কলম তখন ৪শত বছর পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখল। এক রেওয়ায়েতে লিখিত আছে, যে সময় কলম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত লিখল, তখন সে নতজানু হয়ে নিবেদন করল 'হে দয়াময় খোদাতায়ালা। তুমি অদ্বিতীয়, তোমার পবিত্র নামের সাথে সংশ্লিষ্ট এ পূত নাম কার?' তদুত্তরে আল্লাহ্ পাক বললেন, এ পবিত্র নাম আমার প্রিয় বন্ধু পবিত্রাত্মা মুহাম্মাদ সা.-এর। তুমি লিখ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' কলম যখন এ আদেশ শ্রবণ করল, তখন ভয়ার্ত হয়ে তার মুখমণ্ডল ফেটে দ্বি-মুখ হল। তখন কলম অতিশয় যত্নের সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখল। সেই হতে কলমের দ্বিমুখ প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত আলী রা. বলেন, আমি প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনি কোন বস্তু হতে সৃষ্ট হয়েছেন? হুজুর বললেন যখন আমার মাবুদ আমর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলাম হে আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে কি জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম! যদি আপনি না হতেন তবে আমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতাম না। পুনরায় আমি বললাম, হে মাবুদ! আমাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? এবার আল্লাহ ফরমালেন, হে মুহাম্মাদ সা. আমি আমার সাদা নূরের স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতি লক্ষ্য করলাম, সে নূরকে কুদরতের দ্বারা প্রথম হতেই নতুনভাবে আমার হুকুমে সৃষ্টি করে রেখেছিলাম। আমি তার সম্মান প্রকাশার্থে তাঁকে আমার আজমতের দিকে সম্বোধন করলাম, এ নূর হতে অংশ বের করে তাঁকে আবার ৩ অংশে বিভক্ত করেছি। ১ম অংশ হতে আপনাকে এবং ২য় অংশ হতে আপনার বিবি সকল ও সাহাবীদেরকে আর ৩য় অংশ হতে যারা আপনার প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কেয়ামতের দিবসে উক্ত নূর পুনরায় আমার নূরের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আমার অনুগ্রহে আপনাকে ও আপনার আহলে বাইতকে এবং আপনার স্ত্রী ও সাহাবাদেরকে আর যারা আপনাকে সর্বাধিক মহব্বত করে তাদেরকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাব। অতএব আপনি আমার পক্ষ হতে উপরোক্ত লোকদেরকে বেহেশতে দাখিল হওয়ার এ মহা সুসংবাদ জানিয়ে দিন।

হযরত আলী রা. কর্তৃক অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে এলাহী পোষণে ছিল আমার নূর, মশগুল ছিলাম আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে। 'শারফুল আনাম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আদি পিতা আদম নবীর সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আমার নূর মহান আল্লাহ পাকের

www.pathagar.com

তসবিহ পাঠে মশগুল ছিল।' একটি হাদিসে আছে, হযরত মুহাম্মাদ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কখন হতে রাসূল হয়েছিলেন? তার উত্তরে হযরত বলেছিলেন, 'আদম যখন মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন অর্থাৎ আদমের যখন জন্মও হয়নি।' বর্ণিত হাদিসসমূহের মর্মে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হল নূর মুহাম্মাদ সা.-এর নূর মোবারক।

আল্লাহ হলেন মাবুদ। মাবুদের মাবুদিয়্যাত প্রকাশ করতে যখন তিনি ইচ্ছা করলেন তখনই মুহাম্মাদী নূর সৃজন করলেন। আল্লাহর কুদরতে সে নূর খোদায়ী মহানূর বেষ্টিত সুউচ্চ পর্দা শির-শীর্ষে ধীরে-ধীরে উন্নীত হয়ে নূরই মুহাম্মাদী শির নত করে মহান আল্লাহকে সিজদাহ করল। অতঃপর আল্লাহ পাকের অসংখ্য হামদ বা গুণকীর্তন করতে লাগল। এতে আল্লাহ পাক নূরের প্রতি বড়ই খুশি হলেন। এবং নূরে নূর মুহাম্মদ ীকে সম্বোধন করে বললেন। হে নূর, এ কারণেই তোমাকে সৃজন করেছি, তুমি যে আমার নূরের প্রিয় নূর। তাই তো মনস্থ করেছি তোমার নূর দ্বারাই আমি অবশিষ্ট মাখলুকাত সৃষ্টি করব। সৃষ্টির বার্তাবাহক হিসেবে সর্বশেষ বার্তাবাহক বা পয়গম্বর হিসেবে পাঠাব- তুমি হবে আমার আখেরী নবী-রাসূল। আর যেহেতু তুমি সৃষ্টি হয়েই আমার 'হাম্‌দ' পাঠ করেছ, তাই তোমার নাম নির্দিষ্ট করলাম 'মুহাম্মদ' প্রশংসিত জন রূপে। আর এটাই আমার পছন্দের অনুরূপ নাম। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নূরই মুহাম্মাদীকে সযত্নে পালন পোষণ করেন।

মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। রাসূলকে সৃষ্টি করবেন মানবজাতিতে, আদম হচ্ছে তাঁর বহনকারী আদমকে তৈরী করবেন আল্লাহ মাটি দ্বারা। বহনকারীর মর্যাদা হিসেবে করবেন তাঁকে নবী। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আল্লাহ নূরই মুহাম্মাদীর বিশেষ অংশটি মাটিতে মিশ্রিত করবার ইচ্ছা করলেন। কা'আবুল আহবারের বর্ণনা হতে জোরকানী শরহে মাওয়াহিবে এবং অন্যান্য হাদিসবেত্তাগণ বলেন, এ উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ পাক জিব্রাঈল ফেরেশতার প্রতি আদেশ জারি করলেন- যাও জিব্রাঈল, জমিনে অবতীর্ণ হও এবং যেখানে কবর দেয়া হবে সে মদীনা ভূমি হতে আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদের জন্য মাটি নিয়ে আস। জিব্রাঈল আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে সপ্তম আকাশ হতে বহুসংখ্যক ফেরেশতা সমভিব্যহারে রাসূলের মাজার যেখানে হবে সেখানে এসে জমিনে কাছে রাসূলের জন্য মাটি চাইল। মাটি রাসূলুল্লার মুবারক নাম শুনে সানন্দে কর্পূর সদৃশ শ্বেত বর্ণের কিছু মাটি বের করে জিব্রাঈলের হাতে সোপর্দ করল। জিব্রাঈল তার সঙ্গী ও অন্যান্য ফেরেশতা মিছিল সহকারে চলে গেল এবং বেহেশতী নানা উপাদান মিশ্রিত করে উজ্জ্বল মুক্তা সদৃশ একটি খামীর তৈরী করল এবং তা আরশ-কুরশী, লওহ, কলম হতে শুরু করে আকাশ-পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ

www.pathagar.com

করালো। ফলে সকল সৃষ্টি জীব ও বস্তু রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হল। আর তা এ জন্য যে রাসূলের সৃষ্টি না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না আল্লাহ। সৃষ্টি করতেন না মানুষ, পয়দা করার প্রয়োজন ছিল না কোন নবী-রাসূলের। মর্যাদাও তাই আল্লাহ দান করেন নাই রাসূলের তুলনায় অন্য কাউকে। কোন নবীও নবুয়তী প্রাপ্ত হত না হযরত মুহাম্মাদ সা. কে নবী বলে স্বীকার না করলে। তিনি তাই প্রথম আদম হতে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে লোকটি জন্মগ্রহণ করবে সকলের তিনিই নবী- সকলে তার পরোক্ষ উম্মত, নবীদেরও তাই তিনি নবী। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করা হল 'আমি সবার আগে নবুয়তী প্রাপ্ত হয়েছি এবং এসেছি সবার পরে (ইবনে আবু হাতিম)। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আলী রা.-এর নাতি ইমাম বাকের বলেন, 'সকল মানবাত্মা তৈরী করে যখন এ ওয়াদা আল্লাহ গ্রহণ করলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন সকল আত্মার অগ্রে মুহাম্মাদের নূরানী আত্মাই বলে উঠল- হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব। এ কারণে তিনি প্রথম নবী।'

মাওয়াহিবে লাদুনী কিতাবে আছে- নূরই মুহাম্মাদী সৃষ্টি করে আল্লাহ অন্যান্য নবীর নূরাত্মার দিকে তাকাতে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মাদী নূর সেদিকে লক্ষ্য করা মাত্র তারা হয়ে গেল ম্লান। তখন অন্যান্য নবীর নূর আল্লাহর দরবারে আরজ করলে আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদী নূর তোমাদের ম্লান করে দিয়েছে। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আন তবে তোমাদিগকে নবী করা হবে অন্যথা নয়। তখন সকল নবীর নূর মুহাম্মাদী নূরের উপর ঈমান আনল। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঈমানের উপর সাক্ষ্য থাক। আমি তোমাদের সাথে সাক্ষ্য রইলাম। সূরা আল ইমরানে এ হাদিসের মর্ম রয়েছে।

হযরত ঈসা নবীর কাছে আল্লাহ তাকীদ দিয়ে ওহী পাঠালেন- তুমি তোমার উম্মতসহ মুহাম্মাদের উপর ঈমান গ্রহণ কর। জেনে রাখ তাঁকে সৃজন না করলে আদম, বেহেশত-দোযখ কিছুই সৃজিতাম না (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস)।

তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৪র্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহপাক প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নূর হতে হযরত আদমের নূর তৈরী করলেন এবং আদমের মাটি হতে হুজুর পাকের শরীর মোবারক পয়দা করলেন। তারপর আদমের পিঠে নূরে মুহাম্মদী রেখে দিলেন। এ নূরকে দু'নয়নে অবলোকন করার জন্য আদমের পিছনে ফেরেশতাগণ কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নয়ন ভরে প্রিয় নূর নবীর নূর দেখতে লাগলেন। এ দেখে হযরত আদম আ. বললেন, হে আল্লাহ! এ ফেরেশতাদের কি হয়েছে, তারা কেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে? উত্তরে আল্লাহ বলেন, হে আদম! এ ফেরেশতারা আমার হাবীবের নূর দেখছে। তা শুনে আদম আ.

www.pathagar.com

পুনরায় বললেন, হে মাবুদ! মেহেরবাণী করে উক্ত নূরকে আমার সামনে এনে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ নূরকে আদমের পৃষ্ঠ হতে কপালে রেখে দিলেন। এবার ফেরেশতাদের কাতার আদমের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হযরত আদম আ. নূরের আশেক হয়ে নিজে নূর দেখার অভিপ্রায় আল্লাহর কাছে আবার আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক। এ নূরকে দয়া করে এমন স্থানে রাখুন আমিও যেন সে নূর দেখে নিজকে ধন্য করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আদমের দোয়া কবুল করে সে নূরকে আদমের তর্জনীতে রাখলেন। আদম আ. ঐ আঙুলটি উপরের দিকে উঁচিয়ে স্বচক্ষে নূর দেখে উক্ত নূরের প্রতি ঈমান এনে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল।' হযরত আদম আ. আবার বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ এ নূর হতে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আল্লাহ পাক বললেন, হ্যাঁ তার সাহাবাদের নূর বাকি আছে। আদম আ. আরজ করলেন, আয় আল্লাহ! অবশিষ্ট নূরগুলোকে আমার বাকি আঙুলগুলোতে এনে স্থাপন করুন। সে সময় আল্লাহপাক হযরত আবুবকর রা.-এর নূরকে মধ্যমা আঙুলে, হযরত ওমরের রা. নূরকে অনামিকা আঙুলে, হযরত ওসমানের রা. নূরকে কনিষ্ঠা আঙুলে এবং হযরত আলী রা. নূরকে বৃদ্ধা আঙুলে সংস্থাপন করলেন। অতপর আদম আ. যখন পৃথিবীতে নেমে আসলেন তখন উক্ত নূরগুলো পুনরায় আদমের পিঠে চলে গেল। প্রথমে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই রইল। অবশেষে আল্লাহর তকদির অনুযায়ী হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হলেন। তখন আল্লাহ পাক আদমের কাছে বেহেশতের 'নহর' পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আদম আ. উক্ত নহরে গোসল করে বিবি হাওয়াকে আলিঙ্গন করলেন এবং ঐ সময় এই পবিত্র নূর হাওয়ার কাছে চলে গেল। এরপর হতে নূরে মুহাম্মাদী এসে এক পুরুষের পৃষ্ঠ হতে অন্য পুরুষের পৃষ্ঠে এবং এক মহিলার পেট হতে অন্য মহিলার পেটে স্থানান্তর- অর্থাৎ আল্লাহপাকের এ পবিত্র নিয়মে তাঁর প্রিয় হাবীবের পবিত্র নূর অতি পবিত্রতার সাথে হযরত খাজা আবদুল্লাহ এবং তথা হতে হযরত আমিনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

হযরত আদম আ. ইনতেকালের সময় তাঁর পুত্র শীষ আ. নিজ সন্তানদের উপর নূরে মুহাম্মাদীর হেফাজতের অসিয়ত করার জন্য আদমের পক্ষহতে অছিয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতপর হযরত শীষ আ. তাঁর সন্তানদেরকে নূর হেফাজতের ঐ অছিয়ত করে যান, যা তিনি তাঁর পিতার কাছ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত আদমের আ. অসিয়ত ছিল 'সাবধান' এ পবিত্র নূর যেন পবিত্র নবীর মধ্যে রাখা হয়। হযরত আদম আ.-এর এই পবিত্র অসিয়তটি যথাক্রমে, এক যুগ হতে দ্বিতীয় যুগ, দ্বিতীয়

www.pathagar.com

যুগ হতে তৃতীয় যুগ, এভাবে শেষ পর্যন্ত চলে আসছিল। অবশেষে আল্লাহ পাক এ পবিত্র নূরকে আবদুল মোত্তালিব ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ পর্যন্ত এনে পৌঁছে দিলেন। 'মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়া কিতাবে' বর্ণিত আছে, প্রিয় নূর নবী হযরত রাসূল সা. বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে পবিত্র পিঠ হতে পবিত্র রেহাম (পেটে) স্থানান্তরিত করে আসছিলেন। এর অর্থ আমার নূরকে উক্ত নিয়মে আল্লাহপাক স্থানান্তরিত করছিলেন। এটাই ঐ নূর যা আদম আ. আরশ মুয়াল্লাহ পর্দায় দেখেছিলেন।

নূর-ই মুহাম্মাদীই সৃষ্টির মূল সত্তা। নূর-ই মুহাম্মাদী যাবতীয় সৃষ্টির উৎস- তাই সর্ব প্রথম মানুষ ও মানবপিতা হযরত আদম নবীও নূর-ই মুহাম্মাদী হতে সৃষ্ট। আবার আদম নবী যেহেতু সকল মানব পিতা, তাই হযরত মুহাম্মাদেরও তিনিই আদি পিতা। কারণ হযরতের আবির্ভাব সর্বশেষ নবীরূপে আর হযরত আদমের জন্ম সর্ব প্রথম মানব পিতা ও নবীরূপে। তাই হযরতের আবির্ভাব আদম নবীর মাধ্যম ব্যতিরেকে হতে পারে না। একই কারণে হযরত মুহাম্মাদ সা. বলেন, 'আমি সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ নবী।

আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতে পিতামাতা ছাড়া হযরত আদম নবীকে পয়দা করলেন। আদম নবীকে পয়দা করলেও আল্লাহ পাকের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য আপন নূরে সৃষ্ট পরম বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে পয়দা করা। আর সে পয়দাই উছিলা ও বাহন হিসেবে পয়দা করলেন হযরত আদম নবীকে। তাই আদম নবীকে পয়দা করে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র ললাটে নূর-ই মুহাম্মাদী স্থাপন করে দিলেন। ফলে হযরত আদম নবীর ললাটখানি পূর্বের চেয়ে শতগুণ দীপ্তিমান হয়ে গেল। আর এ দীপ্তির পরশে আরশ কুরসি পর্যন্ত রওশন হয়ে গেল।

নূর-ই মুহাম্মাদীতে সর্বপ্রথম অভিষিক্ত হয়ে সম্মানিত হন আদি পিতা আদম নবী, যার কারণে তিনি আল্লাহর আদেশ স্খলনের অপরাধ হতে দুনিয়ায় আগমনান্তর ৩০০ বছর পরে মুক্তি লাভ করেন। রাসূলে পাকের পিতা আবদুল্লাহও নূর-ই মুহাম্মাদীর বদৌলতে কোরবানী হওয়া হতে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভ করেন। নূরে মুহাম্মাদীর বদৌলতেই নমরুদ কর্তৃক সাজানো অগ্নিকুণ্ড ইব্রাহিম নবীর জন্য হয়ে গিয়েছিল জান্নাত, মনোরম ফুল বাগিচা। ইসমাইল নবীও কোরবানী হতে রক্ষা পান নূর-ই মুহাম্মাদীর বরকতে। সামান্য কিসতি নির্ভর করে বিশ্বময় প্লাবন হতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন নূহ নবী নূরই মুহাম্মাদীর ধারক ও বাহক বলেই। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. পর্দা করার সাথে সাথে নবুয়তীর যুগ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু বর্তমানে এ বেলায়েতের বা বন্ধুত্বের যুগে আল্লাহ পাক পাপের সাগরে নিমজ্জিত মানবমণ্ডলীকে হেদায়েতের পথে তুলে নেয়ার জন্য নূরে মুহাম্মাদীর ধারক ও বাহক হিসেবে প্রেরণ

www.pathagar.com

করে আসছেন ইমাম, মোজাদ্দেদ ও অলি আল্লাহগণকে। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে সৃষ্টিলীলা সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ নূরে মুহাম্মাদীই সৃষ্টির মূলসত্তা ও (NUR-E-MUHAMMAD IS THE ROOT OF ALL CREATION)। হাদিস শরীফে আছে, 'নিশ্চয়ই মহৎ ও সম্ভ্রান্ত আল্লাহ প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁর বান্দার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যিনি দ্বীনকে (ধর্ম) সজীব ও সতেজ করেন (আবু দাউদ)। ইমাম সম্পর্কে রাসূল সা. ফরমান 'যে ব্যক্তি তার জামানার ইমামকে (আধ্যাত্মিক নেতা) চিনতে পারে না এবং ঐ অবস্থায় যদি মৃত্যু ঘটে, তবে তার মৃত্যু অন্ধকারে নিমজ্জিত ও নিপতিত হবে।'

আল কুরআনে সূরা মায়দায় আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহর সাথে প্রেম করে আল্লাহ তার সাথে প্রেম করেন।' এ জন্যই আল্লাহর সাথে প্রেম করার উপর সূফীরা সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দান করেন। প্রেম ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। কাজেই প্রেমহীন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, সে জন্যই প্রেম মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রেমহীন ইবাদত বন্ধ্যা নারী সদৃশ, যা ফল উৎপাদন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যার গতি নিরুদ্ধ, যার স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা শূন্যতার হাহাকারে পর্যবসিত। তাই খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী র. বলেছেন, 'প্রেমহীন ইবাদতকারী যে স্থানে হাজার রাকাত নামাজ দ্বারা পৌঁছবে, প্রেম মাদকতায় মত্ত ব্যক্তি সে স্থানে এক হুংকারেই পৌঁছে যাবে।' জাত ও সিফাতের মিলনসূত্র এই প্রেম। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে প্রেম নেই সে বিশ্বাসী (মুমিন) নয়।' সকল বৈচিত্র্য বা বহুত্বের মূল ঐক্য পরম সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় হৃদয়ের প্রেম দ্বারা। প্রেম তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। রুমীর মতে, প্রেমই সৃষ্টির আদিকারণ, বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি, গতি শক্তি জ্ঞানের উৎস এবং পরমাত্মা ও মানবাত্মার মহামিলনের মূলমন্ত্র। যারা আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হন তাদের মনশ্চক্ষু খুলে যায় এবং তারা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে বর্তমানরূপে দেখতে পান। মনশ্চক্ষুই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি, পরম সত্তার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় দীপ্তি, জীবনের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি বা প্রেম। মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি যখন উন্নত হয়, তখন মানুষের মনোজগৎ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, এবং সেই আলোকে সে নিজ স্বরূপ, বিশ্ব ও স্রষ্টার মাঝে তাঁর স্থান ইত্যাদি দেখতে পায়।

'HE WHO HAS AN IMPRESSIONLESS AND CLEAR BREAST BECOMES A MERROR FOR THE IMPRESSIONS OF THE UNSEEN QUOTED- BY DR. KHALIFA ABDEL HAKIM IBID. P-100 -এই স্তরে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা.-এর মুখে বের হয়েছিল, 'আমিই মহাকাল এবং যে

www.pathagar.com

আমাকে দেখল সে হক্‌কে (পরম সত্যকে) দেখল।' এ স্তরে হযরত আলী রা.-এর মুখে নিঃসৃত বাণী, 'এ কুরআন নির্বাক এবং আমি সবাক (জীবন্ত) কুরআন।' রুমী র. এ স্তরে আরোহণ করেই বলেছিলেন, 'আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ এরপর যেন কেউ বলতে না পারে যে আমি একজন আর তুমি আর একজন।' হযরত আবু বকর শিবলী র. এ স্তরেই বলেছিলেন, আমিই কথা বলি আর আমিই শুনি, এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী র. বলেন, 'ত্রিশ বছরব্যাপী আল্লাহ মানুষের জবানে জুনায়েদের ভেতর দিয়ে লোকসমাজে কথা বললেন, জুনায়েদ তখন কথা বলেননি, কিন্তু সমাজ তা বুঝতে পারেনি।' হযরত রাবেয়া বসরী র. বলেন, সব কিছুরই ফল আছে কিন্তু জ্ঞানের ফল হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন হওয়া। প্রেম মানুষকে অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের অধিকার দেয়। প্রেম প্রেমময়ের খাস দান। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় মনসুর হাল্লাজ র. ও বায়েজিদ বোস্তামী র. নিজেকে খোদা বলেছিলেন। কিন্তু রুমী বলেছেন, না সে হাল্লাজ ও বায়েজিদ নহে, খোদাতায়ালাই আনাল হক বলেছিলেন হাল্লাজ ও বায়েজিদের সুরতে, সে মনসুর হাল্লাজ ও বায়েজিদ ছিল না। প্রেমময়ের সাথে সংযোগ লাভ করলে নিজেকে প্রেমময় হতে পৃথক ধারণ করতে পারা যায় না। তাঁর কাছে সারাবিশ্ব প্রেমময়েরই প্রতিভাস মনে হয়। প্রেমিকের স্বতন্ত্র হাস্তি থাকলেও সে প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও অতীন্দ্রিয় জগতে পরিভ্রমণ করে। রুমীর মতে, ঐশি প্রেম সকল ব্যাধির মহৌষধ। প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপাসক্তি হতে মুক্ত করে নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে। এই প্রেমের বলে মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল। প্রেম তুর পর্বতে জীবন সঞ্চার করেছিল, প্রেমোন্মত্ততা এনেছিল, এবং মুসা আ. মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই এর মূল কথা। জীবনের গভীরতম রহস্যের উদঘাটন দ্বারা মানুষের ক্রমোন্নতির পথ চিহ্নিত করে দেয়াই প্রেমতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন বান্দাকে ভালোবাসি তখন প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমি তার কর্ণ হই, সে আমার দ্বারা শ্রবণ করে, আমি তার জিহ্বা হই সে আমার দ্বারা কথা বলে, আমি তার হস্ত হই, সে আমার দ্বারা গ্রহণ করে।' যেমন হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর বদরের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন পাকে বলা হয়েছে যে, 'যখন কাফেরদের দিকে বালি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ

www.pathagar.com

করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন এবং আপনি নিধন করেননি, আল্লাহ নিধন করেছেন।

প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরমাত্মার গুণে গুণান্বিত হয়। জড়জগৎ হতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, মানব উন্নতির চরম সীমা পূর্ণ মানবাত্মায় পৌঁছতে পারে। যুন্নুন মিসরীর মতে, প্রেমিকের সাথে বিচ্ছেদ অপেক্ষা হৃদয়বিদারক কোন বস্তু নেই। আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টির মধ্যে বাস করেও সৃষ্টি হতে পৃথক থাকেন, অর্থাৎ তিনি জনসমাজে বাস করেও তার অন্তঃকরণ সদা সর্বদা আল্লাহর প্রেমে মত্ত থাকে। আল্লাহর সত্তার প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত খোদাপ্রেমিক অলিগণ ও সাধুগণেরই লভ্য। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহকে সন্দর্শন করেন, আল্লাহ তাঁদের অন্তরে এমন মারেফাত তত্ত্বসমূহ ও পূর্ণসত্তা প্রকাশ করেন যা তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকাশ করেন না। প্রকৃত আরিফ সেই ব্যক্তি, যিনি অর্ন্তচক্ষু দ্বারা গোপন তত্ত্বের গুণ সন্দর্শন করেন। আরিফ আল্লাহর কাছে এমনকি তাঁর সাথে মিলিত থাকেন। যে শক্তি দ্বারা জীবন প্রবাহের অগ্রগতি হয় আজীবন এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উন্নীত হয়, সে শক্তি বা প্রেরণাই প্রেম। এই প্রেমের অর্থ যে বুঝে, সে সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে। সে জন্য বলা হয় প্রেম সাগরের জলে যখন ডুব দেয়া যায় তখন প্রকৃত তত্ত্ব খুলে যায়, এবং প্রেমিক প্রেমে আকুল হয়ে উঠে। প্রেম শহরের মধ্যে একবার দৃষ্টি দিলে মন মোহন পেয়ালার মনহরা রূপ দর্শন হয়। সে রূপ দর্শন হলে আর ভুলতে পারে না। হাসা, কাদা, প্রেম-ফাঁসি তার গলে আটকে যায়। ক্ষণে মিলন ক্ষণে বিচ্ছেদ। দীর্ঘশ্বাস বইতে থাকে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহামানবগণ ফয়েজের শক্তি দ্বারা মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ ও চরিত্র সংশোধন করে স্রষ্টার প্রেম হাসিল করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ জন্য কোন মহামানবের সন্ধান লাভ করে নিজেকে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যে মহামানব গভীর সাধনার দ্বারা আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন, এ রকম মহামানবকে মোর্শেদ রূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি বিনয় ও ভক্তির মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টি অর্জনে সক্ষম হলে সাধক সহজেই আল্লাহর প্রেম অর্জন করতে পারেন। মুর্শিদ প্রেমই রাসূল সা. কে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সোপান। রাসূল প্রেমে ধন্য হলেই খোদার প্রেমে বিলীন হওয়া সম্ভব। প্রেমে যে একবার বিলীন হবে সেই পৌঁছে যাবে প্রেমের ও মহান আল্লাহর প্রেম বাগানে।

www.pathagar.com

বালাগাল
উলা
বিকামালিহি

তিনি সাধনায়
পূর্ণতার
শেষ প্রান্তে
পৌঁছেছেন।

আরিফুর রহমান

রাসূলের শানে ক্যালিগ্রাফি

তাঁর নাম আগে জপেছিল বলেই হয়তো বুলবুলি তার কণ্ঠে পেয়েছে সুমধুর গান, তাঁর কদম চুমেছিল বলেই গোলাপ পেয়েছে বুঝি তার খুশবু, অমীয় সৌরভ। তাঁর নূরের আলোকে জাগরণ এল এই ভূলোকে, একসঙ্গে গেয়ে উঠল সকল গানের পাখি, আনন্দে হাসল বিচিত্র, বর্ণময় কুসুম রাজি। তাঁর প্রশংসায়, তাঁর প্রেমে কবি লিখেছে লক্ষ কোটি কবিতা, গীতিকার রচনা করেছে অজস্র গান, সুরকার পেয়েছে অফুরন্ত সুর। জগতের সকল ফুল-পাখি, নদী-সাগর-পাহাড় তাদের নিজেদের ভাষায়, আপন সুরে তাঁরই প্রশংসায় হয়েছে মাতোয়ারা। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.। রাহমাতুল্লিল আলামীন। সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ রূপেই যিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। কাজী নজরুলের 'তৌহিদের মুর্শিদ', গোলাম মোস্তফার 'নিখিলের চিরসুন্দর', আবদুল আলীমের কণ্ঠে 'পরশমণি কিংবা সোনার খনি' রাসূলুল্লাহর গুণগানে মুখর পৃথিবীর তাবত কবি-সাহিত্যিক, গবেষক-সমালোচক সবাই। স্ব স্ব ক্ষেত্রে রাসূলকে চিত্রিত করেছে তারা তাদের সমস্তটুকু নান্দনিকতা দিয়ে।

www.pathagar.com

রাসূলপ্রেমে মত্ত এই প্রেমিকদলে ইসলামের গৌরবময় অগ্রযাত্রার শুরু থেকেই আরেকটি ছোট্ট দল ঠাঁই করে নিয়েছিল তাদের স্বমহিমায়। তারা রাসূলপ্রেমিক শিল্পী। রাসূলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী, রাসূলের প্রশংসায় রচিত পঙক্তিমালা, স্বয়ং রাসূলের কথা তারা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে উৎকীর্ণ করেছেন হরিণের চামড়া, প্রস্তর ফলকে বা কাগজের বুকে। তারা ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. ছিলেন বুঝিবা সেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের যুবনেতা। হরিণের চামড়ায় কুফি লিপিশৈলীতে অঙ্কিত তাঁর ক্যালিগ্রাফি এখনো ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র শিল্পধারা হিসেবে ক্যালিগ্রাফি অতঃপর অবলীলায় জায়গা করে নিয়েছে মাজার কিংবা মসজিদের ভেতরের মেহরাবে, বাইরের গম্বুজে অথবা দরজার খিলানে। বিন্যাসে, নান্দনিকতায় কিংবা লিপিশৈলীতে এসব ক্যালিগ্রাফি যুগ যুগ ধরে শিল্প ও শিল্পপিপাসু রাসূলপ্রেমিকদের শুধু আকর্ষণই করেনি মুগ্ধতায় তারাও হয়েছেন রাসূল প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী হাদিসে রাসূল এবং সাহাবী কবি, অলি-আউলিয়া ও সাধক কবিদের রচিত পঙক্তিমালা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মণি মুক্তোতুল্য। নিবন্ধকার রাসূলপ্রেমিক ক্যালিগ্রাফিশিল্পী দলের সাধারণ একজন বলে নিজেকে মনে করে বিধায় এসব মণি-মুক্তোতুল্য উদ্ধৃতির কিছু উল্লেখের লোভ সংবরণ করতে পারছে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই রাসূলের প্রশংসা করেছেন তাঁর বাণীবদ্ধ আল কুরআনে। তাঁর ভাষায় وما ارسلناك الا رحمة للعالمين "আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ রূপেই পাঠিয়েছি।" সূরা আম্বিয়া- ১০৭

আবার বলেছেন وإنك لعلي خلق عظيم -তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। সূরা- ক্বালাম - ৪

অন্যত্র ঘোষণা করেছেন- ورفعنا لك ذكرك -এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। -সূরা- ইনশিরাহ ঃ ৪

আল্লাহ রাসূলপ্রেমিকদের কথা বলেছেন এভাবে- النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم -রাসূল মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। -সূরা আহযাব ঃ ৬

রাসূলের প্রিয় সহচর সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই রাসূলের শানে কবিতা লিখেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনসহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.,হযরত আব্বাস রা.,হযরত কাব ইবনে যুহায়র রা. হযরত হামজা রা. এবং নবীকন্যা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা রা. তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন। হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রা. রাসূলের খুব প্রিয়ভাজন এক সাহাবী কবি। তাঁর চোখে রাসূল এভাবে ধরা পড়েছেন।

www.pathagar.com

ওয়া আহ্সানু মিনকা লাম তারা কুন্তু আইনী,

ওয়াআজ্মালু মিন্কা লাম তালিদিন নিসা-উ

খুলিক্তা মুবারাআম মিন কুল্লি আইবিন,

কাআন্নাকা খুলিক্তা কাম তাশা-ই॥

অর্থাৎ আমার চোখ তোমার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখেনি,

তোমার চেয়ে সুন্দরতম কাউকে কোন মা প্রসব করেনি।

তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল দোষত্রুটি মুক্ত করে,

যেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেভাবে তুমি চেয়েছো।

অলি আউলিয়া এবং সাধক কবিরা রাসূলের শানে অসংখ্য না'ত লিখেছেন যার পঙক্তিমালা ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায় আরো মূর্ত, আরো নান্দনিক হয়ে উঠেছে, উঠতে পারে। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী র. তাঁর কবিতায় বলেন।

'তোমার ঘাম থেকে ফুল পেয়েছে সৌরভ তাঁর'

কবিতার আরেক অংশে তাঁর অনুভূতি-

'যতদিন এ বিশ্বলোকে শিংগার ধ্বনি বেজে না উঠবে

ততদিন এ বিশ্বলোক থাকবে তোমার গুণগানে মুখর।'

সাধক কবি শেখ সা'দীর কবিতার 'বালাগাল উলা বিকামালিহি' সম্বলিত অবিস্মরণীয় চারটি লাইন ইসলামী জগতের সকল ভাষার ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের অত্যন্ত প্রিয়, প্রিয় কবিতা।

রাসূলকে নিয়ে, রাসূলের প্রশংসায় বাংলা ভাষার কত কবি কত পদ্য লিখেছেন, গান বানিয়েছেন, তার ইয়ত্তা আছে কি! বাংলায় যারা ক্যালিগ্রাফি অঙ্কনের চেষ্টা করছেন তাদের কাছে এসব কবিতা-গানের প্রতিটি পঙক্তি হয়তো ক্যালিগ্রাফির উপযুক্ততা বিচারে নতুনভাবে ধরা দেবে।

তার পরও কি, রাসূল প্রশস্তির ফিরিস্তি শেষ হবে? হয়তো না।

সাধক কবি শেখ সাদীর ভাষায়-

'লা ইউম্কিনুছ্ ছানা-উ কামা কানা হাক্কাহু'

বাংলায় অনুবাদ করে বলা যায়-

'হে রাসূল তোমার যথার্থ প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই।'

www.pathagar.com

কাশাফাদ্দুজা
বিজামালিহি

যাঁর সৌন্দর্য্যের
আলোকে
দূর হয়ে গেছে
অন্ধকার

মুফতী জহীর ইবনে মুসলিম

রাসূলের ভাষণ ও পত্রাবলীতে মানবপ্রেম

হযরত আদম আ. থেকে রাসূলে করিম সা. পর্যন্ত হযরত আম্বিয়া আ.-এর একটি সুমহান ধারা চলে এসেছে। সে ধারার মূল ভাব ছিল মানুষের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে বিশ্ববাসীকে তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত করা। বিভিন্ন পন্থায় তাঁরা চেষ্টা করেছেন সর্বাত্মকভাবে। এ ধারার সর্বশেষ, মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রাসূলে খোদা হযরত মুহাম্মাদ সা.। তিনি ছিলেন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য নবীয়ে রহমত। সে হিসেবে তাঁর দায়িত্বও ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাঁর প্রধানতম দায়িত্ব ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে তাবৎ মানুষের কাছে কুরআনে করিমের বাণী তথা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তাঁকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, আপনার

www.pathagar.com

পালনকর্তার পক্ষ হতে তা পৌঁছে দিন, (সূরা মায়িদা)। এ গুরু দায়িত্বের ব্যাপারে খোদ নবীয়ে করিম সা. ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আসমান জমিনের পালনকর্তার পয়গাম বিশ্বের তাবৎ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব।

আলোচ্য গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূল কারিম সা. ছিলেন পাগল পারা। এ লক্ষ্যেই তিনি সদা পেরেশান থাকতেন। কুরআনের মর্মবাণী শিক্ষাদান, মৌখিক উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি সমবেত জনতার সম্মুখে তিনি প্রদান করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এমনিভাবে আশেপাশের রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে জানিয়েছেন ইসলামের সুশীল ছায়াতলে সমবেত হবার আহ্বান। রাসূল খোদা সা. একদিকে যেমনি ছিলেন নবী ও রাসূল তেমনি ছিলেন দুজাহানের বাদশা। দুনিয়া আখেরাতের সর্বোপরি বাদশাহী আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তাঁর কথাবার্তা, চলা-ফেরা, কাজ, কর্মে এমনিভাবে ভাষণ ও চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শাহী প্রতাপ ও বাদশাহী প্রভাব প্রতিপত্তির চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ও ভালোবাসার। কারণ কেবল শাহী প্রভাবে হয়তো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। যায় না সকলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে স্বর্গ রচনা করা। পক্ষান্তরে প্রেমের মাধ্যমে এ মর্ত্যের ধরাকে গড়ে তোলা যায় স্বর্গের মত, ফুল ফুটান যায় মরু সাহারার বুকে। বইয়ে দেয়া যায় অশান্ত পৃথিবীর বুকে বসন্তের মধু সমীরণ। রচনা করা যায় অমর স্মৃতির তাজমহল। তাই কবি বড়ই সুন্দর বলেছেন-

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।
প্রীতিপ্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
মোদের কুঁড়ে ঘরে।"

রাসূলে খোদা সা. চেয়েছিলেন প্রেমের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চির মুক্তির মোহনায় পৌঁছাতে, তাই তাঁর সর্বোপরি কাজেকর্মে ফুটে উঠেছে মায়া-মমতা, প্রকাশ পেয়েছে অমীয় মধুময় প্রেম। প্রকাশ হবেই বা না কেন, তিনি যে ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন, প্রকাশ হবেই বা না কেন, তিনি যে ছিলেন মাহবুবে খোদা, তিনি যে

www.pathagar.com

ছিলেন মুক্তির নবী। প্রেম প্রস্ফুটিত তো হবেই, তিনি যে ছিলেন দয়ার নবী, করুণার ছবি। তাই তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছে প্রেম, প্রেম আর প্রেম। হাবীবে খোদার প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

"আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি হয়েছ কোমলমতি প্রেমময়, যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে তারা তোমার থেকে দূরে সরে যেত।

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৯)

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল সা. কে প্রেমময়ী বানিয়েছেন। ফলে তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে নির্ঝরিত হয়েছে প্রেমের ফল্গু ধারা। এ ধারা ছোঁয়া থেকে বাদ যায়নি তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ও পত্রাবলী। দুনিয়ার রাজা বাদশাদের ভাষণ পত্রাবলী হয় শাহী প্রতাপ, উদ্ধৃত-অহমিকায় ভরা, পক্ষান্তরে হাবীবে খোদা সা.-এর ভাষণ-পত্রাবলী অত্যন্ত সহজ সরল তবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রেমময় দরদ মিশ্রিত। আমরা এখানে তার কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

রাসূল কারিম সা. সর্বদা মৌখিকভাবে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. এদেরকে তালিম তরবিয়ত দিতেন, কিন্তু যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মুখে আসত তখন তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে ভাষণ পেশ করতেন। বিভিন্ন সময় তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান ভাষণ পেশ করেছেন, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিসীন ও মুফাস্সিরীনরা সে ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রাসূল কারিম সা.-এর প্রদত্ত ভাষণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, নবুয়তের তৃতীয় বছর মক্কার সাফা পাহাড়ে চড়ে সমবেত কুরাইশ গোত্রের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণ, হিজরতের পর মদীনাতে পৌঁছে সকল আনসার মুহাজিরদের সম্মুখে দেয়া ভাষণ, মক্কা বিজয়ের পর কাবাগৃহে প্রবেশ করে দেয়া ভাষণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভাষণ, বিদায় হজ্বের ভাষণ। এ সকল ভাষণ থেকে কিছু পেশ করছি।

সাফা পর্বতে প্রদত্ত ভাষণ

নবুয়তের তৃতীয় বছর বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। বিষয়টা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা. কে নির্দেশ দিলেন, "মুহাম্মাদ তুমি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু কর, আর মুশরিকদের থেকে হও বিমুখ।"

আল্লাহর হাবীব রাসূল সা. সে নির্দেশ পালন করলেন, এবং মক্কার সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রসমূহের নাম ধরে আহ্বান করতে লাগলেন। যখন সকল গোত্রের লোক একত্রিত হল তখন তিনি তাদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমি যদি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু বাহিনী ওঁত পেতে আছে অচিরেই তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে জবাব দিল, অবশ্যই আমরা তা বিশ্বাস করব। কারণ এ পর্যন্ত কোনদিন তুমি মিথ্যে বলনি। তারপর মহানবী সা. বললেন, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহ তায়ালার কঠিন শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ, অবশ্যই তোমাদের উপর নিপতিত হবে। কোন ব্যক্তি তার নিজের জাতির জন্য আমার চেয়ে উত্তম কোন উপহার আনে নাই। আমি তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। আল্লাহ তায়ালার হুকুম আমি যেন তোমাদের কে সে কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাই। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাছে আদৌ মিথ্যে বলব না। মহান সত্তার শপথ, আমি তোমাদের কাছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে আগমন করেছি। (দারুসুস্ সীরাত পৃষ্ঠা-১০ সীরাতে ইবনে হিশাম)

রাসূলে খোদা সা.-এর উল্লিখিত ভাষণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মানুষের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ প্রেম-ভালোবাসা ছিল। কারণ রাসূল সা. নিশ্চিত জানতেন তাঁর ভাবী বিজয়ের কথা, ইসলামের বিজয়ের কথা আর একজন ব্যক্তি যদি তার বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তাহলে তিনি তার প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে যা ইচ্ছে তা বলতে পারেন, কিন্তু রাসূল সা. তেমনটি করেননি, তাঁর ভাষণে কোন ধমক নেই, নেই কোন কঠিন ভাষা, বরং তিনি দরদভরা কণ্ঠে, অনুনয় বিনয়ের সুরে আহ্বান জানিয়েছেন সকলের ইহ পারলৌকিক সর্বোপরি কল্যাণের দিকে। অন্যান্য রাজা-বাদশা ও রাসূল কারিম সা.-এর ভাষণের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

মদিনায় পৌঁছার পর প্রথম ভাষণ

সীরাতে ইবনে হিশামের লেখক ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ইবনে হিশাম আল সুয়াফিরী র. বলেন, রাসূল কারিম সা. মদিনাতে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছেন তা আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান এর সূত্রে আমার কাছে পৌঁছে।

রাসূল সা. সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার পর বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা সর্বপ্রথম তোমাদের বাঁচার ব্যবস্থা কর। তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আল্লাহর শপথ তোমাদের কেউ অবশ্যই বজ্রপাতে মারা যাবে, তারপর তার বকরীগুলো এমনভাবে ছেড়ে দেবে যে তার কোন রাখল নেই, অতঃপর তাকে আল্লাহ বলবেন, এমন অবস্থায় যে তাদের জন্য কোন দুভাষী থাকবে না এবং থাকবেনা কোন আড়াল। তোমার কাছে কি আমার রাসূল যায় নি? তোমাকে কি আমি মাল দৌলত দিই নি? আর তা তুমি তোমার ইচ্ছেমত খরচ করনি? তাহলে

www.pathagar.com

কেন তুমি তোমার নিজের বাঁচার উপায় করনি? অতঃপর সে তার ডান বামে লক্ষ্য করে কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে তার পায়ের দিকে তাকানোর পর জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার নিজেকে এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে বাঁচায়। আর যার এ ক্ষমতাও নেই সে যেন ভালো কথার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করে, নিশ্চয় প্রত্যেক মঙ্গলময় কাজের প্রতিদান দেয়া হবে দশগুণ হতে সাতশত গুণের চেয়ে বেশি। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ৫০১ পৃঃ)

মানুষের প্রতি রাসূল সা.-এর ছিল আগাধ প্রেম-ভালোবাসা। তাই আলোচ্য ভাষণে তিনি আখেরাতের অবস্থা তুলে ধরে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তির হাত থেকে বাঁচার পন্থা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যে ভাষণের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরস্থায়ী আজাবের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা খুঁজে পায় তার চেয়ে মূল্যবান ভাষণ, মধুর ভাষণ, তার চেয়ে প্রেমের ভাষণ, দুনিয়াতে আর কোন ভাষণ হতে পারে?

রাসূলে খোদা সা. মদিনায় পৌঁছার পর আরেকটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার সংক্ষেপ দেয়া হলো-

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যার অন্তর জগৎ আল্লাহ্ তায়ালা সুসজ্জিত ও আলোক উদ্ভাসিত করেছেন, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে তোমরা ভালোবাস, আর সকলে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, আল্লাহর যিক্র ও কালামকে তোমরা ভুলে যেও না। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা যা প্রদান করেছেন তাতে হালাল হারাম রয়েছে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভালোবাসবে। ওয়াদা ভঙ্গকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড)

তিনি যেমন তাবৎ সৃষ্টিকে ভালোবাসেন তেমনিভাবে আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার জন্য তিনি আলোচ্য ভাষণে নির্দেশ দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের পর কাবা প্রাঙ্গণে ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল করিম সা. প্রথমে কাবাগৃহে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করেন, এবং উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করেন, তারপর কাবার দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার পর বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আজ তোমাদের জাহিলিয়্যাতের গর্ব এবং পূর্বপুরুষের বড়ত্ব আল্লাহ তায়ালা খতম করে দিলেন, তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম হলো মাটির তৈরী। অতঃপর হুজুর সা. উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করেন, হে কুরাইশ সম্পদ্রায় আমি তোমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করব বলে তোমাদের মনে হয়? সকলে বললো অবশ্যই আপনি

www.pathagar.com

আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। কারণ আপনি নিজে দয়াপ্রবণ মানুষের সন্তান। এ জন্য আমরা ভালোর আশা করি। হুজুর সা. বললেন, আমি তোমাদের সে কথা বলি যা হযরত ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের কে বলেছিলেন, "তোমাদের প্রতি আজ কোন অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত।

প্রিয় পাঠক বিজয়ের উল্লাসে যেখানে মানুষ উন্মাদ হয়ে শত্রুর প্রতিশোধ নেয়ার নেশায় মতে উঠে সেখানে পেয়ারা হাবীব যাদের দ্বারা হলেন নির্যাতিত নিপীড়িত-দেশান্তরিত তাদেরকে নির্দ্বিধায় কেবল ক্ষমাই করলেন না বরং মধুর ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, তোমরা একে অপরের দুশমন নও, তোমরা একে অপরের ভাই। সুতরাং প্রতিশোধ আর দুশমনির মাধ্যমে নয় বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে তোমরা এ ধারাতলে রচনা কর স্বর্গ। এটাই হলো মানুষের প্রতি রাসূলের প্রেম, এই তো রাসূলের প্রেমের ভাষণ।

বিদায় হজ্বের ভাষণ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ ধরা বুকে যত ভাষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হবে এর মাঝে রাসূল করিম সা. প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত, বিশ্ব মানবতার এমন কোন দিক নেই যার ছোঁয়া ঐ অমূল্য ভাষণে লাগেনি।

জুমার দিন, ৯ জিলহজ্ব ১০ হিজরি। হজ্ব ফরজ হওয়ার পর নবী করিম সা. তাঁর জীবনের একমাত্র হজ্ব পালন কালে আরাফার মরুপ্রান্তরে লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে এ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ অমূল্য ভাষণ বিদায় হজ্বের ভাষণ হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। ইন্তেকালের কিছু পূর্বে তিনি এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন মনে হচ্ছিল কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যৎ বিশ্বের সকল সৃষ্টির যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মূলনীতিকে সামনে রেখে তিনি জীবনের শেষ অসিয়ত হিসেবে গোটা মানব জাতির জন্য পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে মহামূল্যবান ভাষণ পেশ করেছিলেন। তার কার্যকারিতা চিরদিন এ পৃথিবীতে বহাল থাকবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি রাসূল সা.-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে তিনি সময় সময় চিঠিপত্র প্রেরণ করেছেন, এসব পত্র হাদিস, তাফসীর, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব পত্রের সংখ্যা শতাধিক। তবে সন্ধানী গবেষকদের দ্বারা এ নাগাদ চারখানা মূল পত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যা লেখা হয়েছিল তদানীন্তন হাবশার (বর্তমান ইথিওপিয়া) অধিপতি আসহামানাজ্জাশী ইরানের সম্রাট খসরু পারভেজ, বাহ্‌রাইনের যুবরাজ মুনয়ের ও মিসরের শাসক মকাও দিসকে লক্ষ্য করে।

www.pathagar.com

পত্রগুলো যেহেতু স্বয়ং নবী কারিম সা.-এর নির্দেশে তারই পবিত্র মুখনিঃসৃত বক্তব্য ও পত্রাপত্রে তিনি নিজ হাতে মোহরাঙ্কিত করে আপন তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেছিলেন, এ জন্য হাদিস ও সীরাত শাস্ত্রের অমূল্য রত্ন হয়ে এগুলো আজও জ্বলজ্বল করছে।

হুজুর সা. কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র, বিভিন্ন গোত্রের লোকদের প্রতি প্রেরিত বিশেষ ফরমান, নিরাপত্তাপত্র এগুলোকে সীরাত শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় 'আল ওয়াসায়েক'। এসবের মোট সংখ্যা তিন শতাধিক। সম্প্রতিকালের একজন গবেষক ডঃ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্ "আল ওয়াসায়েকুস সিয়াসিয়্যাহ্" নামে এসব দলিলপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন, সেগুলোর অনুলিপি ও অনুবাদ এ পর্যন্ত বহু ভাষায় হয়েছে। উপমহাদেশে উর্দু ভাষায় অনূদিত পবিত্র পত্রাবলীর সংকলন করেন আবদুল মুনায়েম খান, মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভী, মাওলানা সৈয়দ মাহবুব রেজভী।

১. প্রথমপত্র, হাবশা অধিপতি নাজ্জাশীর নামে লিখিত আধুনিক বিশ্ব মানচিত্রে প্রাচীন হাবশা বা আবিসিনিয়া ইথিওপিয়া নামে অভিহিত করা হয়। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের অপর পাড়ে এর অবস্থান। পূর্ব আফ্রিকার এ দেশটির আয়তন প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল। হাবশী ভাষায় সম্রাটকে নাজুস বলা হয়। নাজ্জাশী আরবী ভাষায় নাজুস শব্দেরই অপভ্রংশ। হুজুর সা. যার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার নাম ছিল "আসহামা।"

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রথম যুগে হযরত সাহাবায়ে কেরামের দুএকটা দল হাবশায় হিজরত করেছিল প্রথম দল হিজরত করার এক বছর পর দ্বিতীয় দল হিজরত করেছিল। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী রা.-এর বড় ভাই হযরত জাফর তাইয়্যার রা.। তাঁর হাতেই রাসূল সা. নাজ্জাশীর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত এটাই দীনের দাওয়াত সম্বলিত রাসূল সা.-এর প্রথম পত্র। পত্রটি ছিল এরকম-

পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে-

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হাবশা অধিপতি নাজ্জাশীর নামে এ পত্র। আমি সে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র শাসক, তিনি পবিত্র। নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদানকারী। আমি সাক্ষ্য দিই যে, ঈসা আ. ইবনে মরিয়ম আল্লাহর পক্ষ হতে আগত পবিত্র আত্মা ও একটি কালেমা, যা সর্ব প্রকার কলুষ-কালিমা মুক্ত মরিয়মের উদরে স্থাপন করা হয়েছিল আর ঈসা আ. মরিয়মের সে পুত্র গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা আ. কে তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেমনিভাবে সর্বপ্রথম হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করেছিলেন।

আমি আপনাকে সেই এক মাবুদের প্রতি আহ্বান করছি যাঁর কোন শরিক হতে পারে না। এ সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন। আল্লাহ তায়ালা আনুগত্য করার ক্ষেত্রে আমাকে অনুসরণ করুন। কেননা আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল। আপনার প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েই আপনার কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি। আমার এ শুভেচ্ছা প্রণোদিত উপদেশ গ্রহণ করা আপনার ইচ্ছাধীন।

আমি আমার চাচাতো ভাই জাফরকে কয়েকজন মুসলমানসহ আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। এরা যখন আপনার কাছে পৌঁছবে তখন রাজকীয় অহমিকা ত্যাগ করে তাদের সাথে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করুন।

যে ব্যক্তি সত্য পথ অবলম্বন করবে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

(সীলমোহর)

(তাবারী ৩য় খণ্ড)

সীরাতে হালারিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, নাজ্জাশীর দরবারে পত্রটি যখন পাঠ করে শোনানো হয় তখন বাদশা গভীরভাবে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। পত্রের প্রতিটি শব্দ যেন তার মনের পর্দার এক একটি গ্রন্থি খুলে দিচ্ছিল। পাঠ শেষে তিনি পত্রে চুমু খেয়েছিলেন। পরে তিনি হযরত জাফর রা. হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ পত্রের জবাবে রাসূল (সাঃ-এর কাছে পত্র লেখেন।

রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্র

হিজরি দ্বিতীয় সন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতে আসেন তখন রাসূল কারিম সা. তার কাছে হযরত দাহ্য়িয়া কালবী রা.-এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি পাতলা চামড়ার উপর নয়টি ছত্রে লিপিবদ্ধ ছিল। যার সংক্ষেপ এই রকম-

পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের তরফ থেকে এ পত্র রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত। সত্য অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। যদি শান্তি চান তবে ইসলাম গ্রহণ করুন। যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহলে

www.pathagar.com

আপনার অধীন সকল জনগণের পথভ্রষ্টতার দায়েও আপনি দায়ী হবেন। যদি এ শাশ্বত সত্য গ্রহণ করতে আপনার মনে কোন দ্বিধা থাকে তবে শুনে রাখুন আপনি অভিশপ্ত হবেন। আমি এক অদ্বিতীয় উপাস্যের প্রতিই একান্তভাবে বিশ্বাস রাখি।

রাসূল সা.-এর পত্রখানা হিজরি সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনের খ্রিস্টান শাসকগণের মোহাফেজ খানায় সংরক্ষিত ছিল বলে সপ্তশতকের প্রখ্যাত হাদিস তত্ত্ববিদ আল্লামা সুহায়লী র. মত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, হিরাক্লিয়াস রাসূল সা.-এর পত্র পাওয়ার পর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাদের চাপে মুসলমান হননি, এটাই গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ অভিমত।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে পত্র

খ্রিস্টীয় ৬২৮ সনে প্রিয় নবীজী সা. সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী রা. কে দূত নিযুক্ত করে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে পত্রখানা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। পত্রের বক্তব্য ছিল এরকম-

পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হতে পারস্য অধিপতির প্রতি। যে ব্যক্তি সত্য পথের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতি সালাম।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক অদ্বিতীয় সত্তা মহান আল্লাহ্ তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি ছাড়া অন্য কিছু উপাস্য হতে পারে না। আমি সে মহান সত্তার বান্দা ও রাসূল। ইসলাম কবুল করে নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অস্বীকৃত হন তাহলে তাবৎ অগ্নি পূজকদের পাপের বোঝাও আপনাকেই বহন করতে হবে।

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

সম্রাট দাম্ভিকতা বশীভূত হয়ে হযরত আবদুল্লাহর হাত থেকে পত্রটি নিয়ে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেললেন, আর উপঢৌকন জুটল দূতের ভাগ্যে এক টুকরি মাটি। হযরত আবদুল্লাহ্ মাটির টুকরিসহ রাসূল সা.-এর দরবারে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূল সা. বলেছিলেন, সে যেমন আমার পত্র টুকরো টুকরো করেছে ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ্ তার রাজ্যকে টুকরো করে দিবেন। (বুখারী শরীফ)

সে তো নিজেই তার রাজ্যের মাটি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তাই তোমরা তার রাজ্যের অধিকারী হবে। (তাবারী ৩য় খণ্ড।)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, রাসূল সা.-এর বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল আর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. এর সময় পারস্য রাজ্য মুসলমানদের অধীনে এসেছিল।

মুসলিম মুজাহিদরা পারস্য জয় করার পর সে অমূল্য পত্রটি মুসলমাদের হাতে আসে। অতি সম্প্রতি (১৯৬৩ খ্রিঃ) লেবাননের রাজধানী বৈরুতে সেই ছিন্ন পত্রখানা একটি সংগ্রহশালা হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। হালকা মেটে বর্ণের মসৃণ চামড়ার উপর লেখা পনেরটি ছত্র বিশিষ্ট এ পত্রখানার ছিন্ন অংশটুকু সবুজ বর্ণের কাপড় দ্বারা জুড়ে রাখা হয়েছে। (আল-বালাগ, করাচী, মে ১৯৬৮ খ্রিঃ)

৪. মিসরের শাসনকর্তা মকাওকিসের প্রতি প্রেরিত পত্র

হযরত নবী কারিম সা.-এর যুগে মিসরে রোম সম্রাটের প্রশাসক রূপে নিয়োজিত ছিলেন মকাওকিস নামে এক খ্রিস্টান পণ্ডিত। নবী কারিম সা. হাতেব ইবনে আবীবালতায়া নামক সাহাবীকে পত্রের মাধ্যমে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে পত্রের ভাষা ছিল হিরাক্লিয়াসের পত্রের মতই।

হিজরি অষ্ট শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-মাকদেসী, ওয়াদার সূত্রে বলেছেন মকাওসিকের কাছে লেখা পত্রের হস্তাক্ষর ছিল হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর। এ পত্রখানা বর্তমানে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি জাদুঘরে তাবার্‌রুকাতে মুকাদ্দাসার সংগ্রহ রাজির মাঝে রয়েছে।

বাহরাইনের শাসক মুনযের ইবনে সাওয়াকে লিখিত পত্র

রাসূল কারিম সা. হযরত আলী হাযরামী রা. কে বাহরাইনের শাসক মুনযের ইবনে সাওয়ার কাছে প্রেরণ করলে তিনি আলা হাযরামী রা. এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল সা.-এর কাছে একটা পত্র লিখে পাঠান। রাসূল কারিম সা. তার জবাবে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড)

এ পত্রটিও ইস্তাম্বুলস্থ তোপকাপি জাদুঘরে তাবাররুকাতে মুকাদ্দাসার সাথে সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানা যায়।

রাসূলে খোদা সা.-এর প্রতিটি ভাষণ ও পত্রাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যেমনি ভাবে তা তাৎপর্যপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে তাতে রয়েছে প্রেমের ছোঁয়া। যে প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। ফলে অতি দ্রুত দীনের প্রচার প্রসার ঘটেছিল, এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা.

www.pathagar.com

রাসূল সা. নিজের জীবনের চেয়ে হাজার শত গুণ বেশি মহব্বত করতেন। আর হুজুর সা.-এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বস্তুকে তাঁরা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করতেন। যার ভুরি ভুরি নজির রয়েছে, এখানে তার দুএকটা পেশ করছি।

একদা হুজুর সা. শিঙ্গা লাগানোর পর যে রক্ত বের হয়েছিল তা ফেলে দেয়ার জন্য হযরত সা. দিয়েছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রাঃ)-কে। তিনি তা ফেলে না দিয়ে পান করে ফেলেন। পরে রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন তা তিনি পান করে ফেলেছেন। তখন রাসূল সা. বলেছিলেন যার পেটে আমার রক্ত যাবে তার জন্য জাহান্নাম হারাম। এমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে হুজুর সা.-এর দাঁত মুবারক শহীদ হলে যে রক্ত বের হয়েছিল তা পান করেছিলেন হযরত আবু সাইদ খুদরী পিতা মালেক রা.। তাঁকে হুজুর সা. সুসংবাদ জানিয়েছিলেন। এমনিভাবে এক সাহাবী হুজুর সা.-এর মূত্র পান করেছিলেন। এমনিভাবে হুজুর সা.-এর অজুর পরিত্যক্ত পানি ও থু থু মুবারক, কেশ মুবারক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাহাবীদের মাঝে প্রতিযোগিতা হতো। রাসূল সা. কোন কিছু হাতে আসলে সে সাহাবী নিজেকে চির ধন্য মনে করতেন। একেই বলে প্রেম, যে প্রেমের নজির পেশ করতে পৃথিবী কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষম।

আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং মারামারি, হানাহানি, জুলুম-নির্যাতন ও সন্ত্রাসকবলিত এ ধরাকে শান্তির সাথে বাসোপযোগী করতে হলে বড় প্রয়োজন রাসূল সা.-এর প্রেমের নীতি অনুসরণ করা। আজও যদি রাসূল সা.-এর প্রেমের ভাষণ প্রেমের পত্রাবলীর অনুসরণ করা হয় তাহলে অবশ্যই এ অশান্ত পৃথিবী স্বর্গের ছোঁয়ায় ভরে উঠতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রাসূল সা.-এর প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

www.pathagar.com

হাসুনাত
জামিউ
খিসালিহি

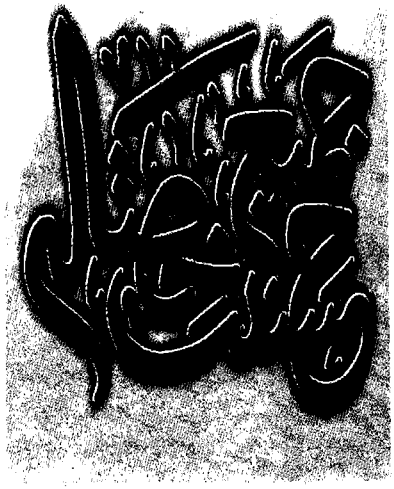

যাঁর আচার
ব্যবহার ছিল
সৌন্দর্যে ভরপুর।

কা ম রু ল হা সা ন

বিদায় হজ্বের ভাষণে মানবতার জয়

পৃথিবীতে প্রথম মানুষ পাঠিয়ে মহান স্রষ্টা তার পথনির্দেশিকাও প্রদান করেছিলেন। হযরত আদম তাঁর বংশধরদের স্রষ্টা নির্দেশিত পথে চলবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে নানা বিভ্রান্তির জালে পা দিয়ে আদম সন্তান সত্য ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়। ধর্মাচার ও জীবনযাপনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপবিশ্বাস, কুসংস্কার অন্যায়-অবিচারে প্রবিষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবন থেকে সুখ-স্বস্তি স্থিরতার বিলুপ্তি ঘটে।

বিভ্রান্ত মানব জাতিকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনতে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সকলেরই ছিল বিশেষ জ্ঞান ও মানুষের প্রতি মহামানবোচিত বিশেষ ভালোবাসা। আল্লাহর প্রেরিত সে সব পথপ্রদর্শক মহামানবগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ সা.। স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশিত দ্বীনের পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে তাঁর আগমন ঘটেছিল এই পৃথিবীতে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি তো তোমাকে বিশ্বমানবের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।" দয়া, প্রেম ও করুণায় মহানবী সা. ছিলেন

www.pathagar.com

অতুলনীয়। ধর্ম-গোত্র শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ তাঁর প্রেম, ক্ষমা ও করুণার ধারায় সিক্ত হয়েছে। এমন কি শত্রুরাও তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি। যারা তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে, গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে ময়লা-আবর্জনা, সেই কপট শত্রুকেও তিনি ঘৃণার চোখে দেখেন নি।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় আদম সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। মানুষের মূর্খতা, কুসংস্কার, নৈরাজ্য, জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যাভিচার ইত্যাদি তাঁকে দারুণভাবে ব্যথিত করত। পাপী কিংবা পাপের শিকার, বঞ্চিত বা ভ্রষ্ট, প্রবঞ্চক, কারো প্রতি মহানবীর সহানুভূতির সীমা ছিল না। তিনি কেবলই ভাবতেন এ অপকর্ম ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে কিভাবে মুক্ত করবেন।

নবুয়ত লাভের পর মহানবী যে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক ও শঙ্কিত থেকেছেন, তা হল স্রষ্টার প্রেরিত বাণী তিনি যথার্থরূপে মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন কিনা। বিশ্বের মানুষের কাছে তাঁর যে দায়বদ্ধতা ছিল, সে সব বিষয় স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহানবী জীবনের সর্বশেষ হজ্বের পূর্বে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার মানুষের সামনে এ বক্তৃতা প্রদান করেন। তবে এ ভাষণ মানব জাতির প্রতি তার কেবল দায়িত্ববোধই নয়, তা মানবপ্রেমের এক নির্ভুল স্মারক।

মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁর কাছে সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং সত্যপথে পরিচালিত করার আবেদনের মাধ্যমে বিদায় হজ্বের ভাষণের সূচনা হয়। মহানবী হয়ত উপলব্ধি করেছিলেন ১০ হিজরির হজ্বই তাঁর সর্বশেষ হজ্ব। তাই সেদিনের ভাষণের গুরুত্ব শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেন।

এরপর তিনি ঘোষণা করলেন, 'হে মানব! তোমাদের রব এক, তোমাদের আদি পুরুষ এক, তোমরা সকলে আদম সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মোত্তাকী যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত, তাকওয়া ব্যতীত কোন অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুসংস্কার আমার পদতলে তিরোহিত, সমস্ত নিদর্শন ও অহঙ্কারের বস্তু খতম করা হল।'

এই বক্তব্যের মধ্যে লুকানো আছে মানব কল্যাণের এ গূঢ়তত্ত্ব। মহানবীর পৃথিবীতে আগমনকালে মানব জাতির বেশির ভাগ কুসংস্কার ও মিথ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা আ. সহ নবী রাসূলদের প্রচারিত দ্বীন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে মানুষ। অনেকেই তখন মাটি বা পাথরের কাল্পনিক দেবদেবী, অগ্নি-সূর্য প্রভৃতির আরাধনায় মত্ত। কেউ বা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে ঘোর নাস্তিকে পরিণত। বিশেষত আরব সমাজের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। তাদের এই দুর্দশা মুহাম্মাদ সা. কে ব্যথিত করত। দীর্ঘ সাধনার পর স্রষ্টার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা পেয়ে তার মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ফেরাতে প্রয়াসী হন। বিদায় হজ্বের ভাষণে মানুষকে বিভ্রান্তির পথ থেকে মুক্ত করতে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন পৃথিবীতে সকল মানুষের জন্ম আদি মানব

www.pathagar.com

আদমের মাধ্যমে, যে আদম মাটি দ্বারা সৃষ্ট। তাই মাণুষের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া কেই যেমন উপাস্য হতে পারে না, একই ভাবে মানুষে-মানুষে সাদাকালো বর্ণ-গোত্র সম্প্রদায় ভেদে বৈষম্যের কোনো ভিত্তি নেই।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে তোমাদের অধীনস্ত করা হয়েছে।' বিদায় হজ্বে মহানবীর ভাষণে সেই বাণীর প্রতিফলন বিদ্যমান। এখানে সকল কুসংস্কারের অবসান ঘোষণার ফলে মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটে। নানা দেবদেবীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয় তারা, সূচিত হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

ভাগ্যবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের প্রতি মহানবী ছিলেন অধিক সহানুভূতিশীল। সুদ ব্যবস্থা দরিদ্র মানুষের বঞ্চনার অন্যতম কারণ, এটি ধনী গরিবের ব্যবধান টিকিয়ে রাখা বা বৃদ্ধি করার এক মোক্ষম অস্ত্র। ইসলামের শিক্ষা হল যার অতিরিক্ত আছে, সে দেবে যার একেবারে নেই তাকে। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী বলেন, 'আজ থেকে সকল প্রকার সুদ অবৈধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে; যাতে তোমরা অত্যাচার করতে না পার, এবং তোমরাও যাতে অত্যাচারিত না হও।' সুদ রহিত করায় মজুতদারী অনুৎসাহিত হয়। মজুতদারী, মুনাফাখোরী নির্মূল হলে সমাজে গুটি কতক মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে পারে না। নিরন্ন নিবৃত্ত মানুষও যাতে সমাজের সম্পদের সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই নিশ্চয়তা দিতেই এই ব্যবস্থা।

অসীম ক্ষমা মহানবীর চরিত্রের অন্যতম সুন্দর দিক। মানুষের অন্তরকে কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত করতে ক্ষমার তুলনা নেই। বিদায় হজ্বের ভাষণে মুহাম্মাদ সা. মানবপ্রেমের অনন্য স্বাক্ষর রেখে ক্ষমাকে প্রণোদিত করেন। মানুষকে ক্ষমা করতে এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব মুছে ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'অন্ধকার যুগের অনুশীলিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধ হল।' আর প্রথমে তিনি রাবীআ ইবনে হারিসের দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ ক্ষমা করে দেন।

মানবতাকে উন্নততর করতে হলে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা আবশ্যক। রাসূল সা. জানান, আরব উপদ্বীপে শয়তান আর পূজা পাবে না। মূর্তিপূজা অগ্নিপূজা সেখান থেকে তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু শয়তার তার অপপ্রয়াস থেকে নিষ্ক্রিয় হয়নি। সে মানুষের ঈমান ও পারস্পরিক ঐক্যে আঘাত হানতে প্রস্তুত। তাই দ্বীন ও মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট সতর্ক ও আন্তরিক থাকতে হবে।

নারী জাতিকে মহানবী অত্যন্ত মর্যাদা, সম্ভ্রম ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতেন। তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি সীমাহীন নিষ্ঠুরতা তাকে পীড়া দিত। নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে মহানবীর প্রচারিত বাণী তথা ইসলাম বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। বিদায় হজ্বের ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে মহানবী বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের

www.pathagar.com

ওপর তাদেরও তেমন অধিকার আছে।' তিনি আরও ঘোষণা করেন, 'নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং নিজেরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারে না। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।'

নারীকে যখন কেবল ভোগ্য সামগ্রী ও সকল পাপের আধার মনে করা হত, নারীর মধ্যে আত্মা আছে কিনা, সমগ্র ইউরোপ এরকম উদ্ভট গবেষণায় ব্যস্ত ছিল, তখন মুহাম্মাদ সা.-এর কণ্ঠে ঘোষিত হয় নারী মুক্তির বাণী। বর্তমান বিশ্বে নারী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস পালন, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাতে সমাজে নারীর নিরাপত্তা ক্রমে কমছে বৈ বাড়ছে না। নানা মন ভুলানো বক্তব্যের আড়ালে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করেছে। অথচ মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করে যদি ইসলাম নির্দেশিত নারীর কর্তব্য, অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়, নারী-পুরুষ যৌথভাবে এক শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ নিষ্কলুষ সমাজ গঠন করা সম্ভব হতো।

বিদায় হজ্বের ভাষণে ক্রীতদাসদের সম্পর্কে মহানবীর বাণী অকৃত্রিম মানব-প্রেমের এক অনন্য নিদর্শন। সেদিন তিনি বলেন, 'আর তোমাদের দাসগণ! তোমরা যে আহার্য গ্রহণ কর, তাদেরকেও সেই খাদ্য প্রদান করবে; আর তোমরা যে বস্ত্র পরিধান কর তাদেরকেও সেই বস্ত্র পরিধান করতে দিবে। যদি তোমাদের কোন দাস এমন দোষ করে থাকে যা তোমরা ক্ষমা করতে পারছনা, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর। তারা প্রভুর দাস এবং রূঢ় আচরণের যোগ্য নয়।

ক্রীতদাসদের প্রতি রাসূল সা.-এর উদার মানবিক আচরণ ও বাণী তৎকালীন সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনে। ইসলামে যে বঞ্চনার সুযোগ নেই বরং তা সাম্য সমঅধিকার তথা মানবতার ধর্ম রাসূল সা.-এর উক্ত বাণীই তার প্রমাণ। পৌত্তলিক সমাজের শৃঙ্খলে বন্দী ক্রীতদাস শ্রেণী মহানবীর এই অভূতপূর্ব মানবপ্রেমে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মহানবী সা. কে আল্লাহ কেন পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। বিদায় হজ্বের বাণীর মাধ্যমে তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়। যারা সমাবেশে অনুপস্থিত এবং অনাগত যুগের মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ জানান। যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা মানুষের জন্য যেসব নিদর্শন ও নির্দেশাবলী প্রেরণ করেছেন বিদায় হজ্বের ভাষণ তার পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে। তবে মহানবীর এ বক্তব্য আন্তরিকতা শূন্য নিছক দায়িত্ব পালন কিংবা নিরাবেগ ফরমান নয় বরং তা মানবপ্রেমের আবেগে সঞ্জীবিত প্রেরণামূলক অসাধারণ কালতিক্রমী বাণী সমষ্টি।

www.pathagar.com

সাল্লু
আলাইহি
ওয়া আলিহি

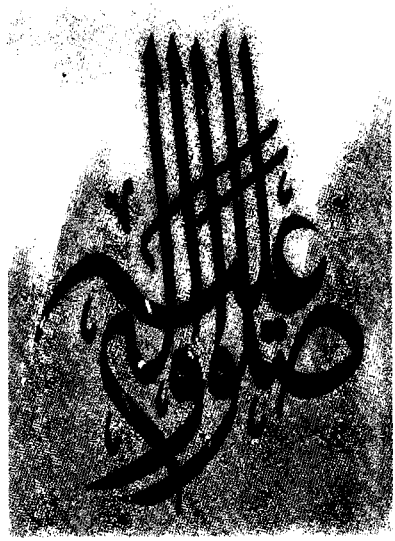

তাঁর বংশধরের প্রতি
বর্ষিত হোক সালাম

মা ও লা না লি য়া ক ত আ মি নী

প্রেমের নবী প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদ সা.

"তোমাদের ভেতর সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর কাছে শ্রেষ্ঠ। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।"- ইবনে মাজা

আদিতে আহাদ, আর অন্তেও আহমাদ। আদি আহাদ প্রেমের কারণেই সৃষ্টি করলেন মানুষসহ কুল মাখলুকাত। আর আহাদ অন্তে আহমাদ হয়ে প্রেম খেলায় মেতে উঠলেন দীর্ঘ তেষট্টি বছর। আবার সেই আহমাদের প্রেমে পড়লেন আহাদ। তখন আহমাদ হয়ে গেলেন- মুহাম্মাদ সা.। তাই আহমাদ গুহায় নির্জনতায়, যুদ্ধে সন্ধিতে, অর্থনীতি-রাজনীতিতে ও নবুয়ত-রিসালাতে হয়ে উঠেন প্রেমিক মুহাম্মাদ সা.। তিনি ঘর-সংসার ও দাম্পত্য জীবনেও প্রেমের কারণেই হয়ে গেলেন প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.। ইউসুফ-জুলেখা। লাইলী-মজুন ও শিরি-ফরহাদের প্রেম কাহিনী পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছে। অথচ এরা সবাই কোন না কোনভাবে প্রেমে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছে। অন্য দিকে মুহাম্মাদ সা. খাদিজার প্রেম কাহিনী সিরাত গ্রন্থগুলোতে চাপা পড়ায় অবহেলিত হয়ে আছে। অথচ তাঁরা ছিলেন সফল প্রেম জুটি। খাদিজার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক থেকেই তাদের প্রেমের শুরু। অবশ্য খাদিজাই প্রথম মুহাম্মাদের সা. প্রেমে পড়েছিলেন। তখন মুহাম্মাদ সা. পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক, আর হযরত খাদিজা চল্লিশের ঘরে।

পঁচিশ ও চল্লিশ বছরের প্রেম জুটির বিজয় হল, শুরু হল তাঁদের সুখের দাম্পত্য জীবন। দীর্ঘ তেইশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোনদিনও তাঁদের মুখ কালো হয়নি। দু'জনই ছিলেন প্রেম ডিঙ্গির প্রেমের মাঝি। আর যে বছর হযরত খাদিজা রা. ইন্তে কাল করেন, সেই বছরকে মুহাম্মাদ সা. 'শোক বছর' ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি হযরত খাদিজাকে ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি হযরত খাদিজার ভালবাসা। মুহাম্মাদ সা. ও হযরত খাদিজা রা. ছিলেন প্রেমের এক জোড়া শালিক। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি হযরত খাদিজা রা. কে ইর্ষা করতাম, অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি তেমনটি করতাম না। কিন্তু নবী করিম সা. তাঁকেই বেশি স্মরণ করতেন এবং তাঁর বিষয়ে অধিক আলোচনা করতেন। রাসূল সা. কখনো কখনো খাদিজার স্মরণে বকরি জবাই করে পুরো মাংস তাঁর বান্ধবীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। তাই কখনো আমি কটাক্ষ করে বলতাম 'মনে হয় যেন পৃথিবীতে খাদিজা ছাড়া আর কোন নারী জন্ম নেয়নি?' উত্তরে রাসূল সা. আবার হযরত খাদিজার রা. প্রশংসা আরম্ভ করতেন। তিনি বলতেন- 'খাদিজা এমন ছিল, তেমন ছিল। তাঁর থেকে আমার সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছিল।"-বুখারী শরীফ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সা. বয়স তখন তিপ্পান্ন। তাঁর ঘর হয়ে গেলো খাদিজা রা. শূন্য। পরবর্তী দশ বছরে অন্য স্ত্রীদের বিয়ে করেন- ইসলাম রক্ষা ও মানবিক কারণে। হযরত আয়েশা, উম্মে সালামা, হাফসা প্রমুখ নারী যখন ঘরনী হয়ে রাসূল সা. কাছে আসলেন, তখনও প্রেমিক মুহাম্মাদের সা. প্রেমে একটুও ভাটা পড়েনি। শাসন বা কঠোরতায় নয় প্রেম দিয়েই জয় করলেন তাঁদের প্রেমিক হৃদয়। বাসর ঘর থেকেই খুলে বসলেন তিনি প্রেমের মেলা। সালাম দেয়া কে মুহাম্মাদ সা. করে নিলেন প্রেমের প্রথম সোপান। হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিতে তার প্রমাণ মেলে।

তিনি বলেন, "নবী করিম সা. তাকে বিয়ে করার পর বাসর রাতে ঘরে প্রবেশ করেই সালাম বিনিময় করেছিলেন।"- আখলাকুন নবী সা.

www.pathagar.com

পরশ পাথরের ছোঁয়ায় যেমন সোনা হয়। তেমনি খোদার এক রহস্য নারীর পরশে মন বাগানে ফুটে উঠে প্রেমের ফুল। পুরুষ ফিরে পায় তাঁর সতেজতা। তাই রাসূল সা. 'কুরআন' নামক প্রেম পত্রটিও প্রেম রিহালে হেলান দিয়ে কখনো কখনো পাঠ করতেন। আর সেই প্রেম রিহাল ছিল স্ত্রীর উরু। এ প্রসঙ্গে মাদারিজুন নবুয়ত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- "রাসূল সা. অনেক সময় হযরত আয়েশার রা. উরুতে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।"

আর আহাদের মিলনে আহমাদ আরো এক ধাপ এগিয়ে। আহাদ আহমাদের মিলন সেতু হচ্ছে সালাত। তাই প্রেমিক মুহাম্মাদ যখন সালাতে যেতেন, তার আগে হতেন- প্রেমিক স্বামী।

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত "নবী করিম সা. তাঁর স্ত্রীদের কোন একজনকে চুমু খেলেন। তারপর নামাজ পড়তে গেলেন। কিন্তু অজু করেননি। উরওয়া বলেন আমি হযরত আয়েশাকে রা. জিজ্ঞেস করলাম 'সেই স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে?' তখন তিনি হেসে ফেললেন? -সুনানে আবু দাউদ।

মান অভিমানে প্রেম ভাঙে না, প্রেম বন্ধনকে শক্তিশালী করে আরো। প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদের দাম্পত্য জীবনেও ছিল মান-অভিমান। একজন প্রেমিক স্বামীকে হতে হয় একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী। প্রিয়তমার অভিমান জীবন ভর বুঝতে হয় স্বামীকে। স্ত্রীদের মান-অভিমানকে রাসূল সা. কত সহজভাবে নিতেন, তার দৃষ্টান্ত মেলে এই হাদিস টিতে।

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, "একবার রাসূল সা. আমাকে বললেন- কোন সময় তুমি আমার প্রতি উৎফুল্ল থাক, আবার কখনো ভারাক্রান্ত আর তা আমি বুঝতে পারি। জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কি করে বুঝেন? রাসূল সা. উত্তর করলেন, উৎফুল্ল অবস্থায় কথা বলার সময় তুমি শপথ করে বলে থাক- 'মুহাম্মাদের সা. প্রভুর শপথ।' আর ভারাক্রান্ত অবস্থায় বলে থাক- ইব্রাহিমের আ. প্রভুর শপথ।' আমি বিনীত হয়ে বললাম এ কথা সত্য। তবে হে আল্লাহ'র রাসূল সা.। আল্লাহ'র শপথ, অভিমান করেই শপথে আপনার নাম বাদ দিয়ে থাকি।'-বুখারী শরীফ

প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদের সা. জীবন সঙ্গিনীদেরও প্রেম ছিল পবিত্রতায় ভরা। হযরত সাওদা রা. বর্ণিত হাদিসে প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদের সা. প্রেমিক পত্নীর সন্ধান মেলে।

www.pathagar.com

হযরত সাওদা রা. মাঝে মাঝে এমন রসিকতা করতেন যে, রাসূল সা. না হেসে পারতেন না। একবার হযরত সাওদা রা. রাসূল সা. কে বললেন, "কাল রাতে আমি আপনার সঙ্গে নামাজ পড়ছিলাম। আপনি রুকুতে এত দেরি করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল আমর নাক ফেটে রক্ত ঝরবে। তাই আমি অনেক সময় পর্যন্ত নাক টিপে ধরে রেখে ছিলাম। তাবাকাত ই ইবনে সায়াদ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সা. একাধিক স্ত্রী ছিল সত্য, কিন্তু স্বামী মুহাম্মাদ স্ত্রীদের ভেতর প্রেম বন্টনে কখনো বৈষম্য করেননি। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। একেক স্ত্রীর কাছে তাঁর প্রেম বিনিময়ের পদ্ধতি ছিল একেক রকম। প্রেমের বহিপ্রকাশ ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রেম শিল্প রূপে। বৈষম্যহীন প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদের চরিত্র ফুটে উঠে এই হাদিসটিতে। প্রতিদিন আসরের নামাজের পর নবী করিম সা. পর্যায়ক্রমে সকল স্ত্রীর ঘরে যেতেন। তিনি তাদের খোঁজ খবর নিতেন।-বুখারী শরীফ

তাই সুখী দাম্পত্যের জন্য প্রয়োজন প্রেমের নবী প্রেমিক স্বামী মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসরণ। পরিশেষে রাসূল সা. এই হাদিসটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "কোন মুমিন যেন স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ না রাখে। কারণ, স্ত্রীর একটি আচরণ অসন্তোষজনক হলেও অন্যটি হবে সন্তোষজনক।" মুসলিম শরীফ

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
ওয়াল্লাযিনা মাআহু
আশিদ্দাউ আলাল
কুফ্ফারি রুহামাউ
বাইনাহুম

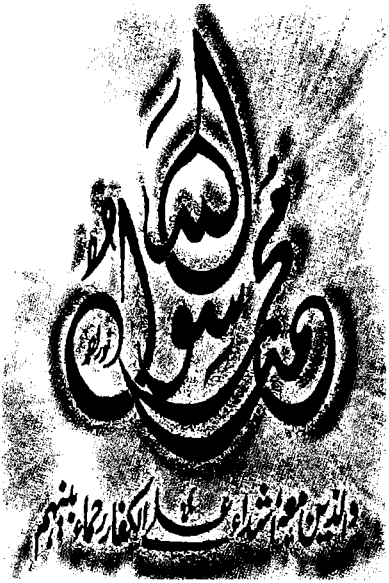

মুহাম্মদ আল্লাহর
রাসূল এবং তাঁর
সহচরগণ
কাফেরদের
প্রতি কঠোর,
তাঁরা পরস্পর
সহানুভূতিশীল,

শেখ মাহফুজুল বাশার

বিখ্যাত সাহাবীদের রাসূল প্রেম

আল্লাহকে পেতে হলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. কে ভালোবাসতে হবে। এটাই প্রধান শর্ত। রাসূল খুশি হলে আল্লাহ খুশি। রাসূল অখুশি হলে আল্লাহ অখুশি। তাই রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত রাখা ঈমানের অঙ্গ। রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া কেউ মুমিন বলেই গণ্য হবে না।

প্রেম-ভালোবাসা-আসক্তি যথেষ্ট আপেক্ষিক বিষয়। কোন কিছুকে দেখা, জানা, বোঝা ও উপলব্ধির উপর নির্ভর করে বিষয়টি। উপলব্ধি যত সুন্দর হবে ভালোবাসাও তত গভীর। রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালোবাসা তাদেরই বেশি, যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁকে অতি নিকট থেকে নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের । তাই সাহাবীরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর শান, মান ও মর্যাদা। সে জন্য সর্বোতভাবেই তাঁরা রাসূল সা. এর সাহচর্য লাভের জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণের জন্য এবং নিজ জীবনের বিনিময়ে হলেও রাসূলুল্লাহ সা.-এর ভালোবাসা অর্জনের জন্য কখনো পিছপা হতেন না। বরং সেটাকে তাঁরা পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন।

আমাদের হৃদয়েও যেন এ বিশ্বাস গ্রথিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালোবাসাই আমাদের ঈমান। এ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করার অভিপ্রায়ে এ প্রবন্ধে নিবেদন করছি ঐতিহাসিক কয়েকটি ঘটনা। যাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি সাহাবীদের ভক্তি, গভীর ভালোবাসা, সম্মান ও আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এক. রাসূলুল্লাহ সা.-এর অতি ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন হযরত আলী রা.। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা. প্রেমে মুগ্ধ ও আত্মহারা। রাসূলুল্লাহ সা. কে সাহায্যের অভিপ্রায়ে তিনি একাধিক বার নিজ জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। হিজরতের সময় অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদিনা চলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখনও আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এদিকে মক্কার ইসলামবিরোধী কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাসূল সা. কে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহপাক জিব্রাঈল মারফত এ খবর রাসূল সা. কে জানিয়ে দেন। তিনি মদিনায় হিজরতের অনুমতি লাভ করলেন। তাঁর হিজরতের সংবাদ যদি কাফেররা জানতে পারে তবে তারা তাঁর পিছু নিবে। তাই কাফেরদের যাতে সন্দেহ না হয় সে জন্য রাসূল সা.-এর বিছানায় কারো রাত্রিযাপন করা প্রয়োজন। যাতে সে সময়ের মধ্যে তিনি শত্রুর নাগালের বাইরে চলে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিছানায় মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঘুমাবার দুঃসাহসিক কাজটি করেছিলেন হযরত আলী রা.। রাসূলুল্লাহ সা. যে চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন সেই সবুজ রংয়ের চাদরটি গায়ে জড়িয়ে হযরত আলী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিছানায় শুয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঘরের দরজার কাছেই ছিল তলোয়ার শাণিত শত্রু কুরাইশ যুবকদের ভয়ঙ্কর পাহারা দল। তারা সশস্ত্র অবস্থায় সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এক মুঠি মাটি কুরাইশ যুবকদের উদ্দেশে ছুড়ে দেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষমাণ কুরাইশ দলের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করে দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখতে পেল না। তারা যেন দেখছিল যে, তিনি নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন।

নবীজীর জীবন রক্ষার তাগিদে নিজ জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন হযরত আলী রা. তিনি জানতেন যে, নবীজীর বিছানায় ঘুমাবার সময় যে কোন মুহূর্তে তার জীবননাশ হতে পারে। তা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলেন যেন রাসূল সাঃ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পারে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অতিশয় ভালোবাসাও মহব্বত থাকার কারণেই হযরত আলী রা.-এর পক্ষে এমন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছিল।

দুই. খন্দকের যুদ্ধে সালা পর্বতের এক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এক হিম ঠাণ্ডা রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর পেলেন সাদ আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। কি জন্য এসেছো? সাদ বললেন সাদের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন তার প্রিয়তম। এ অন্ধকার হিম ঠাণ্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হলো। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি। রাসূল সা.-এর জীবন ও ভালোবাসার তুলনায় কনকনে ঠাণ্ডা ও নিজ জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন সাহাবী সাদ রা.।

তিন. হিজরি তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় ওহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছেও তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ সময় মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈনিক রাসূলুল্লাহ সা. কে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াযিদ শহীদ হন। কাতাদা বিন নু'মানের চোখে কাফেরদের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষুকোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তাঁর গণ্ডের উপর ঝুলতে থাকে। হযরত আবু দাজানা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দিকে মুখ করে তাঁর পুরো দেহটি ঢাল বানিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহর শরীরে কোন আঘাত যেন না লাগে। এ অবস্থায় সাহাবী আবু দাজানা আহত এবং রক্তাপ্লুত হয়েছেন। তখন মুসলমানদের মধ্যে হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীর ছুড়েছিলেন। আর হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা.-এর হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে কাফেরদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনছারদের বারোজন এবং মুজাহিদদের মধ্যে হযরত তালহা রা. ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সা. পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠলেন। এমন সময় একদল শত্রু সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করলেন, কে আছো? যে হামলাকারীদেরকে আমার কাছে থেকে হটিয়ে দিতে পার? হযরত তালহা এগিয়ে এলেন। রাসূল সা. তাঁকে বারণ করেন। তখন আনছারীদের একজন এগিয়ে আসলেন। তিনি কাফেরদের সাথে লড়াই করে শহীদ হলেন। আরও একজন আনছারী এগিয়ে আসলেন রাসূল সা.-এর জীবন রক্ষা করতে। তিনিও শহীদ হলেন। এভাবে একে একে সকল আনছার রাসূল সা.-এর প্রাণ রক্ষার্থে অবলীলায় শাহাদাত বরণ করলেন। অবশেষে হযরত তালহা

www.pathagar.com

রা. এগিয়ে আসলেন। তিনি আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সা. আহত হলেন। তাঁর পবিত্র দান্দান মোবারক শহীদ হলো তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় হযরত তালহা রা. একবার মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে একটু দূরে তাড়িয়ে দেন। আবার রাসূল সা.-এর দিকে ছুটে এসে তাঁকে কাঁধে করে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকেন। একস্থানে রাসূল সা. কে রেখে আবার নতুন করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন। রাসূল সা.-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা জয়ী হয়। হযরত আবু বকর রা. বলেন, এ সময় আমি ও আবু উবাইদা রাসূল সা. থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম, কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ফিরে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, আমাকে ছাড় তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখ। আমরা তাকিয়ে দেখি তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়। আর সারা দেহে তরবারী ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশি আঘাত।

এই ছিল রাসূল প্রেমের চিহ্ন। নিজ শরীর জখমের পর জখম হয়েছে তারপরও রাসূল সা. কে রক্ষা করছে তারা এটাকে শুধু ভালোবাসা বললে ভুল হবে। বরং ভালোবাসার চেয়েও অনেক বড় কিছু।

রাসূল সা.-এর প্রতি সাহাবীদের এ ভালোবাসা কে অন্যকোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের কোন উপায় নেই। শুধু আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাদের এ ব্যাকুলতা। পবিত্র কুরআনের বাণীই তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে এ পথে চলতে। তাঁরা পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং রাসূল সা.-এর সান্নিধ্যে এসে এমন কিছু ঐশ্বরিকভাব অনুভব করেছিলেন যা তাঁদের হৃদয়কে রাসূল প্রেমে ভরিয়ে দিয়েছিল।

হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি ভক্তবৃন্দের যে অসাধারণ ভক্তি, আনুগত্য এবং মহব্বত ছিল তা অতুলনীয়। হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় মক্কার পৌত্তলিকদের তরফ থেকে দূত হিসেবে এসেছিল ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ ছাকাফী। তিনি রাসূল সা.-এর মহান দরবারে যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছেন, মক্কাবাসীদের কাছে তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে- "বেরাদারানে কুরাইশ! আমি দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহের দরবারে গমন করেছি। রোমের বাদশাহ, পারস্যের রাজা, আবিসিনিয়ার বাদশাহসহ বহু বড় বড় দরবার দেখেছি। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর দরবার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তিনি থুথু ফেললে তাঁর ভক্তরা তা হাতে হাতে গায়ে ও মুখমণ্ডলে মেখে নেন। তিনি যখন

www.pathagar.com

অযু করেন তখন তার ব্যবহৃত পানির একটি ফোঁটা লাভের জন্য ভক্তরা এমন প্রতিযোগিতা করেন যেন লড়াই করছেন। তিনি কোন আদেশ দিলে প্রত্যেকে সবার আগে সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হয়। তাঁর সম্মুখে কোন লোক উচ্চঃস্বরে কথা বলে না।"

রাসূল সা.-এর প্রতি সাহাবীদের এত বেশি ভালোবাসার নিদর্শন রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তাঁরা সবসময় রাসূল সা. কে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। হযরত জারীর রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল ঘর তখন জারীর রা. বসার স্থান না পেয়ে ঘরের বাইরে বসে পড়লেন। রাসূল সা. তাঁকে বাইরে বসতে দেখে নিজের একটি কাপড় ভাঁজ করে জারীর রা.-এর দিকে ছুড়ে দিলেন। এবং বললেন কাপড়টির উপর বসো। জারীর রা. কাপড়টি তুলে নিজের চোখে লাগালেন এবং চুমু খেলেন। কিন্তু তাতে বসলেন না।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভক্তি মহব্বত ও সম্মানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন হযরত জারীর রা.। একই রকম শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছেন হযরত বেলাল রা.। তাঁর কাছে কিছু খেজুর ছিল। তিনি তা থেকে কিছু রাসূল সা. কে উপঢৌকন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খেজুরগুলো নিম্নমানের হওয়াতে রাসূল সা. কে দিতে তিনি ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন। অবশেষে তিনি দু'সা খেজুরের বিনিময়ে এক সা উৎকৃষ্ট খেজুর লাভ করেন। অতপর সেই উৎকৃষ্ট খেজুরই রাসূল সা.-এর খিদমতে পাঠালেন। প্রেমিকের জন্য ভালোবাসার নিদর্শন এরকমই হওয়া উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা.-এর সঙ্গ লাভের জন্য সতত উদগ্রীব থাকতেন। তিনি রাসূল সা.-এর প্রেমে এতই অধীর ছিলেন যে, সর্বদা তিনি রাসূল সা.-এর পবিত্র বদন পানে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন, "রাসূল সা. অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও দীপ্তিমান কোন কিছু আমি দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের কিরণ ঝলমল করতে থাকে।" রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় তিনি বিয়ে করেন নি। জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং রাসূল সা.-এর মজলিশে উপস্থিতির ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণে জীবনে তিনি এত বেশি ক্ষুধা ও দারিদ্র সহ্য করেছেন যে, তাঁর সমকালীনদের মধ্যে কেউই তা করেনি। রাসূল সা.-এর প্রেমের তুলনায় জীবনের অন্য সব কিছুই ছিল তাঁর কাছে তুচ্ছ।

www.pathagar.com

রাসূল সা.-এর সাহাবীগণ ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী। তাঁরা কুরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রাসূল সা.-এর প্রতি এতটা ভালোবাসা ও সম্মান দেখানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় আমাদেরকেও প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে হবে। শুধুমাত্র জাহেরী বা সাধারণ শিক্ষা দিয়ে কুরআন বুঝা যাবেনা। এবং রাসূল সা.-এর মাহাত্ম্য জানা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা বাতেনী শিক্ষা।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল রাসূলে নোমা আল্লামা হযরত শাহ্ সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী র. যিনি রাসূল সা.-এর প্রেমে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবে লিখেছেন।

ওয়াইসীয়া আল দ্বীন ও ঈমান ইনকাদার দানীম ও বস

দ্বীনে মা এশকে মুহাম্মাদ রবে-উঁ-ঈমানে মা॥

অর্থ- ওহে ওয়াইসী! দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে আমি এতটুকুই জানি

এবং আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার ধর্ম হল এশকে মুহাম্মাদ এবং তাঁর প্রেমই হল আমার ঈমান।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, "তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় না হই তার পিতা থেকে, তার সন্তান-সন্ততি থেকে এবং সমস্ত মানুষ থেকে।" (বুখারী শরীফ)

ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী উপলব্ধির মাধ্যমে সকলকে রাসূল সা.-এর আশেক হতে হবে। তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে। এবং তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা রাখতে হবে। রাসূল সা.-এর আহলে বাইত এবং তাঁদের বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনই হবে আমাদের ঈমানের পরিচয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. জাহেরান নেই, কিন্তু তাঁর বংশধর তো আছেন। তাদের প্রতি ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মুসলমানদের কল্যাণ।

এ প্রসঙ্গে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী রা. বলেছেন, "আল্লাহ এবং রাসূলকে যারা ভালোবাসে শুধু তারাই বেহেশতে যাবে। আল্লাহ তোমাদের মুসলিম বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের একনিষ্ঠ মুসলমান বানাতে চান। যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, তাঁর রাসূল সা. এবং আহলে বাইতকে ভালোবেসেছে, সে যদি আর কিছু না করে বিছানায় শুয়েও মৃত্যুবরণ করে তবু শহীদের মর্যাদা পাবে।"

www.pathagar.com

আনা নূরুল্লাহি
ওয়া কুল্লু
শাইয়িন
মিন্ নূরী

আমি আল্লাহর নূর
এবং
সমুদয় বস্তু
আমার নূর থেকেই

শা কে র হো সা ই ন শি ব লী

প্রখ্যাত কবিদের কাব্যে রাসূল প্রেম

রূ-হী ফিদা-কা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

হে আল্লাহর রাসূল! আমার সত্তা যেন তোমায় উৎসর্গিত হয়।

কবি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষ। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এত এমন এক আধুনিক মানুষের তৈরী জীবনাদর্শে কবির হৃদয় যদি উদ্বেলিত না হয়, উন্মোচিত না হয়, তাহলে আর কার হবে? এই আবেগ আর ভালোবাসা কবিতায় উপমা আর চিত্রকল্প হয়ে যুগে যুগে, দেশ-দেশে সর্বভাষার কবিকে আলোড়িত করেছে। মুসলমান তো বটেই বহু অবিশ্বাসী কবি হৃদয়ও তার মানবিক ঔজ্জ্বল্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবিতা রচনায় রত হয়েছেন।

কবির কবিতায় আজও কখনও তিনি জাতীয় মহাজাগরণের কলতান, কখনও বা যুগ-যন্ত্রণা মোকাবিলায় অমিয়-স্পৃহা, কখনও প্রেমানুভূতি সম্পন্ন এক প্রেরণাদায়ী সত্তা।

www.pathagar.com

কবির কলমে আজও তাঁর জীবনাদর্শ থেকে অর্জিত মহত্ত্ব, মানবিকতা, আদর্শবাদ নানা বর্ণ ও বিভা, নানা পরিচয় ও উদ্দীপনায় বের হচ্ছে এবং হবে। তাই তো জনৈক সাহাবী বলেছেন, "এ তো অনস্বীকার্য, আল্লাহর রাসূলকে হেফাজত করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করেছো, কলমের ভাষা দিয়ে তাঁকে আজ হেফাজত করার সময় এসে গেছে। কে আছে তীক্ষ্ম মসীর আঁচড় নিয়ে এগিয়ে আসবে।"

রাসূল সা. বলেন, "যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা (অর্থাৎ, কবিতার দ্বারা) আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাধা দিয়েছে?"

নবীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা প্রকাশ সেই দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে চলছে, তা চলবে কেয়ামত পর্যন্ত। হুজুরের যুগের ওরাকা ইবনে নওফল থেকে আজ একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু মুসলিম এবং অমুসলিম কবি নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু কবিতা লিখে গেছেন।

তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম ও অমুসলিম কবির কবিতা উদ্ধৃত হলো

কবি হাস্‌সান বিন সাবিত রা.

হাস্‌সান বিন সাবিত রা. সে সকল সাহাবী-কবিদের মধ্য থেকে, যার সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সীরাতকার মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বলেন, "কুরাইশদের তিন কবি- আব্দুল্লাহ ইবনে আজ্‌জিবা, আবু সুফিয়ান বিন আল হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আমর বিন আল আস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করতেন। একবার এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবী তালিব রা. কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "ওরা যেভাবে কবিতার বান আমাদের দিকে ছুড়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের হয়ে আপনিও এর জবাব দিন না।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ দেয়া যায়। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেই। ওই ব্যক্তিটি সোজা গেলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! যারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতার তুফান তুলেছে তাদের জবাব দেয়া দরকার। আপনি আলীকে অনুমতি দিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝালেন, আলী এর জন্য যথোপযুক্ত নন। তিনি আনসারদের সমবেত করলেন এবং উচ্ছ্বসিত আবেগে তাদের বললেন, "এ তো অনস্বীকার্য, আল্লাহর রাসূলকে হেফাজত করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমরা অতন্দ্র

www.pathagar.com

প্রহরী হয়ে কাজ করেছ, কলমের ভাষা দিয়ে তাঁকে আজ হেফাজত করার সময় এসে গেছে। কে আছে তীক্ষ্ণ মসীর আঁচড় নিয়ে এগিয়ে আসবে?"

উঠে দাঁড়ালেন হাস্‌সান বিন সাবিত। বললেন, "আমিই রইলাম তার জন্য। তিনি আপন জিভ মেলে ধরলেন। পুনশ্চ বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! বুসরা থেকে শুরু করে সানআর নিভৃতবস্তি পর্যন্ত আমার কথা ঘোষিত হবে আজ থেকে, ইনশাআল্লাহ!"

সবাক প্রশ্ন তুলে ধরলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম "তা বেশ, কিন্তু আমি যে কুরাইশ গোত্রের। তাহলে কিভাবে ওদের ব্যঙ্গ করবে তুমি? জবাব এলো! ময়দার পাকানো মণ্ড থেকে যেভাবে চুল বেছে আনা যায়, দেখবেন, ওই ভাবেই আপনাকে ওদের থেকে পৃথক করব!"

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আরও বলেন, "সে সময় হাস্‌সান ও কাআবের কবিতা ছিল কাফির-মুশরিকদের জন্য সুতীক্ষ্ণ তীরের অসহ্য আঘাত!"

হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতা

তোমার তারিফ

তোমার চোখের এত ভালো চোখ পৃথিবীতে নেই,
এবং কোনো মাতা এমন সুন্দর পুত্র আর
প্রসব করেনি জানি বিশ্বে কোথাও।
তোমার সৃজন সে তো একেবারে দোষমুক্ত করে
এবং তুমিও তাই চেয়েছিলে আপন ইচ্ছায়;
তোমার তারিফ এই পৃথিবীতে বেড়েই চলছে
যেমন কস্তুরী ঘ্রাণ বাতাসে কেবলি ছুটে চলে।
তোমার সৌভাগ্য, যার নেই কোন সীমা-পরিসীমা
সমুদ্র পানির এত তোমার হাতের দয়ারাশি
এবং তোমার দান নদীর মতোন বেগে চলে।
আল্লাহ সহায় হোন, হে রাসূল তোমার ওপরে!
কেননা শত্রুরা জ্বলে সর্বক্ষণ তোমার ঈর্ষায়।

কবি ওরাকা ইবনে নওফল

ওরাকা ইবনে নওফল আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে অভিজ্ঞ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-'র আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন, হেরা গুহায় প্রথম ওহি নাজিল হওয়ার পর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ওরাকা ইবনে নওফল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর কাছে জিব্রাঈল ফিরিশতা

www.pathagar.com

আসমানী বার্তা নিয়ে এসেছেন। আমি বেঁচে থাকলে আগামী দিনগুলোতে তাঁকে সাহায্য করব!!"

আল্লাহর রাসূল

আমি অনেক পূর্ব থেকে যাঁর আগমন বার্তা শুনে আসছি যার আগমনে ধন্য হবে এ পৃথিবী
আজ খাদিজা তাঁর আগমনীর সে সুসংবাদ শোনাতে আমার কাছে আসলেন।
আর সে শুভ সংবাদটি হলো-
আহমদ (সঃ)-এর কাছে এসেছে আল্লাহর বাণী
জিবরীল নিয়ে এসেছেন যে মুক্তির পয়গাম
হে আহমদ! আপনি মানব-জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর নবী।
পাদ্রী কুস ইবনে মায়িদা যা বলেছিলেন, তা অসত্য হওয়ার নয়;
মুহাম্মাদ সা. অচিরে তাঁর কওমের নেতা হবেন।

আবু তালিব

আবু তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা এবং কুরাইশদের সম্মানিত নেতা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তা বিধান এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নিন্দার ভয়ে

সেই নূরানী চেহারার অধিকারী
যার চেহারার বরকতে
মেঘমালা থেকে নেমে আসে বারিধারা
এতিমদের আনন্দ আর বিধবাদের রক্ষক হিসাবে
যাঁর মহত্ত্ব সূর্যের এত দীপ্যমান
বনু হাশিমের অসহায় দুঃস্থ ও নিঃস্বরা
যাঁর আশ্রয়ে
সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হয়
সে যে আর কেউ নয়- আমাদের ছেলে মুহাম্মদ!

www.pathagar.com

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী র. ইরানের গিলানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মাহাত্ম্যের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ গভীরভাবে পরিচিত। কিন্তু তার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে। ফার্সী কাব্য সাহিত্যে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর 'কাসিদায়ে গাওসিয়া' কাব্যগ্রন্থে ৮১টি ফার্সী কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ।

নাতে রাসূল

হে মহান! রিসালাতের প্রাসাদ,
আপনিই করেছেন পরিপূর্ণ আবাদ
আপনার দেয়া সৌহার্দ্যের ঘোষণা চির অম্লান।
খসরু ও কায়কোবাদ
আপনারই পায়ে হয়েছে অবনত।
যতদিন এ বিশ্বলোকে শিঙ্গার ধ্বনি বেজে না উঠবে
ততোদিন এ বিশ্বলোক থাকবে
আপনারই গুণগানে মুখর।

ইসমাঈল শহীদ

হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ র. ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরলভীর অন্যতম শিষ্য এবং মুজাহিদ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে আপন রক্তে যারা সঞ্জীবিত করেছেন- তিনি তাঁদের অন্যতম।

ভালোবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন

যে সুসংবাদ শোনার প্রত্যাশী সে যেন
সরওয়ার-এ-কাওনাইন হযরত মুহাম্মাদ সা.
তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের সংবাদ শোনে।
যে কারো পদাঙ্ক অনুসরণে আগ্রহী সে যেন
পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবী ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের,

শেখ সাদী

রাসূলের শানে অমর কাব্য লিখে বিশ্বে যিনি সমাধিক খ্যাতিমান হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শেখ সাদী র.। তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'গুলিস্তানে সাদী' ও 'বোস্তানে সাদী'।

www.pathagar.com

মহান স্বভাব তাঁর, চরিত্র মধুর,

উম্মতের কাণ্ডারী তিনি, হাবীব বিভোর।

পথের দিশারী তিনি, নবীকুল সরদার,

খোদার বিশ্বস্ত প্রেমিক, জিব্রিল-আধার।

পরকালের শাফায়াতকারী এবং বিচার দিনের

নেতা তিনি, হেদায়েতের ইমাম বিশ্বের।

পৃথিবীর সকল আলো-নূর শুধু তাঁর

আমি কি সাধ্যি বলো সে রূপ বর্ণনার।

জালাল উদ্দীন রুমী

মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী র. ফারসী সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভা, তাঁর সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মসনবী শরীফ' এক কালজয়ী সৃষ্টি।

আহমদ নাম যদি বন্ধুত্বের এত সহায়ক,

.তাহলে কি উপকারী পবিত্র সে নাম মোবারক!

আহমদ নাম সে তো শীলাদৃঢ় দুর্গের মতন।

মানুষকে কখনও বিচার করো না চেহারায় ফেলে,

তফাৎ থাকবে না তবে মুহাম্মাদ ও আবু জেহেলে!!

ফরিদুদ্দিন আত্তার

হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাপুরী র. ফারসী সাহিত্যের মৃত্যুঞ্জয়ী কবি পুরুষ। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার কেবল মাত্র রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ১৪টি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কি বলব আমি? তাঁর প্রশংসায় আল্লাহই পঞ্চমুখ,

যে নামের সাথে মিশে আছে তার নাম!

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম!!

মুহাম্মাদ, সে তো সত্যবাদী,আল্ আমীন

সমগ্র জগতের জন্য শাশ্বত রহমত

দু'জাহানের শ্রেষ্ঠ মানব

দীন ও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সংগঠক।

www.pathagar.com

মোল্লা আব্দুর রহমান জামী

পঞ্চদশ শতাব্দীর অমর ফার্সী কবি মোল্লা আব্দুর রহমান জামী র. আশেকে রাসূল হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষত তাঁর 'তুহফাতুল আরবায়ী' এবং 'মসনবীয়ে জামী' তে তিনি রাসূল প্রেমের পরম নিষ্ঠা দেখিয়েছেন।

আমার ভেতর আছে তোমার নির্দিষ্ট ভালোবাসা
তোমাকে না যদি চাই, না চাওয়ার কেউ কভু আসে
আমার সমস্ত প্রেম অতি স্বচ্ছ নিখুঁত দর্পণ
সেখানে তোমার ছবি রাত্রিদিন সর্বক্ষণ ভাসে

হে সৌন্দর্যের রাজা, হে মানবকুলের সরদার!
তোমার চেহারার জ্যোতিতে চাঁদ পেল আলো।

মির্জা আসাদুল্লাহ গালিব

তুরস্কের মির্জা আসাদুল্লাহ গালিব-এর কাব্যখ্যাতি বিশ্বজোড়া। সাধককবি মির্জা আসাদুল্লাহ গালিব আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'হুসনা ওয়া আশেক'-এ

কী আনন্দ! কী আনন্দ! যখন তোমার কথা ভাবি
আমার আত্মার ঘর আলোকিত বেহেস্তি বাগান।
আল্লাহ তাঁকে দাও চিরন্তন অপার করুণা।
নবীর আদর্শে হোক আমার জীবন উজ্জীবিত।

আল্লামা ইকবাল

বিংশ শতাব্দীর অমর কাব্য প্রতিভা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল র. ছিলেন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এক কবি; তাঁর রাসূল প্রেম-

প্রেম শেখ আর পরাণ ভরে প্রেমপাত্র একবার
সন্ধান করো নূহের চক্ষু, আইয়ুব নবীর হৃদয়।
একটি মুঠি ধূলিরে তুই দে বানিয়ে পরশ পাথর,
পূর্ণ নূরের আবাসখানি ভক্তি ভরে চুম্বন কর।

www.pathagar.com

ইন্নাল্লাহা ওয়া
মালাইকাতাহু
ইউসাল্লুনা
আলান্নাবিয়্যি
ইয়া
আইয়্যুহাল্লাযিনা
আমানূ
সাল্লূ আলাইহি
ওয়াসাল্লিমূ
তাসলীমা

আল্লাহ ও তাঁর
ফেরেশতাগণ
নবীর প্রতি
রহমত প্রেরণ
করেন।
হে মুমিনগণ!
তোমরা নবীর
জন্য রহমতের
দোয়া কর এবং
তাঁর প্রতি সালাম
প্রেরণ কর।

এ জে ই ক বা ল আ হ ম দ

প্রেম বিলিয়ে মানবপ্রেম অর্জন করলেন যিনি

বিচিত্র এই পৃথিবী, তার চেয়ে বিচিত্র এ পৃথিবীর মানুষ। কিছু মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জন্মায়, আর কিছু মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দেয় সবার জন্য। ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা ভিন্নরকম হয়ে থাকেন। এমন একজনের কথাই আজ বলা হচ্ছে। রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ, সোমবার। শুক্লা-দ্বাদশীর চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। ঘুমন্ত প্রকৃতি চোখ মেলছে আলো-আঁধারের দোল খেয়ে। আরবের মরুপ্রান্তরে মক্কা নগরীর এক নিভৃত কুটিরে একজন নারী ছটফট করছেন প্রসব বেদনায়। যথাসময়ে একটি শিশু জন্ম নিল। এ মানব শিশুই আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ পয়গাম্বর নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ, মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি আমাদের মহানবী সা. । ছেলেবেলা থেকে যিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, হয়েছেন মানবপ্রেমিক। সারাজীবন প্রেম বিলিয়ে গেছেন। জীবনটা শুরু করেছিলেন মানবপ্রেমের মাধ্যমে। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন অন্যরকম। তিনি যখন মেষ চরাতেন, হয়ে যেতেন রাখাল। তখনও তাঁর মধ্যে এক ধরনের প্রেম জাগ্রত হয়। তিনি ছিলেন রাখাল দলের সর্দার। মানুষ তাঁকে খুব বিশ্বাস করত,

www.pathagar.com

ডাকত আল্ আমীন বলে। মানুষকে তাড়াতাড়ি কাছে টানতে পারতেন। শিশুদের ভালোবাসতেন প্রচণ্ডভাবে। শিশুপ্রেম তাঁর মধ্যে ছিল অসম্ভব। মহানবী সা.-এর প্রেম বহুভাবে এসেছে। মানবপ্রেম, কাজপ্রেম, কাব্যপ্রেম, ত্যাসাউফপ্রেম, আল্লাহ্প্রেম, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রপ্রেম ইত্যাদি। ধীরে ধীরে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব। তবে একথাও ঠিক তাঁর জীবনের সমস্ত প্রেমের বিবরণ এ স্বল্প পরিসরে কতটুকু দেয়া সম্ভব সেটাও ভাবার বিষয়।

মানুষ ধীরে ধীরে বড় হয়, তেমনি তিনিও বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। ভালোমন্দ বুঝতে শিখলেন অন্যদের তুলনায় বেশি। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর। স্বাভাবিকভাবে এ বয়সে আমাদের মাঝে যে ধরনের প্রেম জাগ্রত হয় তিনি সে রকম ব্যবহারের পরিচয় দেননি। আমরা প্রেম-ভালোবাসা বলতে দু'টি মনের মিলনকে এবং সাধারণত কাছাকাছি বয়সকে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু হযরত সা. এগুলো না দেখে মানবপ্রেমকে সর্বাধিক মূল্যায়ন করেছেন। অসহায় কোন মহিলাকে আশ্রয় দিয়েছেন, অসংখ্য মানুষরূপী শকুনের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য বিয়ে করেছেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার বড় প্রমাণ মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের বিগত যৌবনা বিবি খাদিজাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করা। সে সময়ে মক্কা নগরীতে কোরেশ বংশে খাদিজা নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বাস করতেন। তখন সমস্ত দেশ জুড়ে নারীজাতি কেবল ভোগের বস্তুরূপে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সেখানে এ মহীয়সী মহিলা মর্যাদা বাঁচিয়ে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করছিলেন। অন্তরের শুচিতায় ও শুভ্রতায় তিনি এত পবিত্র ছিলেন যে লোকে তাঁকে খাদিজা না ডেকে 'তাহিরা' (পবিত্র) বলে ডাকত। হযরত সা. খাদিজার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ইচ্ছা করলেই তিনি আরবের কোন অপূর্ব সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি স্থূল সৌন্দর্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে বিশ্বাসী ছিলেন। দেহের ক্ষুধা, কামনার উচ্ছ্বাস্ তাঁর মাঝে ছিল না, খাদিজার মনের সৌন্দর্যকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি একে একে তেরটি বিয়ে করেছেন। ইসলামের নিয়ম কোনদিন ভাঙ্গেননি। একত্রে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখেননি। সবাইকে কাজ ভাগ করে দিতেন। কার ঘর হতে সকালের নাস্তা খাবেন, বিকেলে কোন স্ত্রীর কাছ থেকে পান খাবেন সবই বলে রাখতেন। সেজন্য কোন স্ত্রীর সাথেই তাঁর কোনদিন মনোমালিন্য হয়নি। অতএব, যৌবনের প্রেম তাঁর ভেতরে ছিল অন্যভাবে, আমাদের দশজনের মত নয়।

তিনি খোদাপ্রেমে মত্ত হলেন ৪০ বছর বয়সে। সে আর এক অলৌকিক ঘটনা। তখন রমজান মাস চলছে। হেরা গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছে। চোখ মেলে দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় ফেরেশতা তাঁর সামনে দণ্ডায়মান, ইনিই বার্তাবাহক হযরত জিব্রাঈল আ.।মুহাম্মাদের তখন বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে। নূরের এক জ্যোতির্ময়ী বাণী মুহাম্মাদ সা. এর নয়নকোণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জিব্রাঈল আ. তাকে বললেন, পাঠ কর। হযরত সা. কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' জিব্রাঈল তখন তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। এতে তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব আলোকময় হয়ে গেল। ফেরেশ্তা তাঁকে পুনরায় বললেন,

www.pathagar.com

পাঠ কর। মুহাম্মাদ এবারও বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিব্রাঈল আবারও তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এরূপ তিনবার করার পর মহানবী সা.-এর মুখ হতে বের হল 'ইকরা বিসমি.'! বাড়ি এলে খাদিজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি'? মুহাম্মাদ সা. কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আমায় আবৃত কর! আমায় আবৃত কর! ভয় হচ্ছে"। খাদিজা তাই করলেন। তিনি মুহাম্মাদ সা. কে একটি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। সেই থেকে হযরত সা. আল্লাহর প্রেম ওহী অর্জন করলেন।

জীবনের প্রথম ৪০ বছর মানুষকে প্রেম বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি। এরপর হতে মানবজাতির প্রেম পেতে শুরু করলেন। এ প্রেম অন্য ধরনের। দশজন থেকে তিনি হয়ে গেলেন আলাদা। বিনা কারণে কারো সাথে কথা বলেন না। তিনি হয়ে গেলেন নূরে মুহাম্মদ । মুখে উচ্চারণ করছেন সৃষ্টিকর্তার প্রেমের বাণী। সে প্রেমে মানুষের অন্তর বিকশিত হতে লাগল। মুহাম্মাদ সা. মানুষের হৃদয়ে প্রেম ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি আসলে ভিন্ন যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এ পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীকে দিয়েছিলেন প্রেমের ছোঁয়া। চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন আলোকময় জ্যোতি। বাঁশিওয়ালার সুরে যেভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়ে আসে, ঠিক তেমন করে নূরে মুহাম্মাদের খোদাপ্রেমের টানে জগৎ সংসারের মানুষ হয়েছিল তাঁর অনুগত। কাজেই হযরত সা.-এর খোদাপ্রেমের পরিমাণ ছিল অপরিমাপযোগ্য। ইসলামকে রক্ষার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন। এ যুদ্ধটাও খোদাপ্রেম থেকে এসেছে। খোদাকে যে ভালো না বাসে সে ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতে পারে না। তবে কোন যুদ্ধই আমাদের মহানবী সা. ইচ্ছা করে লাগাননি। আমাদের দোজাহানের সর্দার বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের দু'দলে বিভক্ত করেন। যারা মদীনায় থাকার পক্ষপাতী ছিলেন তাদেরকে মদীনায় রেখে দিলেন। আর যাঁরা অভিযানে যেতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন। দুঃসাহসিক মুসলিম বাহিনীর বীরের সংখ্যা মাত্র ৩১৩ জন, আর অস্ত্রও ছিল মামুলি ধরনের। বাহনের জন্য পাওয়া গেল মাত্র ৭০টি উট। তবু হযরত সা. যুদ্ধে জয়যুক্ত হলেন। আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। খোদাপ্রেমে অন্ধ না হলে মাত্র ৩১৩ জন, সৈন্য নিয়ে প্রতিপক্ষের এত বড় বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার চিন্তাই কেউ করে না। আর আল্লাহ্ পাক সে প্রেমের প্রতিদান সঠিকভাবেই দিয়েছিলেন। এই খোদাপ্রেমের কারণে ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দন্ত মোবারক পর্যন্ত শহীদ হয়।

তাঁর উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। স্রষ্টাপ্রেমের বিরাট প্রমাণ এ ধর্মগ্রন্থ লাভ। আবার সে কুরআনে নামাজের কথা অসংখ্যবার উল্লেখ রয়েছে। নামাজ আসল কিভাবে? মেরাজের মাধ্যমে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি মহানবী সা.-এর প্রেমের অপূর্ব প্রতিদান এ মেরাজ। নবুয়তের ১০ম বছর, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত। সামনে দণ্ডায়মান হযরত জিব্রাঈল আ.। অদূরে 'বোরাক' নামক একটি অদ্ভুত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা করছে। ডানাবিশিষ্ট অশ্বের মত তার রূপ। হযরত সা. বোরাকে আরোহণ করলেন। বোরাক প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে উপনীত হল। দুয়ার খুলে

www.pathagar.com

গেলে হযরত ভেতরে প্রবেশ করলেন। দেখা পেলেন আদম আ.-এর। দ্বিতীয় আসমানে ঈসা আ.। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে দেখা পেলেন যথাক্রমে হযরত ইউসুফ, হযরত ইদ্রিস, হযরত হারুণ, হযরত মুসা ও হযরত ইব্রাহিম আ.-এর। তাঁরা প্রত্যেকেই হযরত সা. কে অভিনন্দিত করলেন। এরপর তিনি 'সিদরাতুল মুনতাহা' গেলেন। জিব্রাঈল আ. আর এগুতে পারলেন না। হযরত সা. একা বোরাকে চড়ে 'বায়তুল মামুর' পর্যন্ত গেলেন। সে স্থান অপূর্ব জ্যোতিতে চিরস্নিগ্ধ । এখানে এসে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলেন। একটি পর্দার আড়াল টেনে আল্লাহ্ পাক তাঁকে আত্মরূপ দর্শন করালেন। সৃষ্টিলীলার যে রহস্য তাঁর অজানা ছিল তা তিনি উপলব্ধি করলেন। অতপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে কাবাগৃহে ফিরে আসলেন।

হযরত সা.-এর মধ্যে তাসাউফপ্রেমও বিদ্যমান ছিল প্রচণ্ড। এ তাসাউফের শিক্ষা সবাই লাভ করতে পারে না। যাঁরা আল্লাহপাকের দিদার লাভ করতে পেরেছেন তাঁরাই তাসাউফের অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন। তারা বাতেনী জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আমাদের নবীজী কাজ খুব ভালোবাসতেন। কাজপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। একবার বেড়াতে গেলেন। অন্যান্য সাহাবীগণ কাঠ জোগাড় করতে লাগলেন রান্নার জন্য। হযরত নিজে কাঠ জোগাড়ে লেগে গেলেন। কারো কোন কথাই শুনলেন না।

দেশের প্রতি টান না থাকলে বড় কোন কাজ সম্পন্ন করা যায় না। হযরত সা. ভীষণ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। একটি কথা আমরা সবাই পড়েছি 'জননী, জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী'- 'মা, মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়'। দেশের প্রতি যার কোন মমতা নেই সে পশুর চেয়ে অধম। মানবতা তার মধ্যে নেই। হাদিসে আছে, 'স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'। কাজেই দেশকে ভালোবাসতে হবে। তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন হিজরতের সময়। কোরাইশদের অত্যাচারের ফলে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরীকে ছেড়ে যাওয়ার সময় কি যে নিদারুণ মনো বেদনায় কাতর হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি বারবার পেছন দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর রা.।

আমাদের প্রিয়নবী সা. মদীনা যাত্রা করার পূর্বে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির পানে একবার করুণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। চোখ তাঁর অশ্রুসজল হয়ে উঠল গভীর মমতায় তিনি বলতে লাগলেন, মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানরা আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়ে তাই তোমাকে ছেড়ে চললাম। বিদায়। লোহিত সাগরের উপকূল ধরে সকলে অগ্রসর হতে লাগল। যে পথ দিয়ে লোকেরা মদীনা যায় সে পথ তাঁরা বর্জন করলেন। এভাবেই মহানবী সা.-এর গভীর দেশপ্রেম আমরা দেখতে পাই।

www.pathagar.com

নবীজীর রাষ্ট্রপ্রেম ছিল অদ্বিতীয়। মদীনায় আগমনের পরে তিনি একটি সনদ প্রণয়ন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদ দেখে বর্তমানে কেউ বুঝতে পারবে না যে তা ১৪০০ বছর পূর্বের। একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক সংবিধান বলা চলে সে সনদকে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র চালাতে যা প্রয়োজন তার সবই ছিল ঐ সনদে। সকল ধর্মের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয় সেখানে, বাইরের কোন শত্রুর সঙ্গে কেউ আঁতাত করতে পারবে না, কোন শত্রু মদীনা আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তার মোকাবেলা করবে, ইত্যাদি অনেক জরুরী বিষয় ছিল সেখানে। মহানবী সা. গড়েছিলেন আধুনিক ইসলামিক রাষ্ট্র, ইসলামী সমাজ নয়, এটা বুঝতে হবে। দু'টোতে তফাৎ আছে। কারণ ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায়, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে তা করা যায় না, তাতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থে আঘাত আসবে, রাষ্ট্রে সংবিধানের বা সনদের সরাসরি লঙ্ঘন।

তারপর বলা যায় হযরত সা.-এর ভাষণপ্রেমের কথা। ভাষণ দিয়ে মানুষকে অভিভূত করার ক্ষমতা ছিল তাঁর ভিতরে। বিদায় হজ্বের ভাষণ ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। সে ভাষণে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন, তাতে তাঁর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। একটি পবিত্র কুরআন আর অপরটি আমার আহলে বাইত। তোমরা এগুলোকে আঁকড়ে ধরো।' আসলে যখনই মুসলমানরা এ দু'টোকে ছেড়েছে তখনই পতন হয়েছে। স্পেন প্রায় ৮০০ বছর মুসলমানরা গর্বভরে শাসন করে, পরে নানারকম বেহায়াপনা, বিলাসিতা ইত্যাদি কুরআন-হাদিস বিরোধী কার্যকলাপের ফলে আবার তাদের পতন হয়। কাজেই মহানবী সা.-এর ঐতিহাসিক 'বিদায় হজ্ব'-এর ভাষণ ছিল চিরসত্য। যেকোন ব্যাপারে তিনি ভাষণ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে সম্মোহিত করে রাখতে পারতেন। নবীজীর মানবপ্রেম ছিল দারুণ।

সবশেষে বলা যায়, মানবপ্রেম তাঁর ভেতরে এত বেশি ছিল যে পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজয় করেও যেসব কোরেশ তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল, তাদের তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। আমাদের মহানবী সা.-এর গোটা জীবনটাই কেটেছে প্রেমের মাধ্যমে। শিশুপ্রেম, কাব্যপ্রেম, কাজপ্রেম, আল্লাহপ্রেম থেকে শুরু করে একেবারে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। তাই পরিশেষে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, তিনি সারাজীবন প্রেম বিলিয়েই মানবপ্রেম অর্জন করেছেন। এটা চন্দ্রসূর্যের মত ধ্রুবসত্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তাঁর আদর্শ অন্তত কিছুটা হলেও মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ

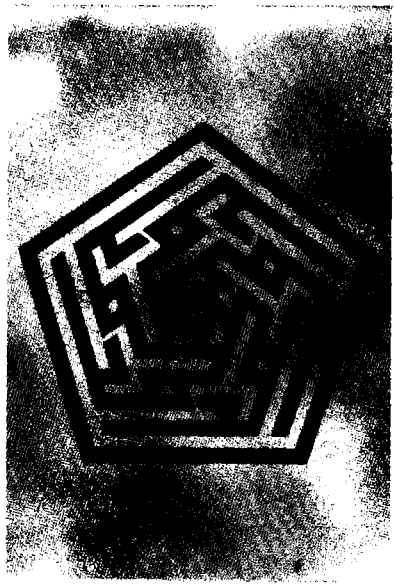

চরম প্রশংসিত

সরকার আলমগীর

মুহাম্মাদ সা.-এর প্রেমে হযরত খাদিজা রা.

মরুর বুকে ফুটল ফুল নবী মুহাম্মাদ সা. লালা। এ ফুলের সুবাস লাগল এসে আরব জাহানের হৃদয় নন্দিনী উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদিজা রা.-এর বুকে। এ সুবাসে দিশেহারা উতালা হৃদ-পেয়ালা। হৃদে হৃদে জপে যে নাম আহমদ মোস্তফা মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মক্কাবাসী বুঝল কি বুঝল না বিবি খাদিজা রা. ঠিকই বুঝলেন, আঁচ করলেন শুষ্ক মরুর তপ্ত বালুকারাশির মাঝে রহমতের ঢেউ লেগেছে। এ রহমতের ঢেউয়ে দুলে উঠেছে বিবি খাদিজার রা. হৃদয় পেয়ালা। ভরে উঠেছে মায়ায় খোশবুতে মন। দয়ার বারিধারা অবলোকন করলেন দেখলেন দিনের সূর্যোদয়। এ সূর্যের আলোক রশ্মিতে ঝলকে উঠে বিবি খাদিজার হৃদয় আঙ্গিনা। এখানে নূরের কিরণে ভালো লাগা ভালোবাসার রূপ নেয় ধীর গতিতে।

আল আমীন মুহাম্মাদ সা.-এর মহিমায় বিমোহিত সারা আরব জাহান। প্রতিটি ঘরে প্রতিজন মানবে সর্বস্বীকৃত মুহাম্মাদ সা. আল আমীন বা বিশ্বাসী। বিশ্বাসের সকল

www.pathagar.com

দুয়ারে উত্তীর্ণ মুহাম্মাদ সা. এ আমানতদারীর কথা আর কাজের অক্ষরে অক্ষরে মিল। অপূর্ব মিলনের দৃষ্টান্ত রেখে চলেছেন। প্রতিটা মুহূর্তে সত্যের নির্ভীক সেনানায়ক। এ সত্য স্থাপনকারী আল-আমীনের ঢেউ বিবি খাদিজা রা.-এর স্পর্শে এলে এর পরশে বিবি খাদিজার রা. মন বিগলিত হয়ে উঠে। অবিশ্বাসের মাঝে মহাবিশ্বাসী খেয়ানতের মাঝে আমানতধারী, সত্যের কাণ্ডারীকে বিবি খাদিজা রা. তাঁর বাণিজ্যের কাণ্ডারী নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ মোস্তফা সা.-এর পরশে বাণিজ্য ভাণ্ডারী হয়ে উঠে আরো সমৃদ্ধশালী। সম্পদ অধিকারিণী বিবি খাদিজা রা. মুহাম্মাদ সা.-এর আল আমীনের বিশাল সম্পদের পরশে বিমোহিত হৃদয় পাথর গলতে শুরু করে সত্যের অনুরাগের ছোঁয়ায়। সম্পদের ভাণ্ডারী আল আমীনের কাণ্ডারীতে চেপে বসেন অনুরাগে।

এই তো সেই জন। যিনি নীল আকাশে সূর্যের এত সত্য। প্রখর আলোক রশ্মিমালা আলোয় আলোয় আলোকিত করেছে আরব জাহান আর আমার হৃদয় অন্ধকারকে। তাঁর স্নিগ্ধ কমল চন্দ্র কিরণমালা জ্যোৎস্নার পরশে সরস করেছে। আমি যা এত দিন খুঁজেছি হৃদয় কোণে দীর্ঘক্ষণে এ তো সেই পূত পবিত্র আমার প্রেম। হৃদয় আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ করে বিবি খাদিজা রা. রাসূল সা. কে তার বাণিজ্যের খেদমতে লাগার বার্তা প্রেরণ। আপনি সিরিয়ায় আমার পণ্য নিয়ে যেতে পারেন। সম্মতি হলে আমি আমার ভৃত্য মাইসারাকে আপনার সহযোগী করব। এর বিনিময় মূল্য হবে অন্যদেরকে প্রদত্ত বিনিময় মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ। মুরব্বির নির্দেশ শিরোধার্য করে মুহাম্মাদ সা. আপন চাচার সম্মতিতে পণ্য নিয়ে সিরিয়া বাণিজ্য সফরে বেরুলেন। তাঁর বাণিজ্যের সফর সঙ্গী ভৃত্য মাইসারা দেখে অবাক, রাসূল সা.-এর প্রতি আল্লাহর রহমতের মহিমা। একখণ্ড মেঘ তাদের সফর সঙ্গী হয়ে তপ্ত প্রখর রোদের মরু প্রান্তরে তাদের ছায়ায় ঢেকে আরাম দিয়ে চলেছে বাণিজ্য কাণ্ডারী রাসূল সা. কে। এ বাণিজ্য সফরকালে আল্লাহর রহমতের একাধিক নজির ভৃত্য মাইসারার নজরে পড়ে। এ ঘটনা ভৃত্য মাইসারার মাধ্যমে বিবি খাদিজার রা. কাছে পৌঁছে যায়। ঘটনা শুনে বিবি খাদিজা রা. মুগ্ধ হলেন। অনুরাগের পালে দোল খেয়ে যায় তাঁকে আপন থেকে আপন করে পাবার ইচ্ছা। সেই সঙ্গে তার প্রেম পাল আরো হাওয়া দোল দেয় বাণিজ্য শেষে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বাণিজ্য প্রাপ্তিতে। হাতে কলমে বাণিজ্য প্রাপ্তির ফলাফল আর ভৃত্য মাইসারার পেশকৃত অলৌকিক ঘটনা শ্রবণে মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি বিবি খাদিজা রা. আকৃষ্টতা আরো চরমে উঠে যায়। এ আকৃষ্টতার ভালোলাগা আর ভালোবাসার বরফ গলে একাকার হয়। হৃদয়ে উথলে উঠে প্রেমের দরিয়ায়। তার এ প্রেমের আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপদানে বিবি খাদিজা

www.pathagar.com

রা. আকাঙ্ক্ষার পয়গাম প্রেরণ করেন খাদেমা নাফীসার মাধ্যমে। নবী করিম সা. এ প্রস্তাবে সাড়া দেন। তাঁর ইতিবাচক সাড়াতে বিবি খাদিজা রা. তার চাচা আমর ইবনে আদকে এজন্য ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে রাসূল সা. বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করেন। চাচা আমরের পৃষ্ঠপোষকতায় অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালেব ও খান্দানের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খাদিজার রা.-এর গৃহে সমবেত হন। আবু তালেব বিয়ের খুতবা পড়েন। রাসূল সা. প্রেমে বিবি খাদিজা রা. নিবেদন করেন নিজেকে। সে প্রেমের পরিণতিতে তার সমগ্র সম্পত্তি বাণিজ্যবহর নবী করিমের পদতলে সমর্পণ করেন। এ সমর্পণের একবিন্দু পরিমাণ সংশয় তার সামনে উঁকি দেয়নি। হেরা পর্বতের গুহায় নবী করিম যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন তখন চোখের পানিতে ঝর্ণার নহর বইয়ে বিবি খাদিজা রা. খাবার হাতে দণ্ডায়মান হন হেরা গুহায়। সময় যায় বয়ে সামান্য ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। একবারও ওহ করেন না। পাছে রাসূল সা.-এর ধ্যান ভেঙে যায়। হৃদয়ে কষ্ট পান তিনি। একে বলে খোদাপ্রেম। রাসূল সা.-এর প্রেমে বিবি খাদিজাও উত্তীর্ণ হন। ইসলামের প্রথম যুগে নবী করিম সা. অধিক রাত করে ঘরে ফিরতেন। ইসলামের খেদমতে নিবেদিত সত্যের পথের একমাত্র পরিচয়দাতা আল্লাহর পথের ডাক শুনিয়ে অনেক রাত হয়ে যেত। নবী করিম সা. ঘরের বাইরে রেখে বিবি খাদিজা রা. চোখে ঘুম আসত না। ঘুমহীন চোখে ঘরের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, এখনই বুঝি আমার প্রেমের নবী আসবেন। দরজার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতেন বিবি খাদিজা রা.। যত রাতই হোক এক ডাকের বেশি যেন না লাগে। আমার রাসূল সা.-এর যেন কোন কষ্ট না হয়।

নবী প্রেমে নিবেদিত বিবি খাদিজা রা. যতদিন জীবিত ছিলেন রাসূল সা. ততদিন আর কোন বিয়েই করেননি। প্রেমের নবীর হযরত খাদিজা প্রেম ছিল এতটা গভীর।

www.pathagar.com

রওশানে যো জোয়াদ
তাস্‌তে কাউনাইন
আয় যাহের ওয়া
বাত্বেনাত হামাহ্ নূর

দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

তোমার অস্তিত্বের
আলোয় আলোকিত
উভয় জাহান-
তোমার জাহের বাতেন
সবই নূর হে মহান !

হাফেজ আহমাদ উল্লাহ

হেরা গুহায় প্রেমের ধ্যান

আমাকেই আমি চিনিতে চাই-
জপতপ আর ভালোবাসা দিয়ে,
আমাকেই আমি কিনিতে চাই।
"মান আরাফা নাফ্‌সাহু
ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু"

'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সেই তার রবকে চিনতে পেরেছে'। নিজকে চেনা যায় কিভাবে? নিজকে চিনতে হবে কেন? নিজকে চেনা যায় নির্জনতায়। নিজকে চিনতে হবে আত্মার মুক্তির জন্য। যিনি নিজকে চিনতে চেয়েছেন, তিনিই ডুব দিয়েছেন দেহ সাগরে। দেহ সে তো দেহ মাত্র। এ আবার সাগর হয় কি করে? মনের ভেতর ভাব বড়শি ফেল। মিলে যাবে দেহ সাগরের ঠিকানা।

নূরে হক গঞ্জেনূর কিতাবে হযরত মাওলানা আহমদ আলী জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী র. যেন এই কথাই বলেন-

www.pathagar.com

নিজেকে চিনেছে যেই চিনেছে খোদায়
এই সে রসূল বাণী শোন মনকায়।
তুমি যথা আমি তথা কহে আর সাঁই
তোমা সঙ্গে আমি আছি তুমি দেখ নাই।

হেরা গুহার নির্জনতায় কি চাইতেন মুহাম্মাদ সা.? দিনের পর দিন কার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তিনি? মহা প্রভুর প্রথম সৃষ্টি নূর। এই নূর সৃষ্টি না হলে কিছুই তিনি সৃষ্টি করতেন না। নূর থেকেই আদম নামক নূর বানালেন তিনি। নূরের সৃষ্টি আদমকে নিয়ে প্রাণ ভরে খেলছেন প্রভু। খেলতে খেলতে এক রহস্যময় খেলায় তিনি মেতে উঠলেন। সেই আদি প্রিয় নূর, বন্ধু নূরকে তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন শেষ নবী করে, অবতারিত মহান পুরুষরূপে। যিনি আদি নূর ছিলেন, বিশেষ মুক্তির মহান দূত হয়ে পৃথিবীতে যিনি জন্ম নিলেন, তিনি কেন হেরা গুহাকে বেছে নিলেন সাধনার জন্য? কার সাধনা করতেন তিনি? যদি সাধক হয়েই তিনি জন্মেছেন, তবে সাধনা কেন আবার? সাধক বলেই তিনি সাধনা করতেন হেরা গুহায়। তাঁর পরম বন্ধু মহান আল্লাহর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সমুদ্রের ঢেউ যে ভাবে প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ে তীরে এসে। সন্ধ্যার নির্জনতা যেভাবে মিশে যায় দূর আকাশের প্রান্তে গিয়ে। মিশে যেতে না পারলে, বিলীন হতে না পারলে, আত্মায় আত্মায় একাত্ম না হতে জানলে, নিজকে জানা পূর্ণ হবে না। আর যিনি নিজকে জানতে পারলেন না, তিনি তাঁর মহাপ্রভুকে চিনবেন কেমন করে?

তাই, নিজকে জানার জন্যই যেতে হয় নির্জনতায়। নির্জনতায় লুকিয়ে থাকেন আপনজন। আপনজনের মুখোমুখি বসতে বসতে একদিন আপনজনে বিলীন হয়ে যান অপরজনে। জাত জাতের সঙ্গে, সিফাত সিফাতের সঙ্গে মিলন হয় পূর্ণ রূপে। তখনই হেরা গুহায় ছুটে আসেন হযরত জিব্রাঈল আ.। মহান আল্লাহর ওহী বার্তা নিয়ে। মিষ্টি কণ্ঠে বলেন, পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে 'আলাক' (রক্তপিণ্ড) হতে। পাঠ করুন আপনার প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে। যা সে জানতো না।

(সূরা আলাক)

মহান আল্লাহর এই ওহীর মাধ্যমেই বিশ্ববাসীকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাপ থেকে, পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। প্রিয় নবীর ওপর অর্পিত এরকম গুরু দায়িত্ব অতীতে তিনি তাঁর কোন নবীকেই দেননি। ভবিষ্যতেও দেবেন না।

মহানবীর জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন একদম নিজের মত অন্যরকম একজন, সেই ছেলেবেলা থেকেই। সারাক্ষণ ভাবছেন কি যেন। একাকী কাটাচ্ছেন দীর্ঘ সময়। অনেক কিছু তার জানার আছে। বুকের ভেতর অজুত নিযুত প্রশ্ন। কিন্তু তিনি কারো কাছেই ছুটে যাচ্ছেন না জানার জন্য। প্রশ্নও করছেন না কাউকে। শুধু এসময়গুলোতে তিনি ডুব দিতেন নিজের মধ্যে। তিনি প্রায়শ চলে

www.pathagar.com

যেতেন হেরা গুহার নির্জনতায়। প্রভু প্রকৃতি আর নির্জনতায় যাঁকে পাঠ শেখায়, তিনি তো সেখানেই যাবেন। যেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারেন। সমর্পণ করতে পারায় কি যে আনন্দ, তিনিই জানেন যিনি সমর্পিত হতে পেরেছেন। মানুষ যদি মহান আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত হতে চায়, তাঁকে বন্ধুরূপে পেতে চায়, সে যেন হৃদয় গুহায় ডুব দিতে চেষ্টা করে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে আছে একটি নির্জন হেরা। নিজ হেরাকে যেন চেনার চেষ্টা করে মানুষ। এই তো হেরার ধ্যানীর ইঙ্গিত।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাম্যবাদী কবিতায় বলেন

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহবান,
এইখানে বসে গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই!

নবীজীর জীবন সংক্ষেপ

"মোর যদি সে রূপের রাজা পা রেখে মোর আঁখির পরে
বিলিয়ে দিব দ্বীন-দুনিয়া তার চরণের ধূলির তরে।

রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ্ আলী ওয়াইসির-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

৫৭০ খ্রিস্টাব্দ ৯ রবিউল আউয়াল

বিশুদ্ধ মতে এই মানব গ্রহে মানব সুরতে তাঁর আগমন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল মুত্তালিব। মায়ের নাম আমিনা বিনতে ওয়াহাব। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত নামটি রাখেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। জন্মের আগেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ৭ দিন বয়সে খতনা করিয়ে দাদাই তাঁকে লালন পালন শুরু করেন। মা আমিনার দুধ পান করার পর তিনি আবু লাহাবের দাসী সাওবিয়ার দুধ পান করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর মরু হাওয়ার এক বেদুইন মায়ের দুধ পান। মরুর এই দুধ মায়ের নাম হালিমা বিনতে আবি জোয়াইব আল সাদীয়া।

৫৭২ খ্রিস্টাব্দ

তিনি মা হালিমার দুধ পান করেন।

৫৭৩-৭৫ খ্রিস্টাব্দ

এক সময় তাঁর খেলার সঙ্গীরা দেখেন, দুজন ফেরেশতা এসে তাঁর বুক চিরে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ

রাসূল সা. দুধ মা থেকে মা আমিনার কাছে ফিরে আসা এবং মার সঙ্গে নানা বাড়ি মদীনায় বেড়াতে যাওয়া। বেড়ান শেষে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মায়ের ইন্তেকাল। এ সময় তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর।

"তাঁর পীরিতি জ্বালায় নিতি পরান এমন বুকের মাঝে

আগুন পারা মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষাণেরে।"

-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ

৮ বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল হলে চাচা আবু তালিবের উপর দায়িত্বভার আসে।

৫৮২ খ্রিস্টাব্দ

১২ বছর বয়সে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। এখানে বাহীরা নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সঙ্গে দেখা হয়।

৫৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ

ঐতিহাসিক হারবুল ফিজার যুদ্ধ শুরু। এ যুদ্ধ ৫ বছর ধরে চলছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে মুহাম্মাদ সা.-এর যুদ্ধ ক্ষেত্র উপস্থিতি।

৫৯১ খ্রিস্টাব্দ

ফিজার যুদ্ধের শেষেই তিনি 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি শক্তিশালী যুব সংগঠন গঠন করেন।

৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দ

হযরত খাদিজা রা.-এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হয়ে সিরিয়া ও ইয়েমেন যাত্রা করেন।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ

হযরত খাদিজা রা.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দ

মুহাম্মাদ সা.-এর মাধ্যমে কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করার সময় তাঁর শৈল্পিক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব সর্বজন সমাদৃত হয়। এ ভাবেই তাঁর আল আমীন উপাধির ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এ সময় তাঁর জীবনে শুরু হয় আরেক উজ্জ্বল অধ্যায়- খোদার ধ্যানে পবিত্র হেরা গুহায় ধ্যান ইবাদত চর্চা।

www.pathagar.com

৬০৫-৯ খ্রিস্টাব্দ

কোরাইশ গোত্র হজ্বের জন্য পবিত্র আরাফাতে যাওয়ার রীতি বন্ধ ঘোষণা করে। মুহাম্মাদ সা. তা প্রত্যাখ্যান করে আরাফায় যান। একই সময় যায়িদ ইবনুল হারিসা রা. কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। জনসম্মুখে তাকে পুত্রবলে গ্রহণ করেন।

৬১০ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র রমজান মাসে হেরা গুহায় জিব্রাঈল আ.-এর মহাগ্রন্থ আল কুরআন ওহীর মাধ্যমে প্রথম নাজিল হওয়া শুরু হয়। চান্দ্র বর্ষ মতে তাঁর বয়স তখন ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। এসময় প্রায় ৯০ দিন তাঁর কাছে ওহী আসা বন্ধ থাকে। একই সময় দৈনিক এক ওয়াক্ত গভীর রাতের নামাজের বিধান প্রবর্তন হয়

(সূরা মুজ্জাম্মিল ১-৮)।

৬১০-১৩ খ্রিস্টাব্দ

নবুওতীর প্রথম তিন বছর। গোপনে চলতে থাকে ইসলাম প্রচারের কাজ। এ সময় ইসলামের দাওয়াত প্রথম কবুল করে ধন্য হন হযরত খাদিজা রা.,হযরত আলী রা., হযরত যায়িদ রা., হযরত আবু বকর রা.-এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত উসমান রা.,হযরত জুবায়ের রা. হযরত আবদুর রহমান রা.,হযরত সাদ রা., হযরত তালহা হযরত বেলাল রা., হযরত আরকাম রা.,হযরত উদায়দা রা. সহ ৪০ জনের মত।

৬১৪ খ্রিস্টাব্দ

মুহাম্মাদ সা. কে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন মহান আল্লাহ (সূরা- শুআরা ২১৪) মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর নিক্ষেপের ফলে সূরা লাহাব নাজিল হয়।

"ধিক আমারি বদ নসীবের শোক ছাড়া নাই ভাগ্যে কিছু
পোড়ায় তোমার বিচ্ছেদানল পাগলা আমার দিল খানারে"।

-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি কাফেরদের বিদ্রুপ, উপহাস, নির্যাতন বাড়তে থাকে। এ সময় রাসূলের প্রেমে ইসলামের জন্য প্রথম রক্ত ঝরায় হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. তাঁরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হন হারীস ইবনে আবি হালা রা.।

www.pathagar.com

৬১৫ খ্রিস্টাব্দ

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে হযরত ওসমান রা.-এর নেতৃত্বে প্রথমে ১৬ জন সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে আরও শতাধিক সাহাবীর এই দেশে হিজরত করেন।

এসময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে হযরত ওমর রা. এবং হযরত হামযা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৭-১৯ খ্রিস্টাব্দ

মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি গণবয়কট আরোপ করে বনু হাশিম গোত্রসহ প্রায় সব কটি গোত্র।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দ

নবুয়তের দশম বর্ষে মহররম মাসে গণবয়কটের অবসান হয়। এ সময় রমজান মাসে চাচা আবু তালিব এবং প্রিয় সঙ্গিনী হযরত খাদিজা পর পর ইন্তেকাল করেন।

"এসো ওগো ব্যথার ওষুধ এসো আমার আশার আলো
দাওগো মলম জখম পরে বর্ষা চিনি লাল অধরে।"

দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

একই সময় হযরত সাওদা রা.-এর স্বামীর ইন্তেকাল হলে রাসূল সা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় সাওয়াল মাসে। এ মাসেই নবীজী তায়েফ গমন করেন। মক্কার বাইরে বহু গোত্রের কাছে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

৬২০ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের আভাস লাভ।

৬২১ খ্রিস্টাব্দ

হজ্ব মৌসুমে আকাবার প্রথম বাইয়াত এবং হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের রা. কে শিক্ষক করে মদিনায় পাঠান হয়।

৬২২ খ্রিস্টাব্দ

হজ্ব মৌসুমে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত, মদিনায় হিজরতের জন্য সাহাবাগণের প্রতি নির্দেশ জারি।

৬২৩ খ্রিস্টাব্দ

নবুয়তের ১৪ বর্ষে ২৬ সফরে নবীজীকে সম্মিলিতভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। কাফের মুশরিকদের এ সিদ্ধান্তের পর রাসূল সা. হযরত আবু বকর রা. কে সঙ্গী করে

www.pathagar.com

মদিনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে সাওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। একাধারে তিন দিন এ গুহায় তারা অবস্থান করেন।

১ হিজরী ৬২২ খ্রিস্টাব্দ

৮ রবিউল আউয়াল মুহাম্মাদ সা. মদিনার কুবায় এসে পৌঁছান। ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার জুমার পর তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। এ সময় থেকেই ইয়াসরিব মদিনাতুন নবী নামে আখ্যায়িত হয়।

১ হিজরী ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ

মসজিদে নববীর নির্মাণ, সশস্ত্র সংগ্রামের বিধান, মদিনা সনদের বিধান প্রবর্তন হয়।

২ হিজরী ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ

সফর মাসে আবওয়া যুদ্ধ, রবিউল আউয়াল মাসে বওয়ত যুদ্ধ, সাফওয়ানের যুদ্ধ, জমাদিউল আউয়াল মাসে যুল উশাইরা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২ হিজরী ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ

রজব মাসে হযরত ইবনে জাহাশ রা.-এর নাখলা অভিযান। রমজান মাসে হযরত ওমর রা.-এর বনু খাতামা অভিযান। রমজান মাসেই হয় বদর যুদ্ধ। শাওয়াল মাসে হয় বানু কায়নুকা এবং শাবিক যুদ্ধ।

এ সময় কিবলা পরিবর্তন হয়। রোজার বিধান। জাকাতের বিধান, সাদকাতুল ফিতরার সূচনা, ঈদের জামাতের সূচনা। একই সময় বদর প্রান্তর থেকে যুদ্ধ জয়ের বার্তা আসে। নবীজীর কন্যা হযরত রোকাইয়া ওফাত গ্রহণ করেন। নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা জাহরার সঙ্গে হযরত আলীর রা. বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন।

"মুহাম্মাদের সা. প্রেমের আলোতেই আমার কাব্যের সূচনা
তাঁর প্রেমের সূর্যোদয়ই ঘুচায় মনের জ্বালা-যন্ত্রণা।"

-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

মহররম মাসে হয় আল কুদর যুদ্ধ, রবিউল আউয়াল মাসে হয় আসর যুদ্ধ, জমাদিউল আউয়ালে হয় বুহরান যুদ্ধ, জমাদিউস সানীতে হয় আলকারাদা অভিযান, হযরত যায়িদের নেতৃত্বে।

৩ হিজরী ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ

শাওয়াল মাসে হয় ওহুদের যুদ্ধ। হামরাউলে আসাদ যুদ্ধ। ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামজার শাহাদাৎ বরণ, এ সময় মদ হারামের বিধান তৈরি হয়। প্রথমে হযরত হাফসা ও পরে হযরত জয়নব কে রাসূল সা. বিয়ে করেন। কন্যা উম্মে কুলসুমকে

www.pathagar.com

হযরত ওসমানের সঙ্গে বিয়ে দেন। মা ফাতিমার ঘরে হযরত হাসান রা. জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময় ইয়াতিমদের সম্পর্কে বিধান তৈরি হয়। উত্তরাধিকার ও দাম্পত্য বিধান প্রবর্তন করা হয়।

৪ হিজরী ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ

হযরত হোসাইন জন্মগ্রহণ করেন। হযরত জয়নাব ইন্তেকাল করেন। নবীজী উম্মে সালমাকে বিয়ে করেন। মদপান নিষিদ্ধ হয়। পর্দা প্রথার বিধান চালু হয়।

৫হিজরী ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ

খন্দকের যুদ্ধ; ফরজ হজ্বের বিধান, পর্দার বাধ্যবাধকতা, তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন, ফৌজদারী আইনের সূচনা।

৫ হিজরী ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ

যুদ্ধের পর যুদ্ধ আর অভিযান চলতে থাকে। একই বছরের শেষের দিকে হয় হুদায়বিয়ার সন্ধি। তারপর রাসূল সা. প্রতিবেশী রাষ্ট্রশাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠাতে থাকেন।

৭ হিজরী ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুষ্ঠিত হয় খায়বারের যুদ্ধ। এ সময় ইহুদী মহিলা জায়নাব রাসূল সা. কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে। একই সময় বহু যুদ্ধ এবং খণ্ড খণ্ড অভিযান শেষে বহু মশহুর ব্যক্তিত্ব ইসলামের পতাকা তলে ছুটে আসেন। মিসরের সম্রাট কর্তৃক রাসূল সা.-এর দরবারে বহু মূলবান উপহার সামগ্রী প্রেরণ। এই সময় তালাক ও বিয়ের বিস্তারিত বিধান প্রচলন হয়।

৭ হিজরী ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ

তখনও চলতে থাকে একই ধরনের অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর ছোট ছোট অভিযান।

৮ হিজরী ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ

রমজান মাসে হয় মক্কা বিজয়।

আমার বন্ধুর অপরূপ এই চেহারায়
আদিরূপ সৌন্দর্যের উদয়
প্রাচীনতমের নূরের জ্যোতিতেই
আমার প্রিয়তমের উদয়।

-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে

www.pathagar.com

জিলক্বদ মাসে সাহাবাগণ ওমরা পালন করেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মদিনায় প্রত্যাবর্তন। জিলহজ্ব মাসে নবীজীর পুত্র হযরত ইব্রাহীমের জন্ম। কন্যা হযরত জয়নাবের ইন্তেকাল। এ সময় সুদের প্রতি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। একই বছরের রবিউল আউয়াল মাসে হযরত আলী রা. আল কুদ্‌স অভিযান পরিচালনা করেন। রজব মাসে শুরু হয় নবীজীর তাবুক অভিযান। তাবুক অভিযান শেষে মদিনায় প্রবেশ পথে শিশু ও গণমানুষের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন দীনের নবী প্রেমের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.।

৯ হিজরী ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ

ইসলামী শরিয়া মতে হজ্বের বিধান প্রবর্তন। উলঙ্গ ও মুশরিকদের জন্য কাবা শরিফ তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ হয়। বাদশা নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেন। রাসূল সা. তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। মুনাফিক সরদার ইবনে উবায়-এর মৃত্যু নবী কন্যা উম্মে কুলসুমের ইন্তেকাল। বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের মদিনা আগমন। স্ত্রীগণ থেকে রাসূল সা. -এর এক মাসের ঈলাহ্ পালন।

এই সময় কাফেরদের সঙ্গে করা সব রকম অসম চুক্তি বাতিল করা হয়। রমজানে প্রিয় নবীজী ২০ দিনের ইতেকাফ পালন করেন।

১০ হিজরী ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ

জিলকদ মাসে বিদায় হজ্ব পালনের জন্য মদিনা ত্যাগ এবং জিলহজ্ব মাসে হজ্ব পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার আগে তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণ দেন।

১৮ জিলহজ্ব তিনি গাদিরে খুম নামক স্থানে প্রায় সোয়া লক্ষ লোকের সমাবেশে হযরত আলী রা. কে মাওলা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। সমাবেশ শেষে মাওলা আলীকে কবিতার মাধ্যমে অভিবাদন জানান হযরত ওমর রা.।

এসময় ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য মানুষের। মানুষের নবী, প্রেমের নবীর দরবারে সাদা পোশাকধারী মানবরূপী হযরত জিব্রাঈল একদিন এসে উপস্থিত হন। এভাবেই একদিন আখেরী নবী হায়াতে জিন্দেগীর পর্দা টানেন।

এসো ওগো আহমাদ নবী, এসো ওগো দয়ার ছবি।
নেক নজর দাও আমায়, দয়ার পা রাখ মোর আঁখির পরে।
-দিওয়ানে ওয়াইসী থেকে।

www.pathagar.com